CONTENTS

Monday, the 30th July, 1990 : **Pages.**

CONTENTS

Tuesday, the 31st July, 1990 **Pages**

COTENTS

Wednesday, the 1st August, 1990 **Pages**

3. Calling Attention :

Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister made statements regarding.

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

SPEAKER

Shri Jyotirmoy Nath.

DEPUTY SPEAKER

Shri Ratimohan Jamatia.

PANAL OF CHAIRMEN

1. Shri Rashiklal Roy.
2. Shri Amal Mallik.
3. Shri Buddha Deb Brama.
4. Shri Keshab Majumder.

SECRETARY

Shri B. K. Bhattacherjee.

LIST OF MEMBERS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

(Sixth Legislative Assembly)

Sl. No. Name of Constituency	Name of Members
1	2
1. Simna (ST)	Shri Rabindra Deb Barma.
2. Mohanpur	Shri Dhirendra Chandra Debnath.
3. Bamutia (SC)	Shri Prakash Ch. Das.
4. Barjala	Shri Dipak Kumar Roy.
5. Khayerpur	Shri Ratan Lal Ghosh.
6. Agartala	Maharani Bibhu Kumari Devi.
7. Ramnagar	Shri Surajit Datta.
8. Town Bardowali	Shri Sudhir Ranjan Majumder.
9. Banamalipur	Shri Ratan Chakraborty.
10. Majlishpur	Shri Dipak Nag.
11. Mandaibazar (ST)	Shri Rashi Ram Deb Barma.
12. Takarjala (ST)	Shri Tarani Deb Barma.
13. Pratapgarh (SC)	Shri Anil Sarkar.
14. Badharghat	Shri Dilip Sarkar.
15. Kamalasagar	Shri Matilal Sarkar
16. Bishalgarh	Shir Samir Ranjan Barman.
17. Golaghati (ST)	Shri Buddha Deb Barma.
18. Charilam	Shri Matilal Saha.
19. Boxanagar	Shri Billal Mia.

20.	Nalchar (SC)	Shri Sukumar Barman.
21.	Sonamura	Shri Rashiklal Roy.
22.	Dhanpur	Shri Samar Choudhury.
23.	Ramchndraghat (ST)	Shri Dasaratha Deb.
24.	Khowai	Shri Arun Kumar Kar.
25.	Ashsarambari (ST)	Shri Bidya Chandra Deb Barma.
26.	Promodnagar	Shri Nripen Chakraborty.
27.	Kalyanpur	Shri Makhan Lal Chakraborty.
28.	Krishnapur (ST)	Shri Khagendra Jamatia.
29.	Teliamura	Shri Jitendra Sarkar.
30.	Bagma (ST)	Shri Ratimohan Jamatia.
31.	Salgarha (SC)	Shri Gopal Chandra Das.
32.	Radhakishorepur	Shri Chitta Ranjan Saha.
33.	Matabari	Shri Kashiram Reang.
34.	Kakraban	Shri Keshab Majumder.
35.	Rajnagar (SC)	Shri Nakul Das.
36.	Belonia	Shri Amal Mallik.
37.	Santirbazar	Shri Gouri Sankar Reang.
38.	Hrishyamukh	Shri Badal Choudhury.
39.	Jolaibari (ST)	Shri Brajamohan Jamatia.
40.	Manu (ST)	Shri Angju Mog.
41.	Sabroom	Shri Sunil Kumar Choudhury.
42.	Ampinagar (ST)	Shri Nagendra Jamatia.
43.	Birganj	Shri Jawhar Saha.
44.	Raima Valley (ST)	Shri Rabindra Deb Barma.
45.	Kamalpur	Shri Bimal Sinha.
46.	Surma (SC)	Shri Rudreswar Das.

47.	Salema (ST)	Shri Dinesh Deb Barma.
48.	Kulai (ST)	Shri Diba Chandra Hrangkhawl.
49.	Chhawmanu (ST)	Shri Purna Mohan Tripura.
50.	Pabiachhara.	Shri Bidhu Bhusan Malakar.
51.	Fatikroy.	Shri Sunil Chandra Das.
52.	Chandipur.	Shri Baidyanath Majumder.
53.	Kailashahar.	Shri Birjit Sinha.
54.	Kurti	Shri Fayzur Rahaman.
55.	Kadamtala.	Shri Jyotirmoy Nath.
56.	Dharmanagar.	Shii Kalidas Dutta.
57.	Jubarajnagar	Shri Biva Rani Nath.
58.	Pencharthal. (ST)	Shri Sunil Kumar Chakma.
59.	Panisagar	Shri Subodh Kumar Das.
60.	Kanchanpur (ST)	Shri Drao Kumar Reang.

GOVERNMENT OF TRIPURA

LIST OF THE MINISTERS SHOWING THEIR PORTFOLIOS

Sl. No.	Name of Minister.	Name of Departments assigned.
1.	Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister.	(a) Political. (b) Administrative Reforms. (c) Confidential & Cabinet. (d) Home. (e) Finance. (f) Secretariat Administration. (g) Appointment & Services (h) Planning & Coordination. (i) Industries. (j) Cooperation.
2.	Shri Nagendra Jamatia, Minister.	(a) Agriculture. (b) Fisheries (c) Minor Irrigation in PWD.
3.	Shri Samir Ranjan Barman, Minister.	(a) Public Works [excluding Irrigation (minor and medium) & Flood Control]. (b) Transport. (c) Law (exludig Election). (d) Statistics, (e) Public Health Engineering in PWD.

4. Shri Kashiram Reang,
Minister.

(a) Health & Family Welfare.
(b) Refugee Relief & Rehabilitation.

5. Shri Drao Kumar Reang,
Minister.

(a) Forest.
(b) Tribal Welfare (including ADC and Special Area Programme).
(c) Science, Technology & Environment.

6. Shri Arun Kumar Kar.
Minister.

(a) Educetion (excluding Primary Education).
(b) Labour.
(c) Parliamentary Affairs.
(d) Medium Irrigation and Flood Control PWD.

7. Shri Birajit Sinha,
Minister.

(a) Rural Development.
(b) Panchayat.
(c) Tribal Rehabilitation in Plantations and Primitive Group Programme.

8. Maharani Bibhu Kumari Devi,
Minister.

(a) Revenue.
(b) Local-Self Government.

MINISTER OF STATE :

9. Shri Matilal Saha,
Minister of State.

(a) Food and Civil Supplies (Independent Charge).
(b) Industries.

10. i Rabindra Deb Barma,
Minister of State.

(a) Power (Independent Charge).
(b) Primary Education of Education Department (excluding management of attached Primary Sections in Senior Basic and High Schools) (Independent Charge).
(c) Co-operation.

11.	Shri Ratan Chakraborthy, Minister of State.	(a) Information, Cultural Affairs & Tourism. (Independent Charge). (b) Youth Services and Sports of Education Department. (Independent Charge).
12.	Shri Jawhar Saha, Minister of State.	(a) Printing and Stationery. (Independent Charge). (b) Local Self Government. (c) Rural Development. (d) Panchayat.
13.	Shri Surajit Datta. Minister of State.	(a) Jail (Independent Charge). (b) Refugee Relief & Rehabilitation. (c) Medium Irrigation of PWD. (d) PWD (excluding Minor Irrigation, Flood Control & Public Health Engineering).
14.	Shri Billal Mia. Minister of State.	(a) Animal Husbandry (Independent Charge). (b) Flood Control of PWD. (c) Planning & Coordination.
15.	Shri Prakash Chandra Das. Minister of State.	(a) Welfare of Scheduled Castes. (Independent Charge). (b) Science, Technology & Environment. (c) Forest. (d) Tribal Welfare. (e) Finance.

16. Shri Kalidas Dutta,
Minister of State,

a) Law (Elections) (Independent Charge).

b) Public Health Engineering of PWD.

c) Revenue.

17. Smt. Biva Rani Nath,
Minister of State.

a) Social Education & Social Welfare of Education Department (Independent Charge).

b) Health & Family Welfare.

c) Administrative Reforms (excluding vigilance).

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the ASSEMBLY HOUSE, at Agartala on Monday, the 30th July, 1990, at 11 A. M.

P R E S E N T

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, Six Ministers, Nine Ministers of State, 14 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলির সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে, তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নম্বর জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় তাঁর উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস এবং শ্রীবিধুভূষণ মালাকার। (অনুপস্থিত)

শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়ার মহুরীপুর হইতে আগরতলা পর্যন্ত কোন টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু আছে কিনা ?

২। না থাকিলে, সরকার সার্ভিস চালু করার কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা ?

উত্তর

১। বিলোনীয়ার মহুরীপুর হইতে আগরতলা পর্যন্ত টি, আর, টি, সির কোন বাস সার্ভিস চালু নাই।

২। আর্থিক সংকুলানের অভাব এবং গাড়ীর সংখ্যা কম থাকায় উক্ত রুটে টি, আর, টি, সির গাড়ী চালানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, ঐ মহুরীপুর অথবা বাইখোরা অঞ্চলে টি, আর, টি, সির সরাসরি কোন বাস সার্ভিস না থাকায় সেখানকার জনসাধারণের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কাজেই আর্থিক সংকুলান হলে সত্বর এই রুটে টি, আর টি, সির বাস চালুর ব্যবস্থা করবেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি, আগেই বলেছি যে, প্রয়োজনীয় আর্থিক সংকুলান হলে সেই রুটে বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু বর্তমানে আগরতলা থেকে ভায়া উদয়পুর বিলোনীয়া পর্যন্ত ৩টি বাস সার্ভিস চালু আছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিভিন্ন রুটে টি, আর, টি সির বাস সার্ভিস চালু থাকা সত্বেও সেগুলি রেগুলারলি চলাচল না করার কারণ কি ? বিশেষ করে আগরতলা থেকে ছৈলেংটা পর্যান্ত বাস নিয়মিত না চলার কারণ কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, আলাদা করে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই মহুরীপুর, বাইখোরা, মাইছড়া, পশ্চিম পিলাকবাই, মহুরীপুর আর, এফ এগুলি প্রত্যেকটির দূরত্ব ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। কাজেই এই সমস্ত অঞ্চলের লোকদের যাতে উপকার হয়, তাই ঐ সব অঞ্চলে বাস সার্ভিস চালু করার ব্যবস্থা করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি যে, আর্থিক সংকুলান হলে বাস চালু করার ব্যবস্থা করা হবে। তাই, আমি বলছি যে ঐ এলাকার কেউ যদি প্রাইভেট বাস চালাতে চায়, তাহলে আমরা তাকে লাইসেন্স দিতে রাজী আছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমল মল্লিক

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৮

QUESTIONS AND ANSWERS

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২৮

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৯০-৯১ সালের (অর্থ বছরে) জন্য সারা রাজ্যে কতখানি ভার্জিন ভিলেজ ইলেকট্রিফিকেশন করার জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে ;	১) ১৯৯০-৯১ সালে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ২০০টি ভার্জিন ভিলেজ-এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
২) এর মধ্যে বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত কতটি গ্রামে তাহা বাস্তবায়িত করা হবে ?	২) এর মধ্যে বিলোনীয়ার ২৮টি ভার্জিন ভিলেজ করা হবে।

শ্রীঅমর মল্লিক :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ভার্জিন ভিলেজ যে সেনসাস ধরে করা হচ্ছে তার মধ্যে অনেক ভার্জিন ভিলেজে ইলেকট্রিফিকেশন হয়ে গেছে। কাজেই পুনরায় সার্ভে করে নূতন করে ইলেকট্রিফিকেশন করার ব্যবস্থা করা হবে কি না ? কারণ এর মধ্যে অনেক গ্রাম ভার্জিন ভিলেজ থেকে বাদ পড়েছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমে ভার্জিন ভিলেজের সেনসাস হয় ১৯৭১ সালে এর পরে আবার ১৯৮১ সালে। ১৯৭১ সালের সেনসাস অনুযায়ী কাজ শুরু করা হয়। এরপরে ১৯৮১ সালের সেনসাস অনুযায়ী অনেকগুলি গ্রাম পড়েছে। অনেক ভার্জিন ভিলেজ ইলেকট্রিফিকেশন করা হয়েছে। কিন্তু কতগুলি গ্রামে সেখানে আদৌ বিদ্যুৎ গিয়ে পেঁৗছেনি। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ভার্জিন ভিলেজের মধ্যে যে সমস্ত গ্রাম পড়েছে সেগুলি না করে অন্য নাম দিয়ে অন্য ভিলেজ করেছে। এখন আমাদের পক্ষে মুশকিল হচ্ছে কি করে সেগুলি কাভার করা যায় তার জন্য একসটেনশন স্কীম হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলো কাভার করার জন্য।

শ্রীঅমর মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, একসটেনশন স্কীম যেটা নেওয়া হয়েছে সেটাতে দেখা যায় প্রত্যেক বৎসর একটি ব্লক এলাকায় ৬/৮/১০ কিলোমিটারের বেশী কাজ হয় না। পুরো ব্লক এলাকার মধ্যে এক একটি গাঁও তার এক ফার্লং দুই ফার্লং কোন মতে কাভার হয়। ১৯৭১ সালের সেনসাস বইয়ে অনেক ভিলেজের নাম খোঁজে পাওয়া যায়না। এই জন্য নূতন করে সেনসাস করে গ্রামে এখন যে বিদ্যুতের অভাব সেটা দূর করা হবে কিনা ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেনসাস ভিলেজ যেটা করা হয়েছে সেটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে লোন হিসাবে টাকা নিয়ে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত গ্রামের নাম লিপিবদ্ধ করেছে তার বাহিরে নূতন করে এখন কোন গ্রাম নেয়া সম্ভব নয়।

স্যার, আমরা এটা আর. ই. সি. মিটিংয়ে উত্থাপন করেছি। মাননীয় সদস্য বলেছেন—পার ব্লকে ৬/৭ কি. মি. করে অ্যাকসটেনশন করার কথা। আমি মাননীয় সদস্যকে বলছি পার ব্লকে আমরা ১০ কি.মি. করে অ্যাকসটেনশন করে থাকি। যদি টাকা বেশী পাই তাহলে কোন কোন ব্লকে তার চেয়েও আরো অনেক বেশী করে থাকি। বিশেষ করে উপজাতি এলাকাগুলিতে যাতে আরো বেশী করে অ্যাকসটেনশন করতে পারি সে জন্য, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, প্রতিটি ব্লকে ১০ কি. মি. করে সরকারী ভাবে অ্যাকসটেনশন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা সত্যি কথা। বামফ্রন্টের আমলে ৫ কি. মি. করে অ্যাকসটেনশন হত। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পার ব্লকে ১০ কি. মি. করে করা হচ্ছে। ব্লকে বিভিন্ন মিটিংয়ে ইলেকট্রিকাল ডিপার্টমেন্টের লোকদের সঙ্গে যখন আলোচনা করি তখন প্রায়ই একটি সমস্যা দেখা দেয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অবগতির জন্য এখানে জানাচ্ছি যে, সমস্যাটা হচ্ছে—যে সমস্ত রাস্তা এবং যে সমস্ত গ্রামের নাম অ্যাকসটেনশানের জন্য আসে সেগুলিতে অ্যাকসটেনশন হয় না বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ ধরা না থাকার জন্য। এর ফলে অনেক জায়গায়ই এই প্রোগ্রাম সাকসেসফুল হতে পারছে না এটা সত্য কিনা? যদি সত্য হয়, তাহলে এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা তা জানাবেন কি?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমার উত্তরে আমি আগেই বলেছি, অ্যাকসটেনশন ভিলেজ এবং ভার্জিন ভিলেজ সম্পর্কে সরকারী নিয়ম হল, বি. এ সি. এর মিটিংয়ে ডিসিশন নেওয়া হবে কোন্ কোন্ গ্রাম হবে। বাজেট ব্যয় বরাদ্দ না থাকলেও এই কাজের ব্যাপারে ব্যাহত হবার কোন প্রশ্ন উঠে না। কারণ এটা আমরা আর, ই, সি থেকে কাজের জন্য লোন হিসাবে নিয়ে থাকি। অতএব কাজ করলেই লোন পাই। কাজেই এর সঙ্গে বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— ১৯৮৯-৯০ ইং সালে কিছু কিছু গ্রামে ইলেকট্রিক পোস্ট বসান হয়েছিল। কিন্তু এক বছরের মধ্যেও সেগুলিতে তার টানা হয়নি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি? এর ফলে জোট সরকারের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এই ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে কথা বলেছেন তার কিছুটা সত্যি। কোন কোন জায়গায় আমরা মেটেরিয়েলসের অভাবে কাজ শেষ করতে পারছি না। ইলেকট্রিফাইড গ্রামে মেটেরিয়েলসের অভাবে কাজ শেষ হতে পারছে না। ইলেকট্রিক মেটেরিয়েলস ত্রিপুরায় উৎপাদন হয় না। এগুলি আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়। বিশেষ করে, রাজস্থান, বিহার, ইউ. পি থেকে। সেখানে আন্দোলনের ফলে, রাস্তা-ঘাটের অসুবিধার জন্য আসতে সময় লাগে। এই জন্য আমরা

সময় মত কাজ শেষ করতে পারছি না। তবে দপ্তর যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে, কাজগুলি যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কোথাও কোথাও ইলেকট্রিক লাইন টানা সত্বেও ইলেকট্রিকেল চার্জ না হওয়ার জন্য ডোমেষ্টিক কানেকশন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এরকম বহু ভিলেজ আছে যেমন—চাকমা গাঁওসভার চাইলংমগ পাড়া, জোলাইবাড়ীর ঠাকুরছড়া গাঁওসভার আচাইছি মগ পাড়া। সেখানে পাঁচ বছর হয়েছে লাইন টানা হয়েছে। কিন্তু ইলেকট্রিক চার্জ না হওয়ার ফলে সেখানকার লোকেরা পাওয়ার নিতে পারছে না। এই রকম বহু ইনষ্ট্যান্স দেওয়া যায়। আমি বার বার ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু তারা এমন সব কথা আমাদেরকে বলেন সেটা আমাদের পক্ষে পরিষ্কার হয় না। দীর্ঘদিন লাইন টানা থাকার ফলে কোথাও কোথাও তার চুরি হয়ে গিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানবেন কিনা, অতি সত্বর এই সব লাইনগুলিতে তার সংযোগ করে ইলেকট্রিফিকেশনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, ইলেকট্রিক লাইন চার্জ করার কতগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। একটি গ্রামে ন্যূনতম ১০টি পরিবার কনজিউমার্স থাকতে হবে। এর নীচে হলে লাইন চার্জ দেওয়া হয় না। আর. ই. সি. একটি কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট। একটা পরিবারকে লাইন দিতে গিয়ে সেখান থেকে ১০টা পরিবার চুরি করুক সেটা ডিপার্টমেন্ট চায় না এবং এই ব্যাপারে আমরা অনেক জায়গাতে ব্যবস্থা নিচ্ছি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দরখাস্তকারীর উপর ন্যূনতম যে নিয়মগুলি আছে—জোত নম্বর, প্লট নম্বর দিতে হবে, তাদেরকে যে ফরম দেওয়া হয় সেই ফরমে তারা এগুলি কিছুই শো করতে পারে না। তার জন্য আমরা লাইন দিতে পারছি না। সরকার চিন্তাভাবনা করবেন বিগত দিনে যে আইন আছে সেগুলি সংশোধন করে প্লট নম্বর ইত্যাদিতে না গিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য। মাননীয় সদস্য মহোদয় যে গ্রামগুলির কথা বলেছেন সেগুলি আমি খতিয়ে দেখব। একটা গ্রামকে আমরা ইলেকট্রিফাইড করে দিলাম, সে গ্রামে মাত্র ২টি পরিবার দরখাস্ত করলো সেখান থেকে আমাদের রেভেনিউ আসবে মাত্র ২০ টাকা, কিন্তু তার জন্য খরচ হবে ১০ লক্ষ টাকা। এটা আমাদের দপ্তর করতে চায় না সেটা ওয়েস্টেজ অব মানি হবে। ন্যূনতম ১০টা পরিবারের এপ্লিকেশান থাকলে সেই গ্রামকে আমরা ইলেকট্রিফাই করে থাকি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :—কোয়েশ্চান নং ৩০ স্যার।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান নং ৩০ স্যার।

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া মহকুমার বেতাগা বাজার থেকে সর্বোধন রিয়াং পাড়া হয়ে লক্ষ্মীছড়া বাজার পর্যন্ত কোন রাস্তা আছে কিনা, এবং

২) না থাকিলে পাকা রাস্তা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) বিলোনীয়া মহকুমার বেতাগা বাজার হইতে লক্ষীছড়া ভায়া সর্বোধন রিয়াং পাড়া পর্যন্ত একটা পায়ে চলার রাস্তা আছে।

২) সরকারের সেখানে একটা পাকা রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা আছে ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ দাস।

(মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)।

যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নটির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

* * *

(ANNEXURES "A" & "B")

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট থেকে একটি রেফারেন্সের নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক উহার রেফারেন্সের বিষয়বস্তুটি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅমর মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১৬ই জুলাই, ১৯৯০ 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকার প্রথম পাতায় বিরোধী সমর্থকদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ, রেশন-বাজার বন্ধ, সি, পি, এম শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তার বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা যেন অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ১,৮,৯০ইং তারিখ আমার বক্তব্য রাখবো।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ দ্বিতীয় রেফারেন্সের নোটিশটি পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল

CALLING ATTENTION

মহোদয়ের নিকট থেকে। সেই নোটিশটি পরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়কে উনার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১৩ই জুলাই ১৯৯০ ইং 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় প্রথম পাতার অষ্টম কলমে প্রচারিত টি, আর, এ ১১২৫ নং জীপ গাড়ী দিয়ে দক্ষিণ জেলা এ, ডি, সি'র জোনাল অফিস থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ফাইলপত্র সরিয়ে ফেলার ঘটনা এবং এ, ডি, সি-র কোটি কোটি টাকা অপচয়ের বিষয় বস্তু সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা যেন অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ১,৮,৯০ ইং তারিখ আমি আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করবো।

মিঃ স্পীকার :— আজ তৃতীয় রেফারেন্সের নোটিশটি পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীঅঞ্জু মগ মহাশয়ের নিকট থেকে। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অঞ্জু মগ মহাশয়কে উনার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅঞ্জু মগ (মগ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :— "গত ২৮,৭,৯০ ইং রাত্র ২ ঘটিকায় নলছড় কিল্লামুড়ায় নির্মল ঘোষের বাড়ীতে ডাকাতির ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করিতেছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা যেন অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ১,৮,৯০ ইং তারিখ আমার বক্তব্য রাখব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট থেকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ৯ই জুলাই, ১৯৯০

'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার প্রথম পাতায় এ, ডি, সির তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে মানুষের স্বতস্ফূর্ত সাড়া, সি, পি, এমের সন্ত্রাসের বলি ও দুর্গ রক্ষার জন্য অস্ত্রের মহড়া" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ১.৮.৯০ইং তারিখ আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়ের নিকট থেকে একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"Memo No. F. 29 (1)-G-A/77(1) dt.19.1.77 অনুযায়ী রাজ্য সরকারের স্ট্যানডিং অর্ডার রিপ্রিজেনটেশন অফ্ এস-টি-এস-সি ডিরেকট্ রিক্রুটমেন্ট অ্যাণ্ড প্রমোশন কোটা ইন অন. কেটাগরিস এখন পর্যন্ত ফিলআপ না করার বিষয়বস্তু সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সার্ভিস অ্যাপয়েন্টমেন্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই নোটিশটির উপর আগামী ১.৮.৯০ইং তারিখ বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"বিগত ৮.৭.৯০ইং এ ডি সি নির্বাচনের প্রাককালে ধর্মনগর মহকুমায় একটি জীপ গাড়ী থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও সেই জীপ গাড়ী সহ কতিপয় দুস্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি এখন আমি মাননীয় হোম মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য

অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই নোটিশটির উপর আগামী ১.৮.৯০ ইং তারিখ বিবৃতি দিতে পারব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা একটা জিনিষ জানতে চাই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ এই এ, ডি, সি, নির্বাচনে হেরে বিধানসভায় না এসে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কল্যাণার্থে কোন পরিকল্পনা নিচ্ছেন কি না এইটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি তা হাউসকে অবগত করবেন কি না ?

মিঃ স্পীকার :— এইটা মেম্বারদের গণতান্ত্রিক অধিকার আসা না আসা, ওনারা যেটা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজিনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা।"

বর্তমান অধিবেশনের ৩০শে জুলাই, সোমবার, ১৯৯০ ইং তারিখ হইতে ১লা আগষ্ট, বুধবার ১৯৯০ ইং তারিখ পর্যান্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য "বিজিনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ৩০শে জুলাই সোমবার, ১৯৯০ ইং তারিখ হইতে ১লা আগষ্ট, বুধবার, ১৯৯০ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য "বিজিনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছিল তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করেছেন যে, "বিজিনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।"

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।

ঘোষণাটি হলো :— "বিজিনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত।"

(অতএব, রিপোর্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :— "Laying of a copy of the Report of Inquiry by S. M. Ali Commission of Inquiry into the violence and killings at Birchandramanu on 12. 10. 88 together with a Memorandum of the action taken thereon, as required under Sub-Section (4) of Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952.

এখন আমি আইন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত রিপোর্ট এবং ইনকোয়েরীটি সভায় পেশ করার জন্য ।

Sri Samir Ranjan Barman (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the table of the House a copy of the "Report of Inquiry by S. M. Ali Commission of Inquiry into the violence and killings at Birchandramanu on 12. 10. 1988 together with a Memorandum of the action thereon, as required under Sub-Section (4) of Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা রিপোর্ট এবং ইনকোয়েরীর প্রতিলিপি 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য ।

GOVERNMENT BILLS

Mr. Speaker :— Now the question before the House is Introduction of Government Bills.

INTRODUCTION OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (TRIPURA) (SEVENTH AMENDMENT) BILL, 1990 (TRIPURA BILL NO. 12 OF 1990).

Now, I request the Honourable Chief Minister to move for leave to introduce :-

" The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Seventh Amendment) Bill , 1990 (Tripura Bill No. 12 of 1990)."

GOVE RNMENT BILLS

Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister) :— Sir, I beg t e for leave to introduce " The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Seventh Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 12 of 1990)," in the House

Mr. Speaker : Now I am giving the Motion moved by the Honourable Chief Minister to VOTE. The MOTION is : "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Seventh Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 12 of 1990)".

(The Motion was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker : Now the question before the House is :- "INTRODUCTION OF THE TRIPURA EDUCATIONAL INSTITUTIONS (PREVENTION OF RAGGING) BILL, 1990 (TRIPURA BILL NO. 13 OF 1990)."

Now I request the Minister-in-charge of the Education Department to move for leave to introduce :— "The Tripura Educational Institutions (Prevention of Ragging) Bill. 1990, (Tripura Bill No. 13 of 1990)."

Sri Arun Kumar Kar (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripura Educational Institutions (Prevention of Ragging) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 13 of 1990)" in the House.

Mr. Speaker :- Now I am giving the Motion, moved by the Honourable Minister-in-charge of the Education Department to Vote.

The Motion is —"The Tripura Educational Institutions (Prevention of Ragging) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 13 of 1990)."

(The Motion was put to voice Vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is—

"INTRODUCTION OF THE TRIPURA UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 1990 (TRIPURA BILL NO. 14 OF 1990)."

Now I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department

to move for leave to introduce :— **"The Tripura University (Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 14 of 1990)".**

Shri Arun Kumar Kar (Minister) :- Mr. Speaker Sir, I beg to moev for leave to introduce "The Tripura University (Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 14 of 1990)."

Mr. Speaker Now I am giving the Motion, moved by the Honourable Minister-in-charge of the Education Department to Vote. The Motion is "The Tripura University (Amedment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 14 of 1990).

(The Motion was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker : মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি আজকের সভায় পেশ করা বিলগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ৩১শে জুলাই, মঙ্গলবার, ১৯৯০ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

* * *

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No 5

Name of Mebmer :— Shri Subodh Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বছরে কাঞ্চনপুর ব্লকের কালাপানি, দাসমনি পাড়া, মনু ছৈলেংটা, চণ্ডিপুর, জয়ারাম পাড়া, পূর্বসাতনালা ও উত্তর লালজুরি প্রভৃতি উপজাতি অধ্যুষিত গাঁওসভাগুলিতে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা আছে কি,

২। আর না থাকিলে তার কারণ কি?

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answer).

উত্তর

১। কোন ব্লকের বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের কাজ, ব্লক উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন অনুসারে করা হয়ে থাকে। ১৯৯০-৯১ইং সনে কোন্ কোন্ গ্রামে এই কাজ করা হইবে তাহার তালিকা এখনও চূড়ান্ত পর্য্যায়ে তৈরী হয় নাই। উল্লেখিত গ্রামগুলির কাজ এবছর হাতে নেওয়া বি এ সির অনুমোদনের উপর নির্ভর করছে।

২। উপরোক্ত উত্তরের ভিত্তিতে প্রযোজ্য নহে।

Admitted starred question No. 7.

Name of Member :- Shri Subodh Das

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৯০-৯১ইং আর্থিক বছরে কাকড়ী নদী ও শুকনাছড়ার প্রবল বন্যার কবল থেকে ধর্মনগর শহরকে মুক্ত করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন কি?	১। হঁ্যা
২। আর না নিয়ে থাকলে তার কারণ কি?	২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২ নং প্রশ্নের উত্তর আসে না।

Admitted Starred Question No. 10.

Name of M. L. A. :- Shri Subodh Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বছরে কাঞ্চনপুর হইতে আনন্দবাজার via দশদা বাজার এবং কাঞ্চনপুর হইতে ধর্মনগর via লালজুরি বাজার ও জয়শ্রী বাজার পর্যন্ত local বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২) না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহনমন্ত্রী

১) হ্যাঁ, পরিকল্পনা আছে।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 20

Name of M. L. A. :— Sri Bidhu Bhushan Malakar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :-

১। প্রশ্ন :— পাবিয়াছড়া বাজার হইতে দারচই বাড়ীর রাস্তা সোলিং মেটেলিং করার কোন পরিকল্পনা আছে— কি না, এবং

১। উত্তর :— হ্যাঁ, আছে।

২। প্রশ্ন :— থাকিলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ হইবে বলে আশা করা যায়?

২। উত্তর :— উক্ত রাস্তায় সোলিং-এর কাজ শেষ হয়েছে এবং মেটেলিং এর কাজ ১৯৯০ইং সনের জানুয়ারী মাসে আরম্ভ হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 39

Name of Member—Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। জল সেচ প্রকল্পে বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কতটি নতুন স্কীম চালু করা হবে, এর মধ্যে খোয়াই বিভাগে কতটি এবং কোথায় হবে—	১। রাজ্যে বর্তমান আর্থিক বৎসরে জল সেচ প্রকল্পে ৪৮ (আট চাল্লিশ)টি এল, আই ২৬ (ছাব্বিশ) টি, ডিপ টিউবওয়েল ও ২টি ডাইভারশন মোট ৭৬টি সেচ প্রকল্প চালু হওয়ার প্রস্তাব আছে। তন্মধ্যে খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত ৩ (তিন)টি এল আই ৩ (তিন) টি ডিপটিউবওয়েল ও ১ (এক) টি ডাইভারশন মোট ৭ (সাতটি) সেচ প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব আছে। প্রকল্পগুলির নাম সংযোজনীতে দেওয়া হইল।

২। ইহা কি সত্য যে, কল্যাণপুর থানা এলাকাধীন, সর্বং ছড়ার ডাইভারশন স্কীমটি এখন পর্যন্ত সমাপ্ত হয় নাই।	২। হ্যাঁ
৩। যদি সত্য হয়, তবে স্কীমটি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প ব্যবস্থা করে কৃষকদের জলের সুযোগ করে দেওয়া হবে কিনা—	৩। এই প্রকল্পটি বর্তমান আর্থিক বৎসরে চালু হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তা করা হয় নাই।

৩৯ নং সংযোজনী

১১৯০-৯১ইং সালে খোয়াই বিভাগে চালু করার প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	প্রকল্পের অবস্থিতি	প্রকল্পের প্রকৃতি
১।	তেলিয়ামুড়া	সাউথ গকুলনগর	এল আই
২।	— ঐ —	উত্তর ঘীলাতলী	— ঐ —
৩।	— ঐ —	পূর্ব কুঞ্জবন (কচুপাড়া)	— ঐ —
৪।	— ঐ —	উত্তর কৃষ্ণপুর	গভীর নলকূপ
৫।	— ঐ —	কামরাজ ময়দান	ঐ
৬।	— ঐ —	সর্বংছড়া	ডাইভারশন
৭।	খোয়াই	পশ্চিম রাজনগর (কলাবাগান)	গভীর নলকূপ

* * *

ANNEXURE—'B'

Admitted unstarred Question No. 3

Name of the Member—Shri Subodh Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Minor Irrigation Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরায় কোন ব্লকে কয়টি ডিপ টিউবওয়েল ও কতটি এল আই স্কীম-এর মাধ্যমে জল সেচ প্রকল্প রয়েছে—	১। ৩১-৩-৯৭ ইং পর্যন্ত ব্লক ভিত্তিক হিসাব ১ নং তালিকায় সংযোজিত হইল।
২। উক্ত প্রকল্পগুলির মধ্যে কোন ব্লকে কয়টি সচল ও কয়টি অচল অবস্থায় রয়েছে—	২। ব্লক ভিত্তিক হিসাব ২ নং তালিকায় সংযোজিত হইল।

৯ নং তালিকা

জল সেচ প্রকল্পের
ব্লক ভিত্তিক হিসাব ৩১-৩-৯০ ইং পর্যন্ত

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	জল সেচের কাজে লিফট ইরি-গেশন প্রকল্পের সংখ্যা	জল সেচের কাজে গভীর নলকূপ প্রকল্পের সংখ্যা	মন্তব্য
১।	পানিসাগর	২৮টি	১২টি	
২।	কাঞ্চনপুর	১২টি	—	
৩।	কুমারঘাট	৪২টি	২টি	
৪।	ছামনু	৭টি	২টি	
৫।	সালেমা	৪৪টি	৩টি	
৬।	খোয়াই	৮টি	৫টি	
৭।	তেলিয়ামুড়া	১৯টি	৪টি	
৮।	জিরানীয়া	১৯টি	৫টি	
৯।	মোহনপুর	৮টি	২০টি	
১০।	বিশালগড়	২৭টি	১৭টি	
১১।	মেলাঘর	২০টি	৫টি	
১২।	মাতারবাড়ী	৪১টি	১৩টি	
১৩।	বগাফা	১৪টি	৫টি	
১৪।	রাজনগর	১০টি	৩টি	
১৫।	সাতচাঁন্দ	১৮টি	৫টি	
১৬।	অমরপুর	২৬টি	—	
১৭।	ডম্বুরনগর	৩টি	—	
১৮।	ননব্লক	৪টি	—	
	মোট—	৩৫০টি	১০১টি	

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Question and Answers)

২নং তালিকা

সচল ও অচল জলসেচ প্রকল্পের
ব্লক ভিত্তিক হিসাব ৩১-৩-৯০ ইং পর্যন্ত

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	লিফট ইরিগেশন প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা			গভীর নলকূপ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা			মন্তব্য
		সচল প্রকল্প	অচল প্রকল্প	মোট প্রকল্প	সচল প্রকল্প	অচল প্রকল্প	মোট প্রকল্প	
১।	পানিসাগর	২৮টি	—	২৮টি	১১টি	১টি	১২টি	
২।	কাঞ্চনপুর	১১টি	১টি	১২টি	—	—	—	
৩।	কুমারঘাট	২৬টি	১৬টি	৪২টি	২টি	—	২টি	
৪।	ছামনু	৬টি	১টি	৭টি	২টি	—	২টি	
৫।	সালেমা	৪৪টি	—	৪৪টি	২টি	১টি	৩টি	
৬।	খোয়াই	৬টি	২টি	৮টি	৫টি	—	৫টি	
৭।	তেলিয়ামুড়া	১৯টি	—	১৯টি	৪টি	—	৪টি	
৮।	জিরানীয়া	১৯টি	—	১৯টি	৫টি	—	৫টি	
৯।	মোহনপুর	৬টি	২টি	৮টি	১৬টি	৪টি	২০টি	
১০।	বিশালগড়	২৭টি	—	২৭টি	১৪টি	৩টি	১৭টি	
১১।	মেলাঘর	১৮টি	২টি	২০টি	৫টি	—	৫টি	
১২।	মাতাবাড়ী	৩৬টি	৫টি	৪১টি	১৩টি	—	১৩টি	
১৩।	বগাফা	১১টি	৩টি	১৪টি	৪টি	১টি	৫টি	
১৪।	রাজনগর	৯টি	১টি	১০টি	২টি	১টি	৩টি	
১৫।	সাতচাঁদ	১৮টি	—	১৮টি	৪টি	১টি	৫টি	
১৬।	অমরপুর	২৪টি	২টি	২৬টি	—	—	—	
১৭।	ডম্বুরনগর	৩টি	—	৩টি	—	—	—	
১৮।	করবুক	৪টি	—	৪টি	—	—	—	
	মোট—	৩১৫টি	৩৫টি	৩৫০টি	৮৯টি	১২টি	১০১টি	

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Tuesday the 31st July, 1990 at 11-00 A. M.

Present

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker, in the Chair, The Chief Minister, The Deputy Speaker, five ministers, eight ministers of state and 34 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— স্যার, আমার কিছু বলার আছে। ... ...

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি এটা এলাউ করতে পারছি না। আপনি বসে পড়ুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— ... ...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি,, আপনি বসে পড়ুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি আবার মাননীয় সদস্য সুবোধ দাসকে অনুরোধ করছি উনার প্রশ্নের নাম্বার বলার জন্য।

(গণ্ডগোল)

(... ... ... Expanged as order by the Chair).

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড (স্টার্ড) কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়াতে বসবাসকারী গরীব ও দুর্বল শ্রেণীর জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য আই, আর, ডি, পির মতন কোন প্রকল্প বর্তমানে চালু আছে কি না, এবং

২) না থাকলে ঐরূপ প্রকল্প চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) আই, আর, ডি, পির মতন কোন প্রকল্প রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়াতে চালু নাই। তবে রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়ার দরিদ্রতম বেকারদের কর্মসংস্থান ও উন্নতি কল্পে নেহেরু রোজগার যোজনার অন্তর্গত আরবান মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ নামে একটি প্রকল্প রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়াতে চালু আছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটি সাপ্লিমেন্টারী আছে।

(গণ্ডগোল)

(At this stage the opposition Members staged a walk-out en block for the whole day)

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী আজকে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে যাবার আগে উনি যে আচরণ করেছেন এবং আমাদের বিল ছুঁড়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উপর যে ভাবে ছুঁড়ে মারছেন, আমি এর জন্য প্রিভিলেজ মোশান আনতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে আপনারা নোটিশ দেবেন, ইউ হ্যাভ দি রাইট টু গিভ নোটিশ।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সেটা করলেন, যে বিল ছুঁড়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের গায়ে ছুঁড়ে দেন এটা সম্পূর্ণভাবে একটা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঐ সদস্যের বিরুদ্ধে, এই হাউস থেকে বহিস্কার করার কোন রকম ব্যবস্থা আপনার মাধ্যমে নেওয়া যায় কিনা এবং এটা দেখবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— মেম্বারদের হাউসে কতগুলা রাইট থাকে, সেই রাইট যখন, সেটা যে এক্সারসাইজ করেন যদি ওভার হয়ে যায় তারজন্যও পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর এ বিধান আছে। সুতরাং যদি এখানে এক্সারসাইজ করতে গিয়ে ওভার এক্সারসাইজ হাউসের প্রতি অবমাননার কিছু করেন তাহলে নিশ্চয় আমি সেটা দেখবো এবং তারজন্য আপনারা নোটিশ আনবেন, নোটিশ আনলে সেটা আমি বিবেচনা করে দেখবো।

মিঃ স্পীকার :— অনারবল মেম্বার শ্রীসমর চৌধুরী অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :— অনারবল মেম্বার শ্রীসুবোধ দাস... অনুপস্থিত।

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— অনারবল মেম্বার শ্রীবিধুভূষণ মালাকার অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :— অনারবল মেম্বার শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫।

প্রশ্ন

১। লাউগাং, বাইখোরা, মাইছড়া, বনকর (বিলোনীয়ার) প্যাক্সগুলিকে ১৯৮৯-৯০ সালে সরকার কত টাকা আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন, এবং

২। সরকার ঐ সকল প্যাক্সগুলিকে ১৯৯০-৯১ অর্থ বৎসরে কত আর্থিক সাহায্য দানের সংস্থান রেখেছেন?

উত্তর

১। মাইছড়া ও বনকর নামে কোন প্যাক্স নাই। কিন্তু ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরে ম্যানেজারিয়াল সাবসিডি বাবদ লাউগাং প্যাকস্ কে ২১,০০০ এবং বাইখোরা প্যাকস্ ২১,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

২। ১৯৯০-৯১ অর্থ বৎসরের বরাদ্দ হইতে লাউগাং প্যাকস্ ও বাইখোরা প্যাকস্ প্রত্যেককে অনুদান ২৮,২০০ টাকা করিয়া ম্যানেজারিয়াল সাবসিডি দেওয়ার সংস্থান রাখা হইয়াছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী :— স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে, সেটা হল একটু আগে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য এই হাউসের এজেণ্ডা বহির্ভূত যে বক্তব্য রেখেছেন বিনা নোটিশে, সেটা এক্সপাঞ্জড করা হউক।

মিঃ স্পীকার—ইয়েস, ইট ইজ এক্সপাঞ্জড।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিলোনিয়া মহকুমার লাউগাজ এবং বাইখোরাতে যে প্যাক্সগুলি আছে, সেগুলি যাতে এখানকার কৃষকদের স্বার্থে কাজ করতে পারে বা তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে, তারজন্য সরকার থেকে সেগুলিকে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী :— স্যার, সেখানকার দেশবন্ধু এবং মাইশদুর প্যাক্স যে দুইটি আছে, তাদের উভয়কে ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি হিসাবে প্রত্যেককে ১১,৪০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে এবং রেশন সপ পরিচালনা করার জন্য আরও ৬০০ টাকা করে সরকার থেকে অনুদান দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকারঃ— প্রশ্ন পর্ব এখন শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES—"A" & "B"

REFERENCE RERIOD

এখন, রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ তিন জন মাননীয় সদস্যের নিকট হতে তাদের বিভিন্ন উল্লেখ বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। প্রথম নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল দাস মহোদয়। তাঁর নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে সেটি উল্লেখ করার জন্য আমি তাঁকে অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীদাস যেহেতু হাউসে অনুপস্থিত, সেহেতু সেটি কল্‌স প্রড হল।

পরবর্তী উল্লেখ পর্বে নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়। তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী সেটি উল্লেখ করার জন্য আমি তাঁকে অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীঅমল মল্লিকঃ— স্যার, আমার উল্লেখ পর্বের নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ২৩-৬-৯০ ইং দুপুর ২টায় বিলোনিয়া মহকুমার বিলোনিয়া থানাধীন রতনপুর গ্রামে সি, পি, এম সমর্থক বক্র ত্রিপুরার বাড়ী থেকে বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকারঃ— আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুণি তাঁর বক্তব্য রাখতে অপরাগ হন, তবে কবে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখবেন, আমাকে দয়া করে জানাবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, আমি আগামী কাল —১লা আগষ্ট এই বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকারঃ— উল্লেখ পর্বে তৃতীয় নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়। তাঁর নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী, সেটি উল্লেখ করার জন্য আমি তাঁকে অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীরসিকলাল রায় (বিধায়ক):— স্যার, আমার উল্লেখ পর্বের নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ২২-৭-৯০ ইং রাত্রি বেলা কলছড় বাজারের শ্রীসুধীর রায়ের কাপড়ের দোকানে ও পরের দিন রাত্রে উক্ত বাজারের একটি টং ঘরের ও কংগ্রেস পার্টি অফিসের টিন চুরির ঘটনা সম্পর্কে।"

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি, এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুণি তাঁর বক্তব্য রাখতে অপরাগ হন, তবে কবে তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন, দয়া করে আমাকে জানাবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী কাল—১লা আগষ্ট তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল—দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব।

আজকে, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। তাঁর, নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"ত্রিপুরা রাজ্যে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকরী করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কতটুকু অগ্রসর হয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের নিকট কোন রিপোর্ট পাঠিয়েছেন কিনা, সেই সম্পর্কে।"

আমি, মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্ত্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন, আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি, তিনি আজ তাঁর বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তবে তিনি পরবর্তী একটি তারিখ আমায় জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী কাল—১লা আগষ্ট এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসনের রিক্রুইটমেন্ট অ্যাণ্ড মোশন বোর্ডে উপজাতি সম্প্রদায় থেকে কোন সদস্য না থাকার বিষয় এবং টি. এস. আর ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ান, সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ান এন/কে. এইচ/পি থেকে শুরু করে আপটু কমাণ্ডেন্ট অ্যাণ্ড ডেপুটি কমাণ্ডেন্ট পর্যন্ত ত্রিপুরা পুলিশ প্রশিক্ষণ থেকে না নিয়ে বহিঃরাজ্য অথবা অন্যান্য অর্গানাইজেশন এর অবসর প্রাপ্ত অফিসারদের এনে টি. এস. আর এ রি-অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার বিষয়বস্তু সম্পর্কে। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটা তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আবার আমি আগামীকাল এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "বিলোনীয়া মহকুমার শান্তিরবাজার থানাধীন উত্তর তাকমা গ্রামের জগদীশ মজুমদার ও অনিল মিত্রের বাড়ীতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সি. পি. এম সমর্থকরা ৯/৭/৯০ইং তারিখ দুপুর ১(এক) ঘটিকায় হামলা চালানোর ঘটনা সম্পর্কে।" আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামীকাল এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো— The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Seventh Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 12 of 1990) এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Sri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister) :- Mr. Speaker Sir, I beg to move "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Seventh Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 12 of 1990) be taken into consideration. মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলটির উপর একটা অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। The statement of objects and reasons of taking this to the House, it brings under clause (b) of section 2 of the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Act, 1972, the term 'family' has been defined as under: "family" in relation to a Minister means his wife residing with him and legitimate children and step children and father and mother residing with or wholly dependent on him.

Not more than one wife is included in a family for the purposes of this Act. If the Minister is a married woman, 'family' will include her husband residing with her; "যদি মন্ত্রীসভার মধ্যে কোন মহিলা মন্ত্রী থাকেন, এবং উনি বিবাহিত হন, তাহলে তার বর্তমান স্বামীকেই বুঝাবে।"

2. The relatives 'father and mother' have been included in the family by the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Sixth Amendment) Act, 1989 with effect from

the first day of April, 1988. A question has arisen as to how the term 'father and mother' will be applicable if the Minister is a married woman.

3. The intention behind is that if the Minister is a married woman, the term 'family' will include her father-in-law and mother in-law residing with and wholly dependent on her. For removal of doubts it is necessary to amend the definition to include father-in-law and mother-in-law in the 'family' of a Minister who is a married woman বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের স্বামীর বাবা-মাকেই এখানে বুঝান হয়েছে। আগে তাদের প্রভিশান ছিল না। সুতরাং, এটাই এখানে আনা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Seventh Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 12 of 1990) বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং এবং ২নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "The salaries and Allowance of Ministers (Tripura) (Seventh Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 12 of 1990)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Seventh Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 12 of 1990)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Seventh Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 12 of 1990)" পাশ করা হউক।

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Unversity (Amendment Bill, 1990 Tripura Bill No. 14 of 1990)" এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura University (Amendment) Bill, 1990 (TripuraBill No. 14 of 1990). বিবেচনা করা হউক।

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ইউনিভার্সিটি এ্যাক্টের কিছু এমেণ্ডমেন্ট চাওয়া হয়েছে। মূল আইনটা তদানীন্তন সরকারের আমলে তৈরী করা হয়েছিল। এই আইনটা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে আরও কার্যক্যকর ভূমিকা নিতে পারে, গণতান্ত্রিক উপায়ে কার্য্যাবলী চালাতে পারে তারজন্য কিছু কিছু ধারার সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ত্রিপুরাতে প্রায় সমস্ত কলেজই সরকারী কলেজ। এই অবস্থায় বিভিন্ন কলেজ থেকে শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব যাতে আরও বেশী করা যায় তার জন্য পাঁচ জনের জায়গায় পনের জন চাওয়া হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তাকে এক্স অফিসিও হিসাবে সিণ্ডিকেটের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে ভাইস চ্যান্সেলর যিনি আছেন তাঁর সিণ্ডিকেট এবং সিনেট গঠন করার জন্য দুই বৎসরের সময়সীমা নির্দ্ধারিত ছিল এটা যাতে তিন বৎসর করা যায় সেটার জন্য এমেণ্ডমেন্ট চাওয়া হয়েছে। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসারদের নির্বাচন সীমাবদ্ধ ছিল। এখন ইউনিভার্সিটি প্রফেসাররা যাতে ব্যাপকভাবে নির্বাচিত হইতে পারেন সেটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সার্বিক স্বার্থে এটা প্রয়োজন হয়েছিল বলে এটার উপর এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, "The Tripura University (Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 14 of 1990) বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৫ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এখন বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক "।

GOVERNMENT BILLS

(বিলের শিরোনামটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "The Tripura University (Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 14 of 1990," পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

Shri Arun Kr. Kar. (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura University (Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 14 of 1990)" be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, "The Tripura University (Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 14 of 1990)" পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটিকে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES—Adopted.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, প্রিভিলেজ কমিটির চৌত্রিশতম প্রতিবেদন সভা কর্তৃক বিবেচনা ও গ্রহণ করা। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব দি প্রিভিলেজ কমিটি) অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি বিবেচনার জন্য এই সভার নিকট প্রস্তাব করতে।

Shri Amal Mallik :— Mr. Speaker Sir, "In pursuance of Rule 277 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to move that the Report of the Committee on Privileges as presented to the House on 20th March, 1990 be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক পেশ করা প্রতিবেদনটি সভা কর্তৃক বিবেচনার জন্য প্রস্তাব। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, "প্রিভিলেজ কমিটির চৌত্রিশতম প্রতিবেদনটি এই সভায় বিবেচনা করা হউক"।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "প্রিভিলেজ কমিটির চৌত্রিশতম প্রতিবেদনটি সভা কর্তৃক গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

Sri Amal Mallik :—Mr. Speaker sir, I beg to move that the 34th Report of the Committee on Privileges be adopted.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক (চেয়ারম্যান অব দি কমিটি অন প্রিভিলেজেস) উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, "প্রিভিলেজ কমিটির চৌত্রিশতম প্রতিবেদনটি সভা কর্তৃক গ্রহণ করা হউক"।

[অতএব, রিপোর্টটি (প্রতিবেদনটি) সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।]

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয়কে উনার পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার পরবর্তী প্রস্তাবটি হলো, In pursuance of Rule 277 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to move that the House having considered and adopted the 34th Report of the Committee on Privileges as presented to the House on 20th March, 1990 in which Shri Gautam Das, Editor "Daily Desher Katha" has been held responsible for publishing fabricated and motivated reports of the proceedings of the House in his paper dated 22. 3. 89. with intention to lower down the prestige dignity of Shri Rabindra Deb Barma, Minister of State who is also a member of the House and Commited breach of privileges & contempt of the House and its members, do resolve that Shri Gautam Das, be summoned before the bar of the House and reprimended.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। এখন আমি প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো,— "That the House having considered and adopted the 34th Report of the Committee on privileges as presented to the House on 20th March, 1990 in which Shri Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" has been held responsible for publishing fabricated and motivated reports of the proceedings of the House in his paper dated 22.3.89. with intention to lower down the prestige, dignity of Shri Rabindra Deb Barma, Minister of State who is also a member of the House and committed breach of Privileges and contempt of the House and its members, do resolve that Shri Gautam Das be summoned before the bar of the House and reprimended."

ANNOUNCEMENT REGARDING SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

যেহেতু কেউ না বলেননি, অতএব আমি ধরে নিতে পারি প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

ANNOUNCEMENT REGARDING SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, "সর্ট ডিসকাশনস্ অন্ মেটারস্ অব অর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স-"এর উপর আমি দুটি নোটিশ পেয়েছি। যার একটি দিয়েছেন মাননীয়-সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয় এবং অপরটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়। নোটিশ দুটির মধ্যে যথেষ্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স থাকায় আমি উহা অনুমোদন দিয়েছি। উহাদের উপর আলোচনা আগামীকল্য তাং ১/৮/৯০ ইং বুধবার হইবে।

এই সভা আগামী ১লা আগষ্ট, বুধবার, ১৯৯০ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers) "ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 11

Name of M.L.A : Shri Subodh Das

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর শহরকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। থাকিলে ১৯৯০-৯১ ইং সনের আর্থিক বছরে তাহা করা হবে কি না এবং

৩। ঐরূপ পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর শহরকে নোটিফায়েড এলাকা হিসাবে ঘোষণা করার পরিকল্পনা আছে।

২। ১৯৯০-৯১ ইং সনের আর্থিক বছরে কাঞ্চনপুরকে নোটিফায়েড এলাকা রূপে ঘোষণা করা সম্ভব হবে কিনা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত অভিমত দেওয়া সম্ভব নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 13

Name of Member : Shri Subodh Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ১৯৯০-৯১ ইং সনে কাঞ্চনপুরে মহকুমা হেড-কোয়ার্টার স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

উত্তর

Minisrer in-charge of the Revenue Dept :- Revenue Minister.

১। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। বর্তমানে চলিত আদমসুমারীর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন মহকুমা সৃষ্টিতে বাধা আছে।

Admitted Starred Question No. 16

Name of Member : Shri Subodh Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to State :—

QUESTION

১। কৈলাশহর মহকুমার গৌরনগর মৌজায় ৩০০ একর ভূমিতে সমবায় ভিত্তিতে কোন ডেয়ারী ফার্ম গড়ে তোলার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তাহলে উক্ত প্রকল্প রূপায়ণে মোট কত টাকা ব্যয় হবে বলে আশা করা যায় এবং ;

৩। ঐ প্রস্তাবিত সমবায় সমিতির উদ্যোক্তা কে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Co-operative Department.

১। উক্ত এলাকায় "আদর্শ পশু উৎপাদন ও পালন সমবায় সমিতি লিঃ" নামে একটি সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত করা হয়েছে।

২। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পে রূপায়ণে ৭ লক্ষ (সাত লক্ষ) টাকা ব্যয় হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে

৩। উক্ত সমবায় সমিতির উদ্যোক্তা হিসাবে যারা রয়েছেন, তাদের নাম দিয়ে দেওয়া গেল।

১। শ্রী প্রবল কুমার সিংহ।

২। " অমিত পাল।

৩। " অমল সিংহ।

৪। " চন্দ্রেশ্বর সিংহ।

৫। " রাখাল ঘোষ।

৬। " বাবলু ঘোষ।

৭। মোঃ আজীর আলী।

৮। শ্রী ক্ষিতীনান্দ সিংহ।

৯। " রঞ্জিত দে।

১০। মোঃ রমোজ আলী।

Admitted Starred Question No. 19

Name of the Member : Shri Bidhu Bhusan Malakar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। সরকার অবগত আছেন কি যে গত ১১-১১-৮৯ ইং কৈলাশহর মহকুমার জগন্নাথ, পুর গ্রামে কতিপয় সমাজদ্রোহী ১২টি বাড়ী জ্বালাইয়া দেয় ;

২। যদি অবগত থাকেন তবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সরকার কি কি সাহায্য করেছেন ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Department—Revenue Minister.

১। হ্যাঁ, মহাশয়।

২। তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসাবে প্রতি পরিবারকে ২০০্ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাছাড়া প্রতি পরিবারের জন্য ১৫০০্ টাকা করিয়া অনুমোদন করা হইয়াছে। জাতীয় ইনস্যুরেন্স কোম্পানী হইতে টাকা পাইলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে দেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 21

Name of Member :—Shri Bidhu Bhusan Malakar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

১। কৈলাশহর মহকুমায় কতটি মৎস্যজীবী সমিতি আছে ?

২। চলতি আর্থিক বর্ষে দুধপুর যুবরাজনগর খাওয়াবিল সমবায় (মৎস্যজীবী) সমিতিগুলি কত মাছ উৎপাদন করে ন্যায্য দামে বিক্রি করেছেন ;

৩। এ বৎসর কতটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির হিসাব পরীক্ষা করা হয়েছে ?

৪। হিসাব পরীক্ষা না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

ANSWER

১। কৈলাশহর মহকুমায় ১৪টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি আছে।

২। চলতি আর্থিক বর্ষে দুধপুর, যুবরাজনগর, খাওয়াবিল সমবায় (মৎস্যজীবী) সমিতিগুলি কোন উৎপাদন করে নাই।

৩। কৈলাশহর মহকুমার ১৪টি সমিতির মধ্যে এ বৎসরে ২টি সমিতির হিসাব পরীক্ষা করা হয়েছে।

৪। মহকুমার অডিটরগণকে ল্যাম্পস, প্যাক্স ইত্যাদি সমিতিগুলির অডিট কার্যের সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যজীবী সমিতিগুলির অডিট করার কার্যেও নিযুক্ত করিতে হয় মৎস্যজীবী সমিতিগুলির অডিটের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 44

Name of Member : Shri Shmar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Rehabilitation in Plantation and Primitive Group Programme Department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন ঃ—

প্রিমিটিভ গ্রুপ রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামে যে সকল উপজাতি পরিবারদের ফরেস্ট রিজার্ভে সেগুন এবং অন্যান্য গাছের বাগান তৈরির কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের কত পরিবারকে গাছের মালিকানা দিয়ে ফরেস্ট রিজার্ভের জমি লিজ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

পি. জি. পি বেনিফিশিয়ারীদের জন্য রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় যে সমস্ত সেগুন ও অন্যান্য বনজ বৃক্ষের বাগান তৈরী করা হচ্ছে ঐ সকল বাগান ৭ (সাত) বৎসর অথবা যতদিন পর্যন্ত উৎপাদন উপযোগী না হয় ততদিন পর্যন্ত সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচর্যা করা হয়। এখন পর্যন্ত কোন বাগান উৎপাদন উপযোগী হয়নি

২নং প্রশ্ন :—

যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

বন সংরক্ষণ সংশোধনী আইন অনুসারে রিজার্ভ ফরেস্ট-এ কোন প্রকারের মালিকানা দিতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিতে হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিয়ে পি, জি, পি, বেনিফিশিয়ারীদের গাছের মালিকানা স্বত্ব দেওয়ার বিষয় যথা সময়ে বিবেচনা করা হবে।

Admitted Starred Question No. 48

Name of Member : Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to State :—

QUESTION

১। ১৯৮৮ ইং জানুয়ারীতে সোনামুড়া সব্জী উৎপাদক সমবায় সমিতির Assetts and liabilities কত ছিল এবং বর্তমানে কত ?

২। উক্ত সময়ে এন-সি-ডি-সি থেকে এই সমিতি কি কি প্রকল্পে কত টাকা সাহায্য এবং ঋণ গ্রহণ করেছিল ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Co-op. Department.

১। সোনামুড়া সব্জী উৎপাদক সমবায় সমিতির ১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৮৮-৮৯ (৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত) সমবায় বৎসরের Annual Return অনুসারে Assetts and liabilities এইরূপ।

১৯৮৭-৮৮

Assetts	Liabilities
Rs. ৩২,৪৭,৫৯২·০০	Rs. ৩৭,৩৬,১০২·০০
(বত্রিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত নিরানব্বই টাকা)	(সাইত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশ দুই টাকা)

১৯৮৮-৮৯

Assetts	Liabilities
Rs. ৩০,৬৯,৫৫১·০০	Rs. ৩৭,৬২,৫০১·০০
(ত্রিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশ একান্ন টাকা)	(সাইত্রিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশ এক টাকা)

উল্লেখ থাকে যে সমবায় বৎসর ১লা জুলাই হইতে ৩০ জুন পর্যান্ত হয়। সেইহেতু জানুয়ারী পর্যন্ত হিসাব আলাদাভাবে করা হয় না। কাজেই, জানুয়ারী পর্যান্ত বর্তমানের হিসাব দেওয়া সম্ভব নহে।

২। উপরোক্ত সময়ে (সমবায় বর্ষে) এই সমিতি NCDC থেকে কোন প্রকল্পে কোন প্রকার। অনুদান বা ঋণ গ্রহণ করে নাই।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 2

Name of Member :— Shri Subodh Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Dev. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছরে উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর ব্লক ও কাঞ্চনপুর ব্লকে কোন গাঁওসভায় কত শ্রমদিবসের এন, আর, ই, পি-এন, আর, পি-জহর রোজগার যোজনার কাজ দেওয়া হয়েছিল, (তার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব);

২। ঐ সব প্রকল্পে ঐ সময়ে মোট কতজন শ্রমিক কত দিনেরর কাজ পেয়েছিলেন ?

উত্তর

Name of the Minister : Shri Birajit Sinha

১। স্মরণ থাকে যে ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বৎসরে এন, আর, ই, পি স্কীমের বদলে জহর রোজগার যোজনা রূপায়িত হয়েছিল।)

অতএব, প্রস্তাবিত প্রশ্নের উত্তর নিম্নে Annexure "A"তে দেওয়া গেল।

২। পানিসাগর এবং কাঞ্চনপুর ব্লকে S, R, E, P ও JRY প্রকল্পে যথাক্রমে ১৬২৫৬ জন শ্রমিক গড়ে ১১ দিন এবং ১৫০০০ জন শ্রমিক গড়ে ১১ দিন করে কাজ করেছিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ANNEXURE—"A"

পানিসাগর ব্লক

ক্রমিক নং	গাঁওসভার নাম—	শ্রমদিবসের কাজ দেওয়া হয়েছে S.R.E.P	1989-90	J R Y
১	অগ্নিপাশা	১৫৪৪		১৭৭৬
২	বালিছড়া	২৫৫০		৯৪০
৩	বালিতুর	২৮১০		১৭০০
৪	বিষ্ণুপুর	১৯০০		৫০০
৫	রাজেন্দ্রনগর	৩১৮০		৯৫০
৬	তিলথৈ	২১৫৫		১১৮০
৭	বরোকাতি	২৫৫০		৭৬০
৮	ভাগ্যপুর	১৭১০		৬৭০
৯	বাগবাসা	২৭৯০		১৩০০
১০	চন্দ্রপুর	৩২৬৫		৮৬০
১১	বুদপীর বাসা	২৩২০		৫০০
১২	দেওয়ানপাশা	৩১৬০		৯০০
১৩	দেওছড়া	২৪০০		৭৯০
১৪	দক্ষিণ পদ্মবিল	২১৫০		১৭১৯
১৫	পূর্ব হুরুয়া	১১২২		৮৫০
১৬	গোবিন্দপুর	২২৫০		১৯০০
১৭	হাকলজ	৩৮২৪		১১৮০
১৮	ইচাইলালছড়া	২৬০০		১০০০
১৯	ইন্দোরছিল	১৭০০		১৬৮০
২০	যুবরাজনগর	২৪৪০		৫০০
২১	জলাবাসা	২২০০		১৪৪০
২২	জুরি R. F.	২,০৫০		২৫৬০
২৩	জুতি	২৮৯০		৫০০
২৪	কালগঙ্গাপাড়	৯০০		১০৩০
২৫	কামেশ্বর	২৪৮২		৯৬০
২৬	কদমতলা	২৬৫০		১১৫০
২৭	লক্ষীনগর	২৩৪০		৮৫০

ক্রমিক নং	গাঁওসভার নাম	শ্রমদিবসের কাজ দেওয়া হইয়াছে S.R.E.P	1989-90	JRY
২৮	লালছড়া	১২২০		৭৫০
২৯	উত্তর পদ্মবিল	২৫৯০		১১১০
৩০	উত্তর হরুয়া	২৭২০		৯০০
৩১	উত্তর চুরাইবাড়ী	২২৯০		৯৩০
৩২	উত্তর গঙ্গানগর	২৭৩৯		১২৫০
৩৩	ফটিকরায়	১৯৪০		১৩১০
৩৪	পানিসাগর	৩৫৮৪		৮৮০
৩৫	পাকুছড়া	২৫০৪		১৩৮০
৩৬	পূর্ব তিলথৈ	২৩৫৫		৭১০
৩৭	পশ্চিম তিলথৈ	১৩৪৫		১১৮০
৩৮	রামনগর	১১৭০		৮০০
৩৯	রাজনগর	২২৫০		১৪৩০
৪০	রুয়া	২৫০২		১৪৬০
৪১	রাধাপুর	৩১১০		১২৫০
৪২	রাণীবাড়ী	৩৪৫০		৪৩০
৪৩	রাঘনা	২৮৯০		৫০০
৪৪	দক্ষি হরুয়া	২০৭০		১১৬০
৪৫	দক্ষিণ চুরাইবাড়ী	৯৮০		৮৫০
৪৬	দক্ষিণ গঙ্গানগর	৩২২৫		১৯০০
৪৭	সরসপুর	১৭৫০		৮৮০
৪৮	শনিছড়া	৩১৯০		১৩০০
৪৯	টাংগিবাড়ী	২২৫০		১১৮০
৫০	সংসজয়	২০৪০		৯০০
৫১	উপ্তাখালি	২৫৮০		১৮৭৫
৫২	পশ্চিম পানিসাগর	১৭৩৮		২৪১৮
৫৩	জৈথাং	২১৮৫		১৮০০
	মোট—	১,২৪,৫৯৯		৬০,৬৭৮

ANNEXURE—"A"

কাঞ্চনপুর ব্লক

ক্রমিক নং	গাঁওসভার নাম	শ্রমদিবসের কাজ দেওয়া হয়েছে SREP 1989-90	JRY
১)	আনধারছড়া	২৪২০ ,	৬২০
২)	আনন্দসাগর	২৭৩৮	৭৯৭
৩)	বগাইছড়া	২০৮১	১২৬৫
৪)	ভাণ্ডারীমা	২০০৫	৪৩৩
৫)	বীরমনী পাড়া	২৫৪	১০৭
৬)	চণ্ডীপুর	২৬৮১	৭৯১
৭)	ছোট জম্পুর	২৬৫	৩৬৪
৮)	দক্ষিণ মাছমারা	৩০০৮	৫৯৩
৯)	দামছড়া	৩২৯৯	১২৩৫
১০)	দামছড়া R. F.	২৬৩৯	৫১৪
১১)	দশমনী পাড়া	৩৫৮৬	২৩৩
১২)	দক্ষিণ দশদা	৩০৮৮	৩২৫৫
১৩)	দক্ষিণ ধলীছড়া	৭৯৫	৬০৫
১৪)	ডাইনছড়া	২২১৭	৬১১
১৫)	দক্ষিণ লালজুরি	২২১২	৫৩৭
১৬)	ফুলডুংসাই	২৫০	১৭১০
১৭)	গচিরাম পাড়া	২৭৭৭	৩৬১
১৮)	জমরাই পাড়া	২০৯৬	৪১০
১৯)	জয়মনী পাড়া	৫৬৪	৩৫৭
২০)	কাঞ্চনপুর	৩৭৯৭	২৮৮৩
২১)	কালাপানি	২০৫১	৮২০
২২)	কালাগাঙ	৩৩৯১	৭৬৮
২৩)	কাচারিছড়া	৩২২৩	৭৭৬
২৪)	করইছড়া	৩৩৮৬	৬৫৫
২৫)	কাঞ্চনছড়া	১৮৭৮	৮৮০
২৬)	খেদাছড়া	২৩৯৯	৯৩১
২৭)	ককছামপাড়া	২৪৫	১০৪

ক্রমিক নং	গাঁও-সভার নাম	অর্থবছরের কাজ দেওয়া হয়েছে SREP 1995-90	JRY
২৮)	বেলাভর পাড়া	২৫৪	৩৬১
২৯)	কংগরাই	২৫৩	—
৩০)	লংগাই ভেলী	২২২২	৭৭৮
৩১)	মধুছৈলেংটা	২৮২৬	৬৪৮
৩২)	মাকুমছড়া	—	৮২১
৩৩)	সোনাছড়া	৫৫৪	৩৬৪
৩৪)	মালকাটা	২০০৯	১১০৭
৩৫)	নবীনছড়া	২১১২	৭০৭
৩৬)	পশ্চিম কামপুই	২০৫৯	৯২২
৩৭)	পূর্ব মাতনালা	২০৮৮	৮৮৫
৩৮)	পিপলাছড়া	৩৭২১	৭৬৪
৩৯)	পেচারথল	২৪৬৩	৯৭৮
৪০)	পশ্চিম মাতনালা	২২৮৮	৬৭০
৪১)	পশ্চিম ভাণ্ডারীমা	২৬৫	—
৪২)	রহুমছড়া	৩০৭৯	৪৫৮
৪৩)	রামগুন পাড়া	৪৮০	১০৪
৪৪)	শান্তিপুর	২৫২৬	৫৪৫
৪৫)	শিবনগর	২৪৬৬	৬৪৫
৪৬)	সুভাষনগর	২৪৫	৮১৮
৪৭)	এস, কে, সেরমুন	২৫৪	—
৪৮)	ভুইসাম	২৮৪১	৯৮২
৪৯)	দুমসারাই পাড়া	২৪৩	৩৬৪
৫০)	নবুয়াল	২৭৯৯	৮৬৯
৫১)	উত্তর লালজুরি	২২৮৪	৫৪৪
৫২)	উত্তর মাছমারা	২৭৭৯	১৮৫৮
৫৩)	উত্তর থানিছড়া	২১৫৮	১৮৪১
৫৪)	উজান মাছমারা	২৬০৩	৭৬২
৫৫)	উত্তর দশদা	২১৪২	৬৪২
৫৬)	ভাংমুন	২৯২৪	৭৪০
	মোট :—	৪২,৩৯৪	১,১১,৬৩৩

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Unstarred Question No.-4
Name of Member :— Shri Subodh Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Dev. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় কোন ব্লকে কতটি টিউবওয়েল কতটি রিংওয়েল ও কতটি মার্ক-২ টিউব ওয়েল রয়েছে, এবং

২। তার মধ্যে কোন ব্লকে কতটি সচল ও কতটি অচল অবস্থায় রয়েছে ?

উত্তর

Name of the Minister : Shri Birajit Sinha

১ এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল—

ব্লকের নাম	Tube Well			R.C.C. Well			Mark II Tube Well		
	মোট	সচল	অচল	মোট	সচল	অচল	মোট	সচল	অচল
১। বিশালগড়	২০১২	১২৫০	৭৬২	৬২৮	৪৮৮	১৪০	৩৬৮	২৯৮	৭০
২। মেলাঘর	১৫০৫	১৩০৫	২০০	৪৮০	৪২০	৬১	২৩০	২০৯	২১
৩। জম্পুইজলা-টাকারজলা	২৬৬	২২৬	৪০	১৯২	১৫৭	৩৫	১১৮	১১২	৬
৪। মোহনপুর	১৫৩১	১১২১	৪১০	৪০৫	১৩৫	২৭০	২৫৬	২৩৭	১৯
৫। জিরানীয়া	১৮০০	১৫২২	২৭৮	৪৪২	১৩২	৩১০	২৫৬	২৫১	৫
৬। খোয়াই	১৪৩৫	১১৩৫	৩০০	৪৫৫	৪০৩	৫২	২০৬	১৮৮	১৮
৭। তেলিয়ামুড়া	১৪২৫	১১৩৫	২৯০	৪২৭	৩০৭	১২০	২৩২	২১৯	১৩
৮। ডুম্বুরনগর	১৪	১৪	—	২১৭	২০২	১৫	৬৩	৫৮	৫
৯। অমরপুর	৯১৮	৪১৮	৫০০	৩৯৪	১৫১	২৪৩	২৪৮	২৩৪	১৪
১০। বগাফা	৫৫২	২৫৩	২৯৯	২৬৪	১৩০	১৩৪	২৩৪	২২৮	৬
১১। রাজনগর	৯৮১	৭৮৬	১৯৫	৩৫২	২৮৪	৬৮	২৫০	২৩৮	১২
১২। সাতচাঁদ	৮৮৫	৬৫১	২৩৪	৫৩৯	৩৬৩	১৭৬	২৫৯	২৪২	১৭
১৩। মাতারবাড়ী	১৪৪২	৯৯৯	৪৪৩	৪১৮	২৫২	১৬৬	২৭৫	২৬৫	১০
১৪। কুমারঘাট	১২২১	১০৯১	১৩০	৫৯১	৫০১	৯০	২৭২	২৬৪	৮
১৫। পানিসাগর	১০৪৪	৮৮৪	১৬০	৬০৩	৫৫৮	৪৫	১৩৫	১২৫	১০
১৬। ছামনু	৩৪২	১৮৮	১৫৪	৫২১	৩১৩	২০৮	১৮৯	১৫০	৩৯
১৭। সালেমা	১৬৬৯	৯৬৬	৭০৩	৫৫৭	২৫৪	৩০৩	৩৬১	২০০	১৬১
১৮। কাঞ্চনপুর	—	—	—	৫৭৯	৪০০	১৭১	৯	৭	২

Admitted Un-starred Question No. 7

Name of M.L.A. : Shri Bidhu Bhusan Malakar

প্রশ্ন

১। কুমারঘাট নোটিফায়েড অথরিটি বিগত ২৬ মাসে কি কি স্থায়ী কাজ করিয়াছেন,—এবং

২। ঐ সমস্ত কাজের কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

১। ও ২। কুমারঘাট নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি বিগত ২৬ মাসে নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত কাজগুলির জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কার্যবিবরণের পাশাপাশি দেওয়া হইল।

	কাজের নাম	পরিমাণ	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
১।	লো কস্ট লেট্রিন	৩০০ টি	৮,০০,০০০ টাকা
২।	রাস্তা নির্মাণ	৮ কি. মি.	৪,১৮,৯৮৬·২৬ টাকা
	রাস্তা উন্নয়ন	৭ কি. মি.	
৩।	নৌকা নির্মাণ	৪ টি	২৫,৮২০ টাকা
৪।	নর্দমা নির্মাণ	৫ কি. মি.	১১,৯২১ টাকা
৫।	প্যাসেঞ্জার সেড্	১ টি	১১,৯১৬ টাকা
৬।	রিক্সা স্ট্যাণ্ড	১ টি	৫৫,৪৯৫ টাকা
৭।	ট্রাফিক পয়েন্ট	২ টি	৫,২০৯ টাকা
৮।	বাঁশের সেতু নির্মাণ	৪ টি	৪,২৯৫ টাকা
৯।	স্ট্রীট লাইট	১৬২ টি	২,০০,৭০৬-৮০ টাকা
১০।	মার্ক II টিউব ওয়েল	২৩ টি	৩,৩২,৭৩৭-০৫ টাকা
১১।	নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি অফিসের জন্য জমি অধিগ্রহণ	·৫৪ একর	৩,৬৯,৯০০ টাকা
১২।	নোটিফায়েড এরিয়া অফিসের বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ		৮৪,০৭৫ টাকা

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Admitted Un-starred Question No. 15

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

১) এ পর্যন্ত রাজ্যে কোন মহকুমায় কতজন বর্গাদার রেকর্ডভুক্ত হয়েছেন ;

২) যে সকল বর্গাদার জমিতে চাষের অধিকারকে স্থায়ী করার জন্য আইনের সুযোগ এখন ও পাচ্ছেন না তাদের রেকর্ডভুক্ত করার কাজ সম্পন্ন করার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ;

৩) জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বর্গাদারদের রাজ্য সরকার গত দুই বছরে কি কি সহায়তা দিয়েছেন ?

উত্তর

Minister in-charge of the Revenue Deptt.—Revenue Minister.

১। মহকুমাভিত্তিক রেকর্ডভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা দিয়ে দেওয়া গেল :

সদর	—	১২৭৮
খোয়াই	—	২৮২
সোনামুড়া	—	৪১৬
কৈলাসহর	—	৩৪৫
কমলপুর	—	৭৫৭
ধর্মনগর	—	৪৩৫
উদয়পুর	—	৬৬৩
অমরপুর	—	৩৫
বিলোনীয়া	—	৩৪১
T	—	৭২
	মোট—	৪৬২৪

২) ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ইং সনের ৪৬ নং ধারা মতে বর্গাদারদের নাম রেকর্ডভুক্ত করার ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে।

৩) ২০ জন বর্গাদারকে মোট ৩০০০্ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে

Admitted Un-Starred Question No. 20

Name of M. L. A. : Shri Samar Choudhury.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের মিউনিসিপ্যালিটি এবং নোটিফায়েড অথরিটিসমূহের কাছে কত টাকা কোন্ কোন্ খাতে ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ বৎসরে দেওয়া হয়েছে.

২। কোন সংস্থা থেকে কত টাকার Utilisation Report রাজ্য সরকার পেয়েছেন,

৩। এই সকল বরাদ্দকৃত টাকায় কোন কোন সহরে গত দুই বৎসরে কি কি উন্নয়নমূলক কাজ কত টাকায় সম্পন্ন করা হয়েছে ?

উত্তর

১. ২, ও ৩ —তথ্য সংগ্রহাধীন ।

Admitted Un starred Question No. 21

Name of Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

QUESTION

১। কত বৎসর যাবৎ রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎসাজীবী সমবায় সমিতি লিঃ-এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন বন্ধ রয়েছে ?

২। এই সমিতির কোন বৎসর পর্যন্ত আয় ব্যয়ের হিসাব অডিট্ করা হয়েছে, এবং

৩। গত পাঁচ বৎসরে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন্, কোন্ বৎসরে আয় ব্যয়ের হিসাব সাধারণ সভ্যদের নিকট পেশ করা হয়েছে এবং সেইসব হিসাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Co-operative Department.

১। বিগত চার বৎসর যাবৎ রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎসজীবী সমবায় সমিতির সাধারণ সভা বন্ধ রহিয়াছে। ২৭/১/৮৬ তারিখে শুধুমাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২। ঐ সমিতির ১৯৮৩-৮৪ সমবায় বর্ষ পর্যন্ত হিসাব অডিট্ করা হইয়াছে।

৩। গত পাঁচ বৎসরে আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব সমিতির সাধারণ সভায় পেশ করা হয় নাই। সুতরাং সংক্ষিপ্ত বিবরণের প্রশ্নই উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Admitted Un-starred Question No. 22

Name of Member— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Dev. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ৮ই জুন থেকে ৮ই জুলাই এক মাস সময়ে কোন কোন প্রকল্পে উন্নয়নমূলক কাজে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। কোন ব্লকে কত টাকা ১৯৯০-৯১ নিউক্লিয়াস বাজেটে বরাদ্দ ছিল এবং তার মধ্যে কত টাকা এই সময়ে ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

Name of the Minister— Shri Birajit Sinha

১ এবং ২ নং প্রশ্নের "উত্তর তথ্য সংগ্রহাধীন"

Admitted Un-Starred Question No. 23

Name of the Member— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরার জমিতে বাংলাদেশের নাগরিকদের গোপনে ক্রয় দখল ও ভোগদখল স্থাপনের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ;

২। উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় এইরূপ বাংলাদেশী নাগরিকদের জমিতে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Deptt.—Revenue Minister.

১। বাংলা দেশের নাগরিকদের গোপনে ক্রয় ও ভোগদখলের কোন তথ্য রাজস্ব বিভাগের জানা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 3

Name of member : Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Rehabilitation in Plantation and P.G.P. Department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন

এখন পর্যন্ত রাজ্যে কোন এলাকায় কত পরিমাণ জমিতে উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য রাবার প্ল্যান্টেশন করা হয়েছে ?

উত্তর

ত্রিপুরা সরকারের অনুমোদিত সংস্থা যথা—T.R.P.C. Ltd. এবং T.F.D.P.C. Ltd. এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত এলাকায় উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য যে পরিমাণ রাবার প্লান্টেশন করা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপ :—

(ক) T.R.P.C Ltd. এর অন্তর্গত :—

(১)	পশ্চিম টাকারজলা—	১১৭.০০ হেঃ,
(২)	কেন্দ্রাইছড়া—	৩০.০০ হেঃ,
(৩)	উত্তর প্রমোদ নগর—	১৯৫.০০ হেঃ,
(৪)	আগরাবাড়ী—	১০০.৫০ হেঃ,
(৫)	শান্তিনগর—	৯০.০০ হেঃ,
(৬)	মারাই হাজুর—	৩০.০০ হেঃ,
(৭)	গয়ামফাং—	১৬.০০ হেঃ,
(৮)	উত্তর পুলিনপুর	১১.০০ হেঃ,
(৯)	পূর্ব নতুনবাড়ী	৯১.৫ হেঃ,
(১০)	নবীনছড়া—	৫২.৫ হেঃ,
(১১)	রংপুই	৬০.০০ হেঃ,
(১২)	ধনবিলাশ—	১৫১.৫ হেঃ,
(১৩)	লম্বাবিল—	৭২.০০ হেঃ,
(১৪)	ময়নামা—	১৩৬.৫০ হেঃ,
(১৫)	পূর্ব করমছড়া—	৩১.৫ হেঃ,
(১৬)	কালিনছড়া—	৩৯.০০ হেঃ,
(১৭)	আভাঙ্গা—	১২৩.০০ হেঃ,
(১৮)	মেছুরিয়া—	৫৭.০০ হেঃ,
(১৯)	বিলাসছড়া—	২৮.০০ হেঃ,
(২০)	কচুছড়া	২১.০০ হেঃ,
(২১)	ছয়ঘড়িয়া—	২৫.০০ হেঃ,
(২২)	উত্তর হিচাছড়া	২৭.৫ হেঃ,
(২৩)	করবুক (দক্ষিণ)—	১৬৭.০০ হেঃ,
(২৪)	পূর্ব করবুক—	১২৩.০০ হেঃ,

(২৫) পশ্চিম দলদুমা—	১০০.৫ হেঃ,
(২৬) পূর্ব দলদুমা—	৬৬.৫ হেঃ,
(২৭) দক্ষিণ তৈদু—	১২১.৫ হেঃ,
(২৮) ধনলেখা—	৪৫.০০ হেঃ,
(২৯) হরিপুর—	৪০.০০ হেঃ,
(৩০) পাহাড়পুর—	২৬.৫ হেঃ,
	২১৬৫.৫ হেঃ,

(খ) T. F. D. P. C Ltd. এর অন্তর্গত :—

(১) করিংগাছড়া—	৩৮৮.৪৫ হেঃ,
(২) ভয়ারুংবাড়ী—	১৮২.৯০ হেঃ,
(৩) পদ্মনগর—	২১৫.৭৫ হেঃ,
(৪) ভুগুদাস বাড়ী—	৩২.২০ হেঃ,
(৫) জাম্বুকছড়া—	১২.০০ হেঃ,
(৬) ধনামানিকা—	৩১.২৫ হেঃ,
(৭) চেলাগাঙ—	৩৫.১০ হেঃ,
(৮) বিল্লা বাজার	৬৫.০০ হেঃ,
(৯) পূর্ব ও পশ্চিম নরখং—	১০.০০ হেঃ,
(১০) রাংকাং—	৩৬.৩৭ হেঃ,
(১১) নালীছড়া—	২৯.৭৫ হেঃ,
	মোট— ১০৩৮.৭৭ হেঃ,

২ নং প্রশ্ন :—

কত সংখ্যক জুমিয়া পরিবারদের এখন পর্যান্ত কোথায় কোথায় এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

উঃ—

এ পর্যান্ত T. R. P. C. Ltd. এর মাধ্যমে ৪১২ পরিবার এবং T. F. D. P. C. Ltd. এর মাধ্যমে ২২২ পরিবারকে নিম্নলিখিত এলাকায় এ্যালেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

(ক) T. R. P. C. Ltd. এর অন্তর্গত :—

(১)	উত্তর প্রমোদনগর—	১০৮	পরিবার
(২)	আশরাবাড়ী—	২৭	”
(৩)	দক্ষিণ করবুক—	৭০	”
(৪)	পূর্ব করবুক—	৩০	”
(৫)	পশ্চিম দলুমা—	২২	”
(৬)	পূর্ব দলুমা—	১৪	”
(৭)	দক্ষিণ বৈজু—	২১	”
(৮)	পূর্ব দলুবাড়ী—	৫৩	”
(৯	বন বিলাস—	২১	”
(১০)	আভাঙ্গা—	৪৬	”
	মোট—	৪১২	”

(খ) T. P. D. P. C. Ltd. এর অন্তর্গত :—

১)	ভরাকুং বাড়ী :—	১০০	পরিবার
২)	করঙ্গীছড়া—	১২২	”
	মোট—	২২২	পরিবার

৩ নং প্রশ্ন : —

এস. টিদের জন্যে কি কি পুনর্বাসন সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উ:—

প্রত্যেক এস. টিকে পুনর্বাসন প্রকল্পে নিম্নবর্ণিত সাহায্য দেওয়া হয়েছে যথা—

(ক) T. R. P. C. Ltd. এর মাধ্যমে :—

(১) গৃহ নির্মাণ অনুদান
(২) কৃষি কাজের সহায়তা
(৩) ফলের চারা বিতরণ
(৪) জুম ধান বিতরণ
(৫) পানীয় জলের ব্যবস্থা
(৬) মৌমাছি পালনের শিক্ষা
(৭) সুতা বিতরণ
(৮) রাবার চাষের পদ্ধতিতে শিক্ষা

(খ) T. F. D. P. C. Ltd. এর মাধ্যমে :—

(১) গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।
(২) রাবার উৎপাদনের সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Wednesday the 1st August, 1990 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jyotirmay Nath, Speaker in the Chair, The Chief Minister, The Deputy Speaker, Six Ministers, Nine Ministers of State and 33 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা এ্যাডজার্নমেন্ট মোশান আছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এ্যাডজার্নমেন্ট মোশান রিজেকটেড। ইট ইজ দ্যা মেটার অফ দ্যা ইলেকশান কমিশন। ইট ইজ রিজেকটেড।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— দি হাউজ ইজ এ্যাডজার্ন ফর টেন মিনিটস্।

(১১-১০ মিঃ হইতে ১১-২০ মিনিট পর্যন্ত মূলতবী থাকার পর হাউস আবার শুরু হয়।)

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীসুবোধ দাস।

(শ্রীসুবোধ দাস অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—১৭।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় একটি মেডিক্যাল কলেজ খোলার কোনরূপ পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা চালু হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৩। না থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় একটি মেডিকাল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

২। ও ৩। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত আমরা এখনো পাইনি।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরায় কোন মেডিক্যাল কলেজ না থাকায় ত্রিপুরার ছেলেদের বাইরে গিয়ে মেডিক্যাল পড়তে হয়। কিন্তু বাইরের স্টেট ত্রিপুরার ছেলেরা চান্স পায় না। সেখানে তাদের থাকারও অনেক অসুবিধা হয়। আর সীট এত কম যে অনেক ছেলেদের মেডিক্যাল পড়ার ইচ্ছা থাকলেও তারা পড়াশোনা করতে পারে না। গোয়ার মত একটা ছোট রাজ্যে একটা মেডিক্যাল কলেজ আছে। আর সে তুলনায় এখানে দুইটা মেডিক্যাল কলেজ হওয়া উচিত ছিল। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে, সত্বর এখানে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনেকবার লিখেছি এবং আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছেন। কয়েকবার আমি ব্যক্তিগতভাবেও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনবার দেখা করেছি এবং আমাদের রাজ্যে যে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে সম্পর্কেও উনাকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছি এবং অনেকবার লিখিতও দিয়েছি। কিন্তু এখন পর্যান্ত কোন উত্তর পাইনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পশ্চিমবঙ্গ থেকে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ত্রিপুরার জন্য কোন সীট দেওয়া হয়নি এইটা কি সত্যি ? এবং সত্যি হলে তার কারণ কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রত্যেক বছরই পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমাদের ২৫-২৬টা সীট মেডিক্যাল কলেজগুলিতে দেওয়া হয় কিন্তু এই বছর আমাদের কোন সীট দেওয়া হয় নাই।

শ্রীনীশচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ত্রিপুরায় একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনেক সময় যোগাযোগ করা হয়েছে এবং অনেক লিখেছেনও। এইটা আমি জানতে চাই যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন বৎসরে এবং কখন সরকারীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অনুরোধ জানানো হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোনরূপ সহযোগিতা বা কোন রেসপন্স দিয়েছেন কি না ? আর যদি না দিয়ে থাকেন তবে তার কারণ কি ? এইগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন এসেনশিয়েল।

QUESTION AND ANSWERS

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। স্যার, প্রাক্তন কংগ্রেস (আই) সরকার যখন ছিল তখন আমি তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁরা আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ৭ম পরিকল্পনায় ত্রিপুরা রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা সম্ভব হবে না। তবে ৮ম পরিকল্পনায় সেটা বিবেচনা করা হবে। সেই অনুসারে আমরা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করেছি যাতে ৮ম পরিকল্পনায় এইটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, ত্রিপুরায় একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার (স্টার্ড) ২৫।

প্রশ্ন

১) মাইছড়ায় (উত্তর কলাবাড়িয়ায়) কোন পি. এইচ. সি. আছে কিনা ?

উত্তর

১) রাজনগর ব্লকের অধীন মাইছড়া (কলাবারিয়ায়) একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বর্ষে নেওয়া হইয়াছে। উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণকার্যের জন্য পূর্ত দপ্তরকে ৬১,৪৭,১০০ টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন ১৯৮৯ইং সনের ২৭শে ডিসেম্বর দেওয়া হইয়াছে এবং উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা (৩·৬৮ একর) হস্তান্তর করা হইয়াছে। নির্মাণকার্য্য সত্বর আরম্ভ করার জন্য পূর্ত দপ্তরকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী। (অনুপস্থিত)
অনারেবল মেম্বার শ্রীসমর চৌধুরী। (অনুপস্থিত)
অনারেবল মেম্বার শ্রীসুবোধ দাস। (অনুপস্থিত)
অনারেবল মেম্বার শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :—মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার (স্টার্ড) ৩২।

প্রশ্ন

১) দঃ ত্রিপুরার বিলোনীয়ার সাড়াসীমায় কোন "শিল্প অঞ্চল" আছে কিনা,
২) না থাকিলে এর জন্য কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকার চিন্তা করছেন কি না ?

উত্তর

১) না,

২) না ।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ—পার্লামেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এই সাড়াসীমায় একটা শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এবং গত আর্থিক বছরে এই শিল্পাঞ্চলের বাউণ্ডারী ওয়াল দেওয়ার জন্য কিছু টাকা ধরা হয়েছিল। এখন এটি কি পর্যায়ে আছে, তাহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : -মিঃ স্পীকার স্যার, বিলোনীয়া মহকুমার সারাসীমা অঞ্চলে শিল্পনগরী স্থাপনের জন্য ১৯৮১ইং সনের ১২ নভেম্বর তারিখে মোট ১৫.৩৮ একর জমি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করে মোট ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে কংক্রিটের খুঁটি বসানো হয়েছিল ।

পরবর্তী সময়ে রাজস্ব দপ্তরের ১৯৮৬ সনের ২৬শে আগস্ট তারিখের মেহা নং এফ ৩৪(৫৩) আই. আর. ডি. আই ৮৫ চিঠিমূলে উক্ত ১৫.৩৮ একর জমি হতে ৬.১৭ একর জমি বিলোনীয়া মহকুমার আকাশবাণী কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভারত সরকার-এর তথ্য ও সম্প্রচারণমন্ত্রককে হস্তান্তরিত করা হয়েছে ।

বর্তমানে অবশিষ্ট টিলা সংকুল ভূ ভাগে প্রয়োজনীয় প্রবেশ পথ তৈরীর কোন সুবিধা নেই, ফলে শিল্পাঞ্চল স্থাপন করা সম্ভব নহে ।

মিঃ স্পীকার ঃ—যে সকল তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব সেগুলোর লিখিত উত্তরপত্র এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তরপত্রগুলো সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি । ANNEXURES "A" & "B"

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে ৫টি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড্) সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি প্রদানের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে । উল্লেখ্য বিষয়গুলোর প্রথমটি গত ৩০/৭/৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য । বিষয়বস্তুটি হলো ঃ—"সিক্সটিনথ জুলাই, ১৯৯০ ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় প্রথম পাতায় "বিরোধী সমর্থকদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ : রেশন বাজার বন্ধ : সি, পি, এম," শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে ।"

REFERNCE PERIOD

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— "১৬ই জুলাই, ১৯৯০ ইং ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার প্রথম পাতার "বিরোধী সমর্থকদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ : রেশন বাজার বন্ধ সি, পি. এম" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

এইরূপ কোন সংবাদ পুলিশের নিকট নাই বা এইরূপ কোন সংবাদ পুলিশের নিকট কেহই অবগত করান নাই। তবে গত ১৫/৭/৯০ইং তারিখ সি, পি, আই, এম পার্টি অফিস হইতে উপরোক্ত বিষয় সরকারের গোচরে আনিলে ঐ দিনই তিন জেলার জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, মহকুমার খাদ্য অধিকর্তাগণ, পুলিশ অধ্যক্ষ ও মহকুমার পুলিশ অফিসারদের উপরোক্ত ঘটনার বিষয়ে অবিলম্বে তদন্ত করে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত বিষয়ে পুলিশ এখন পর্যন্ত কাহারো নিকট হইতে কোন প্রকার খবরাখবর পান নাই। কাজেই সংবাদ পত্রে যাহা ছাপা হইয়াছে তাহা উদ্দেশ্যমূলক ও ভিত্তিহীন।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আছে কিনা যে আমরা বিগত দিনগুলিতে দেখেছি গ্রামে গ্রামে রেষারেষি সৃষ্টি করে একই গ্রামে তৈরী করা হয়েছিল বাজার, যেমন শ্রীনগর নূতন বাজার, রাজামুড়ায় নূতন বাজার সেই দিনগুলির মতই আবার গ্রামের মানুষের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটা একটা চক্রান্ত, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী :— স্যার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দলনেতা এবং সি, পি, এম দলের পত্র পত্রিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সব সময় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক অভিযোগ করে যাচ্ছে লক্ষ্য হচ্ছে কি করে এই রাজ্যে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ করানো যায় সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য উনারা এইসব করছে। সি, পি, এম দল সি, পি, এমের নেতাগণ এই সমস্ত কাজ করছে এবং এটা যেতো ১৯৮২ সালে যখন ৭ম তপশিল মাফিক এই রাজ্যে এ, ডি, সি নির্বাচন হওয়ার জন্য ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস দল দাবী করে আসছিল ঠিক সেই সময় তারা বুঝে নিয়েছিল ইলেকশনে তাদের পক্ষে জয় লাভ করা সম্ভব নয়।

সেই সময় এই ধরণের বাজার বয়কট, বন্ধ ইত্যাদি পরিস্থিতি সৃষ্টি করার একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। আমি দুঃখিত স্যার, এটা ৮০ সালের আগে ৭৯ সাল থেকে এই সমস্ত ঘটনা তারা করেছিল ঠিক সেই রকম এইবারও তারা সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য জাতি উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য এই ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ করে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের আরক্ষা দপ্তর সর্বদা সতর্ক আছে এবং সতর্ক থাকার জনাই এই ধরনের কোন পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করতে পারছে না। এটা রাজ্য সরকার এবং ত্রিপুরার জনগণ এই ধরনের অবস্থা চান না, এটাই তার প্রমাণ।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ৩০-৭-৯০ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীদীবাচন্দ্র রাংখল মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয়

মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয় বস্তুটি হলো : "গত ১৩ই জুলাই, ১৯৯০ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পাতায় ৮ম কলমে প্রচারিত টি, আর, এ ১২২৫ নং জীপ গাড়ী দিয়ে দক্ষিণ জেলা এ, ডি, সি'র জোন্যাল অফিস থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ, সরকারী ফাইলপত্র সরিয়ে ফেলার ঘটনা এবং এ, ডি, সি'র কোটি কোটি টাকা অপচয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে।"

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এ, ডি, সি'র জোন্যাল অফিস থেকে যে সমস্ত ফাইলপত্র উধাও হয়েছে বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তার তদন্ত করার জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদের কর্তৃপক্ষকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য বলা হয়েছে। অবশ্য সেই তদন্ত কমিটির সদস্যদের নাম এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি, এটা স্বশাসিত জেলা পরিষদই ঠিক করবেন এবং তদন্ত করে সরকারকে জানাবেন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, স্বশাসিত জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ সেটার তদন্ত করে সরকারকে জানাবেন। এই ধরণের ঘটনা শুধু দক্ষিণ ত্রিপুরার এ, ডি, সি'র জোন্যাল অফিসেই ঘটেনি. ত্রিপুরা রাজ্যের তিন জেলাতেই স্বশাসিত জেলা পরিষদের তিনটি জোন্যাল অফিস রয়েছে, এছাড়া অনেকগুলি সাব-জোন্যাল অফিসও রয়েছে. সেগুলিতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের জানা আছে। এভাবে সরকারী অফিস থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র নিপাত্তা হয়ে যাবে এটা কখনও হতে পারে না। কাজেই আমরা জানতে চাই কবে নাগাদ স্বশাসিত জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে তদন্ত করে সরকারকে জানাবেন ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে সরকার এই ব্যাপারে কঠোর মনোভাব নিয়েছেন এবং আমরা জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি যে, অন্ততঃ দুই সমাসের মধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করে, যেইসব ফাইল চুরি গিয়েছে, তার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে সরকারকে জানান।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়. এই ধরনের ফাইল চুরি শুধু দক্ষিণ ত্রিপুরায় এ, ডি, সি'র জোন্যাল অফিসেই হয়নি, অন্য জেলার আরও যে দুইটি জোন্যাল অফিস আছে এবং অন্যান্য সাব-জোন্যাল অফিস আছে. সেগুলিতেও হয়েছে। কারণ, আমরা যখন সেইসব অফিস ভিজিট করতে যাই, তখন দেখি যে সেইসব গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই সেইসব অফিসগুলিতেও এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল চুরির ঘটনা ঘটেছে কিনা, তাও যেন তদন্ত কমিটি তদন্ত করে দেখেন ও তার জন্য জেলা পরিষদকে নির্দেশ দেওয়া হবে কি ?

সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে আমরা পুলিশকেও নির্দেশ দেব, যাতে করে এই সমস্ত অভিযোগগুলিরও তদন্ত করে দেখা হয়। এছাড়া জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষকে

তদন্ত কমিটি গঠন করে এই ব্যাপারে তদন্ত করার যে কথা বলা হয়েছে, তারাও তদন্ত করে সরকারকে রিপোর্ট দেবেন।

শ্রীঅমল মল্লিক—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে এ, ডি, সি'র নির্বাচনের আগে এই সমস্ত জোনাল অফিস এবং সাব-জোনাল অফিসগুলি সি, পি, এমের ক্যাডারদের নিয়ে পরিচালনা করা হয় এবং নির্বাচনোত্তর ফলাফলের জন্য সব সি, পি, এম ক্যাডারেরা সেই সব অফিস ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—এই সম্পর্কে যত অভিযোগ আছে তার সবই তদন্ত কমিটি গঠন করার পর তদন্ত করে দেখবেন এবং পুলিশকেও আলাদা ভাবে তদন্ত করে সরকারকে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বলা হবে।

মিঃ স্পীকার:—আজ, একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅঞ্জু মগ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর তাঁর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—গত ২৮/৭/৯০ ইং রাত্র ২ ঘটিকায় নলছড় কিল্লামুড়ায় নির্মল ঘোষের বাড়ীতে ডাকাতির ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৮/২৯/৭-৯০ ইং তারিখ রাত অনুমান ১-৩০মিঃ হইতে দুইটার মধ্যে ৫০/৬০ জনের একটি দুষ্কৃতকারী দল দা, লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মেলাঘর থানাধীন কিল্লামুড়া নিবাসী শ্রীবিমল ঘোষের বসত ঘরের দরজা কাঠের লগ দ্বারা ভেঙ্গে প্রবেশ করে এবং ঘরে উপস্থিত লোকজনের উপর মারধোর শুরু করে। ফলে শ্রীবিমল ঘোষ ও তাহার ভাই নির্মল ঘোষ, শ্রীসুরেশ ঘোষ এবং শ্রীনির্মল ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতী প্রজাপতি ঘোষ গুরুতর জখম প্রাপ্ত হন। শ্রীমতী প্রজাপতি ঘোষের আঘাত গুরুতর হাওয়ায় তাহাকে আগরতলা জি বি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়। ঘটনাকালীন পাড়ার প্রতিবেশীগণ মেলাঘর থানাধীন বাগমারা নিবাসী শ্রীপ্রিয়লাল ঘোষকে ঘটনাস্থলে আটক করে পুলিশের নিকট সমর্পণ করে। শ্রীপ্রিয়লাল ঘোষকে আটক করার সময় প্রতিবেশীগণের সহিত তাহার ধস্তাধস্তি হয় ফলে সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। পুলিশ তাহাকে ধৃত করে চিকিৎসার জন্য মেলাঘর হাসপাতালে প্রেরণ করেন। উপরোক্ত ঘটনাটি শ্রীবিমল ঘোষের অভিযোগমূলে মেলাঘর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৪৫৭/৩০৭/৩২৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৮(৭)৯০ ইং নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। ঘটনাকালীন শ্রীবিমল ঘোষ ঘটনায় জড়িত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে চিনিতে পারেন।

১) শ্রীপ্রিয়লাল ঘোষ সাং বাগমারা, ২) শ্রীহারুণ মিয়া সাং বাগমারা, ৩) শ্রীরামচন্দ্র বণিক সাং বাগমারা, ৪) শ্রীদুলাল দেবনাথ সাং পূর্ব নলছড়া, ৫) শ্রীতপন দাস সাং পূর্বনলছড়া, ৬) সুনীল দাস সাং পূর্ব নলছড়া। উপরোক্ত ঘটনায় দুষ্কৃতকারীগণ বিমল ঘোষের বাড়ী থেকে কোন প্রকার মালামাল নিতে পারে নাই। ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতকারীগণ সি, পি, আই (এম) সমর্থক এবং বাদী শ্রীবিমল ঘোষ কংগ্রেস (আই) সমর্থক বলে প্রকাশ। বাদ বাকী আসামীগণ পলাতক থাকায় এখনও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তবে

তাহাদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য সকল প্রকার প্রয়াস চালানো যাইতেছে । ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে ।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই যে নলছড় কিল্লামুড়ার বিমল ঘোষের বাড়ীতে ডাকাতির কথা বলা হয়েছে যেটা এখানে নির্মল ঘোষের বাড়ীর কথা বলা হয়েছে, ওরা তিন ভাই। তিনটি ভিটিতে পাশাপাশি ঘরে বাস করে। তিনটি ঘরে এট এ টাইম ঘরের দরজা ভেঙ্গে তিন চার জন করে এক একটি ঘরে দাও, লাঠি নিয়ে ঢোকে। তখন রাত প্রায় ২টা। নির্মল ঘোষ ডাকাত দল কর্তৃক আহত হয়েছে, বিমল ঘোষ আহত হয়েছে। প্রিয়লাল ঘোষের বাড়ী বগারবাসা। প্রিয়লাল ঘোষকে সবাই মিলে ধরেছে। বাকীরা পালিয়ে গেছে। এই খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা? প্রিয়লাল ঘোষ হারুন মিয়াকে চিনেছে। নিখিল ঘোষ, সুনীল দাস, দুলাল দেবনাথ এই সমস্ত নাম আসামীর নামের তালিকায় আছে এরা সবই আসামী। ওদের নামই আসামীর তালিকায় আছে।

এরা সব আসামী এবং এই সব আসামীদের নামই দেওয়া হয়েছে। আর একটি খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি বলতে চাই যে, দুলাল দেবনাথ যে আসামীর কথা বলা হয়েছে তার ছোট ভাই বলরাম দেবনাথ, কিল্লামুড়ার এক পাড়ায়ই বাড়ী সেই বলরাম দেবনাথ, সি, পি, আই (এম) এরই সমর্থক। তাকে আগের দিন সন্ধ্যায় এসে জানায় যে, তাকে ডাকাতিতে যেতে হবে এবং মেলাঘর-এর সি, পি, আই (এম) কর্মীরা এই ডাকাতিতে বলরাম দেবনাথকে জড়িত করার জন্য চেষ্টা করেছিল? সে তখন তাদের জানিয়েছিল যে সে নির্মলকে হত্যা করতে পারবে না। দুলাল দেবনাথ সাথে করে তার ছোট ভাই বলরাম দেবনাথকে ডাকাতিতে নিয়ে গিয়েছিল? মেলাঘর, বগারবাসা ও কিল্লামুড়া থেকে ২৫/৩০ জন লোককে একত্র করে আক্রমণ করে? এখানে মাত্র ৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রিয়লাল ঘোষকে মেলাঘর নিয়ে যায়। সেখানে সুবল রুদ্র, প্রাক্তন এম. এল. এ., সুকুমার বর্মণ, বর্তমান এম. এল. এ. থানায় চাপ সৃষ্টি করে তাকে ছেড়ে দেবার জন্য এবং থানায় আক্রমণ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল তা জানেন কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্য মন্ত্রী) : — স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে বলতে পারি, অভিযোগকারী বিমল ঘোষের অভিযোগ মূলেই বলা হয়েছে। প্রিয়লাল ঘোষকে তারা ধরে ফেলেছে। বাড়ীর লোকের চিৎকারে পাড়া প্রতিবেশীরা প্রিয়লাল ঘোষকে ধরে দিয়েছে। ধরার সময় ধস্তাধস্তিতে সে আহত হবার কারণে তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। তিন নাম্বার পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশনের উত্তরে বলছি, এখানে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে তারা সবই বাগমারার অধিবাসী। আমি অনুরোধ করব, সেটা যাতে কারেকশান করে দেওয়া হয়। স্যার আমি এখানে বলেছি যে, তারা সবাই সি, পি, আই, (এম)-এর সমর্থক তবে তাঁরা অন্য কাউকে জড়িত করার জন্য চেষ্টা করেছিল কিনা সেটা তদন্তকারী অফিসারের কাছে তথ্য যদি দেন, তা হলে সেইভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্যার, সুবল রুদ্র এসে থানায় চাপ সৃষ্টি করেছিল কিনা সেটাও তদন্তকারী অফিসারের কাছে দিলে আমি তদন্ত করে দেখব।

যদি এই ভাবে কেহ চাপ দিয়ে থাকে, এবং সেই ব্যাপারে কোন পুলিশ অফিসার প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্যার, আমি আগেই বলেছি, আসামীদের গ্রেপ্তার করার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস নেওয়া হবে। কোন অবস্থায়ই কেহ যদি ছেড়ে দেবার বা রেহাই দেবার ব্যবস্থা করে তাহলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীরসিকলাল রায়:— আমি দুঃখিত। যদিও রিপোর্টে বাগামারার কথা বলা হয়েছে তাহলেও তারা বগারবাসার লোক। প্রিয়লাল ঘোষ, হারুন মিঞা ও রামচন্দ্র বনিক বগারবাসার লোক। আমি আশা করব, পুলিশ ঠিক করে নেবে। স্যার, আমি এখানে বুঝতে পারছি না পুলিশ এত বড় ভুল কি করে করল? তাহলে কি আমাকে বুঝে নিতে হবে যে, মামলার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যই এটা করা হয়েছে? আসল ঘটনাকে আড়াল করার জন্য? আসল ঘটনা যাতে প্রকাশ না পায় সে জন্য? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, বিষয়টি যেন তদন্ত করে দেখা হয়। কেন না, আমি নিজে স্পট ভিজিটে গিয়ে দেখে এসেছি।

ছোট ভাই সুরেশ ঘোষ এবং তার স্ত্রী যদি এই আসামীকে আঁকিড়িয়ে ধরে ঘরের ভিতর আটক করে না রাখত তাহলে অন্যান্য ঘরে ২০/২৫ জনের যে দুষ্কৃতকারী দল নির্মল ঘোষকে হত্যা করার ব্যবস্থা নিয়েছিল সে খুন হয়ে যেত। আমি আশা করব পুলিশের পক্ষ থেকে সুরেশ ঘোষকে রিওয়ার্ডের ব্যবস্থা করবেন এবং এতে দেশের জনগণ উৎসাহিত হবে। আর বলরাম দেবনাথের সম্পূর্ণ সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে তার থেকে আসল কথা বের করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, আমি আগেই বলেছি এই কেসের আসামীদের যারা আড়াল করার ব্যবস্থা করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং দুষ্কৃতকারীদের কোন অবস্থাতেই রেহাই দেওয়া হবে না। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করব যে সমস্ত তথ্য তাঁর কাছে আছে সেগুলি যেন তিনি তদন্তকারী অফিসারের নিকট দেন। আরেকটা কথা আমি এখানে বলছি সুরেশ ঘোষ যে সাহসিকতা দেখিয়ে ডাকাতদের ধরতে পেরেছিলেন তার জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

মিঃ স্পীকার:— উল্লেখ্য বিষয়ের চতুর্থটি গত ৩১.৭.৯০ ইং তারিখে মাননী সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো—

"২৩.৬.৯০ দুপুর ২টা বিলোনীয়া মহকুমার বিলোনীয়া থানাধীন রতনপুর গ্রামে সি, পি, এম সমর্থক বরু ত্রিপুরার বাড়ী থেকে বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত রেফারেন্সটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি —

গত ২৩/৬/৯০ ইং দুপুর ২টায় বিলোনীয়া মহকুমার বিলোনীয়া থানাধীন রতনপুর গ্রামে সি, পি. এম সমর্থক বক্র ত্রিপুরার বাড়ী থেকে বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করার ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানা নেই। তবে বিগত ২৩/৬/৯০ ইং দুপুর অনুমান ২ ঘটিকার সময় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সঙ্গে প্রয়োজনীয় স্টাফ্ নিয়ে বিলোণীয়া থানার ২৩/৬/৯০ এবং ২৪/৬/৯০ কেইসে জড়িত আসামীদের ধরার উদ্দেশ্যে বিলোনীয়া থানায় অবস্থিত শিবপুর (রতনপুর) গ্রামের শ্রীকৃপণচন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ী রেইড করতে যায়। পুলিশ যখন রেইড চালায় তখন শ্রীকৃপণচন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ীতে একটি বন্দুকের গুলির শব্দ শুনিতে পায় এবং তৎক্ষণাৎ দেখতে পায় কিছু লোক তাড়াতাড়ি ঐ বাড়ী হতে পালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ দল বাড়ীটি ঘেরাও করে তল্লাশী চালানো একটি ছুড়ি, হাতে তৈরী একটি স্টেন বন্দুক, কিছু পেলেট-এর টুকরা, দুইটি এল, আর, কার্টিজ উদ্ধার করে এবং বাড়ীর মালিক কৃপণচন্দ্র ত্রিপুরা, কালীকৃষ্ণ ত্রিপুরা, সাধন ত্রিপুরা এবং এশালজয় ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিগণ সবাই শিবপুর (রতনপুর) গ্রামের বাসিন্দা এবং সি, পি. আই (এম) এর সমর্থক বলে প্রকাশ। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই তথ্য জানেন কিনা যে, ২৩-৬-৯০ ইং তারিখের ঘটনার আগে থেকে ৫০/৬০ জন দুষ্কৃতকারী নিয়ে বিলোনীয়া মহকুমার রতনপুরে একটা ক্যাম্প করা হয়েছিল এবং সেই ক্যাম্প থেকে রতনপুর এবং আশপাশ এলাকায় প্রকাশ্য দিনের বেলায় গিয়ে নিরীহ জনসাধারণের উপর হামলা চালানো হয় এবং ভয় দেখানো হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রের কথা বললেন সেগুলি ছাড়াও বক্র ত্রিপুরার বাড়ী থেকে ৯৮টি সীসা গুলি, দুটি এল. জি গুলি, বল্লম এবং অন্যান্য মারাত্মক ধরণের কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও ঐ সমস্ত অঞ্চলে সি, পি, এম সমর্থকদের হাতে দেশী বন্দুক ও মারাত্মক ধরণের অস্ত্রশস্ত্র আছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে এখানে যে তথ্য আছে তাতে এই ঘটনাটা ঘটেছে কৃপণচন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ীতে এবং সেখান থেকেই মালগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। বক্র ত্রিপুরার বাড়ীতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। এখনও যদি সেখানে হামলা হতে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই পুলিশ সেখানে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

মিঃ স্পীকার :— গত ৩০/৭/৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর

উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য বিষয়বস্তুটি হলো :— " গত ২২-৭-৯০ইং রাত্রিবেলা নলছড় বাজারের শ্রীসুধীর রায়ের কাপড়ের দোকান ও পরের দিন রাত্রে উক্ত বাজারের কয়েকটি টং ঘরের ও কংগ্রেস (ই) পার্টি অফিসের টিন চুরির ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীরসিকলাল রায়—স্যার, আমি অনুরোধ রাখছি, এখানে কংগ্রেস (ই) পার্টি অফিস না হয়ে সি, পি, এম পার্টি অফিস হবে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— "গত ২২/৭/৯০ ইং রাত্রিবেলা নলছড় বাজারের শ্রীসুধীর রায়ের কাপড়ের দোকান ও পরের দিন রাত্রে উক্ত বাজারের কয়েকটি টং ঘরে ও সি. পি. এম পার্টি অফিসের টিন চুরির ঘটনা সম্পর্কে।"

বিগত ২৪/৭/৯০ ইং সকাল ১১টার সময় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাধীন মেলাঘর থানার নলছড় বাজারের দোকানদার শ্রীসুধীর রায় মহাশয়ের লিখিত অভিযোগমূলে মেলাঘর থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট জানান যে, বিগত ২২শে জুলাই রাত্রে অজ্ঞাত কিছু দুস্কৃতকারী শ্রীরায়ের নলছড় বাজারস্থিত কাপড় দোকানের পেছনের দরজা ভাঙ্গিয়া নগদ মং ৫৫৬৫·০০ এবং মালামাল যাহার আনুমানিক মূল্য ৬২৪৫·০০ টাকা চুরি করিয়া নিয়া যায়। ঘটনার সময় দোকানে কেহ ছিল না। উক্ত অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭/৩৮০ ধারার বিধান মতে মেলাঘর থানার ৭(৭) ৯০ নং মোকদ্দমা রুজু করিয়া পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্তকালে জানা যায় যে, গত ২৩/৭/৯০ ইং রাত্রিবেলা নলছড় বাজারের দুই তিনটি টং ঘরেও চুরি হইয়াছে। যাহা হইতে সামান্য কিছু মালামাল নিয়া গিয়াছে। মোকদ্দমার তদন্ত অব্যাহত আছে।

তদন্তকালে নলছড় বাজারের স্যার, যেহেতু এখানে কংগ্রেস পার্টি অফিস, সুতরাং এখানে আমার যেটা রিপোর্ট এসেছে কংগ্রেস পার্টি অফিস থেকে টিন চুরির কোন ঘটনা প্রকাশ পায় নাই, এই ব্যাপারে কেউ কোনরূপ অভিযোগ পুলিশের কাছে দায়ের করেন নাই। তবে সঠিক তথ্য জানার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারকে তদন্ত করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরসিকলাল রায় :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে আগের দিন সুধীর রায়ের কাপড়ের দোকান চুরি হয়, পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, পুলিশ তৎপরতা শুরু করে দেয়। পরের দিন রাত্রে তিনটি টং ঘরের কিছু মালামাল চুরি এবং সি পি আই এম পার্টি অফিসের যেটা পোড়া যাওয়া টিন অফিসের যে জায়গায় স্টেক দেওয়া ছিল সেখান থেকেই চুরি যায়। সি পি আই এম-এর তরফ থেকে কিছু লোকের নামে আসামী দিয়ে থানায় অভিযোগ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানেন কি না যে পুলিশ তদন্ত করে এই পোড়া যাওয়া টিনগুলি যে স্টেক দেওয়া ছিল সেগুলিকে তদন্ত করে এক্স প্রধান সি, পি, আই, এম-এর হরিমাধব ভৌমিকের নিজ বাড়ীর পুকুরের ভিতরে পাওয়া গেছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি তো বলেছি এই সমস্ত ঘটনা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারকে তদন্ত করে দেখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করব তাদের এই তথ্যগুলি সেখানে যেন ওনারা দেন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা নিশ্চিত কিনা যে, সুধীর রায়ের ঘরের চুরির পরে এই ঘটনাটা সৃষ্টি করে সি পি আই এম-এর লোকেরা আমাদের লোকের নামে আসামী দিয়ে এই কেইসটাকে মাটি করার জন্য চক্রান্ত করে আসামী করেছে। আমাদের কর্মীদেরকে পুলিশ খোঁজার জন্য এবং পুলিশ খুঁজেও। তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে জানতে পারলেন যে সি পি আই এম-এর অফিস ঘরের যে টিন চুরি হয়েছে সেটা সি পি আই এম-এর বাড়ীতেই পাওয়া গেছে, পুলিশ তদন্ত করে বের করেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি যে মিথ্যা মামলায় যাদের নাম দেওয়া হয়েছে মানে কংগ্রেস (ই)-র কর্মীদের নামে সেটা প্রত্যাহার করা হবে কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী :— স্যার, আমরা এইটুকু বলতে পারি যে, কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এ; সরকার কোন নিরপরাধকে অপরাধী করার কোন প্রয়াস সৃষ্টি হলে সেটা আমরা বরদাস্ত করব না। আমরা চাই প্রকৃত অপরাধী যাতে শাস্তি পায়। সঠিকভাবে তদন্ত না করে কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ মহোদয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি. নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ৬ই জুন প্রকাশ্য দিবালোকে শহর সংলগ্ন রাংগামাটির অমরপুর ব্লক যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি গোপাল চন্দ্র দাস সি পি এম দলের ঘাতকদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হওয়া এবং কতিপয় পুলিশ অফিসার, পুলিশ কর্মী ও হোমগার্ড আহত হওয়া এবং শিক্ষক নেতা সুভাষ ভৌমিকের বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে তার স্ত্রীর প্রতি অশালীন আচরণ করার সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ মহাশয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি এখনই জবাব দিচ্ছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয় হচ্ছে —"গত ৬ই জুন প্রকাশ্য দিবালোকে শহর সংলগ্ন রাংগামাটির অমরপুর ব্লক যুব কংগ্রেস সহ-সভাপতি গোপালচন্দ্র দাস সি পি এম দলের ঘাতকদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হওয়া এবং কতিপয় পুলিশ

অফিসার, পুলিশ কর্মী ও হোমগার্ড আহত হওয়া এবং শিক্ষক নেতা সুভাষ ভৌমিকের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে তার স্ত্রীর প্রতি অশালীন আচরণ করা সম্পর্কে।"

স্যার, বিগত ৪.৬.৯০ ইং অনুমান রাত্রি আট ঘটিকার সময় অমরপুর থানাধীন রাংগামাটি সাকিনের শ্রীসতীশচন্দ্র ভৌমিক (সুভাষচন্দ্র ভৌমিক), হেডমাষ্টার রামপুর এস, বি. স্কুল, অমরপুর থানায় এক লিখিত অভিযোগমূলে জানান যে, ঐদিন সন্ধ্যা ৭'৩০ মিঃ এর সময় তিনি যখন তার বাড়ী হইতে অমরপুরের দিকে আসছিলেন তখন পথিমধ্যে রাংগামাটি সাকিনের শ্রীতরণী চৌধুরীর পুত্র স্বপন চৌধুরী তাকে কিল ঘুষি মেরে আহত করে। উপরোক্ত ঘটনাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১, এবং ৩২৩ ধারায় ৩(ক) ৯০ ইং মামলা নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্তকালে জানা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে অভিযোগকারীর নারিকেল চুরির ঘটনার ব্যাপার নিয়ে বিরোধের ফলে উপরোক্ত ঘটনা ঘটে।

বিগত ৬/৬/৯০ ইং সকাল অনুমান ৯-৩০ মিঃ এর সময়ে অভিযুক্ত স্বপন চৌধুরীকে ধৃত করিবার জন্য অমরপুর থানা হইতে সাব-ইন্সপেক্টর নেপাল দেব কিছু সংখ্যক পুলিশ নিয়ে রাংগামাটিতে পৌঁছেন। তৎক্ষণাৎ স্বপন চৌধুরী পুলিশকে দেখিয়া দৌড়াইয়া পলাইতে থাকিলে পুলিশও তাহার পিছু ধাওয়া করিতে থাকে। স্বপন চৌধুরী দৌড়াইতে দৌড়াইতে গোমতীর পারে পৌছায় এবং রাস্তা না পাওয়ায় গোমতীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তৎক্ষণাৎ একজন পুলিশও তাকে ধরার জন্য জলে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। পুলিশ তখন স্বপন চৌধুরীকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকলে সে সময় স্থানীয় কিছু বাসিন্দা ঘটনাস্থলে আসিয়া পুলিশকে দোষারূপ করে পুলিশকে আক্রমণ করে এবং সাব-ইন্সপেক্টরের নিকট হইতে পিস্তলটি ছিনাইয়া নেয়। দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে তিনজন পুলিশ ও একজন হোমগার্ড ঘটনাস্থলে আহত হয়।

পরে ঘটনার খবর পাইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার থানা হইতে কিছু সংখ্যক পুলিশ সহ ঘটনাস্থলে গেলে তখন আসামীগণ পলাইয়া যায়। উক্ত ঘটনাটির ব্যাপারে থানাতে মামলা রুজু করা হয়। ঘটনার পর দিন ছিনতাইকৃত পিস্তলটি উদ্ধার করা হয়।

ঐদিন ৬-৬-৯০ ইং বেলা অনুমান ১-৩০মিঃ এর সময় অমরপুর সাকিনের গোপাল দাস ও তাহার স্ত্রী সাধন ঘোষ স্কুটারে করিয়া অমরপুর ফিরিবার পথে রাঙামাটি গ্রামের কিছু দুস্কৃতকারী গোপাল দাসকে গুরুতর আহত করে। আহত গোপাল দাসকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান হইতে ঐদিন বিকালে উদয়পুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠাইলে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আহত গোপাল দাসকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান হইতে ঐদিন বিকালে উদয়পুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠালে পথিমধ্যে মৃত্যু হয়। উক্ত ঘটনায় অমরপুর থানায় ৮-৬-৯০ ইং মামলা ১৪৮, ১৪৯, ৩০২ ধারায় রুজু করা হয়। নিহত গোপাল দাস ও তাহার

সংগী কংগ্রেস (আই) সমর্থক। ঘটনাকারীরা সি পি এম সমর্থক। এই ঘটনায় ছয় জনকে ধৃত করিয়া চালান দেওয়া হয়। উক্ত দিবসে ৬-৬-৯০ইং তাং অনুমান ১'৩০ মিনিট সময়ে কতিপয় সি পি এম সমর্থক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হেডমাষ্টার সুনীল ভৌমিকের বাড়ী আক্রমণ করে। এবং বাড়ীর চারজন লোককে আহত করে। আসামীগণ হেডমাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া বাড়ী ঘর পুড়াইয়া দেয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অমরপুর থানায় ৬-৬-৯০ ইং ১৪৮, ১৪৯, ৪৩৭ (আই. পি. সি.) ধারায় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত ঘটনার সংশ্রবে দুই জন আসামীকে ধৃত করিয়া বিচারার্থে বিচারালয়ে প্রেরণ করা হয়। গত ৬-৬-৯০ইং সি পি এম সমর্থকরা বিনা প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে পুলিশ এবং কংগ্রেস (আই) সমর্থকদের মার ধোর করে ফলে ৪জন পুলিশ এবং চার জন কংগ্রেস (আই) সমর্থক আহত হয়। ইহা ছাড়াও একজন কংগ্রেস (আই) সমর্থক গোপাল দাস নিহত হন। দুষ্কৃতকারীরা হেডমাষ্টারের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া ভস্মীভূত করে। নথিভুক্ত মামলাগুলির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, একটা জিনিস এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ৬ই জুন পর পর কয়েকটি ঘটনা এখানে ঘটানো হয়েছে। আমাদের কাছে যে খবর রয়েছে, তাতে ৩১ তারিখ বাদলবাবু অমরপুরের কয়েকজন সি পি এম নেতা, সমীর ধর, মনোরঞ্জন আচার্য্য, প্রহ্লাদ পাল এই ৬ই জুন দিনটাকে টার্গেট করেছিল। সেটা ছিল ৯০ ইং-এর ৬ই জুনের পর ১৯৯০ ইং-এর ৬ই জুন। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, গোপাল দাস যুব কংগ্রেস (ই) সহ-সভাপতি। সকাল বেলা যে ঘটনাটা হয়েছে তারপর দুপুর বেলা যখন উনি যাচ্ছেন তখন উনাকে আক্রমণ করা হয়েছে। এই ৬ই জুন যাতে পরিকল্পিত ভাবে দাংগা লাগানো যায় সেটা বাস্তবে ঘটানোর জনাই এই ঘটনাটা ঘটানো হয়েছিল।

আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, সতীশ ভৌমিক, উনি একজন শিক্ষক নেতা। উনার বাড়ীতে আগুন লাগানো হয়েছিল সি, পি, এম নেতা ও দুষ্কৃতকারী কর্তৃক এবং অত্যান্ত লজ্জার ও পরিতাপের বিষয় যে শ্রী ভৌমিকের স্ত্রীকে ঐদিন উলঙ্গ করা হয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা এতটা নীচে নেমে গেল ? আমরা দেখছি যে, পুলিশ রিপোর্টে এটা নেই। কিন্তু এলাকার মানুষ জানেন যে ঐ শিক্ষক নেতার স্ত্রীকে উলঙ্গ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এবং এই সমস্ত দুষ্কৃতকারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী :— স্যার, এটা সত্য কথা যে এ-ডি-সি নির্বাচনের আগে ও এ-ডি-সি নির্বাচনের সময় তারা পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন স্থানে এই সমস্ত ঘটনা ঘটাচ্ছে, যাতে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে যায় এবং একটা দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। রাজ্য সরকারের আরক্ষা দপ্তর সক্রিয় থাকায় এবং জনগণের সহযোগিতায় এটা করতে পারে নাই। সর্বদাই এটা করার জন্য তারা চেষ্টা চালাচ্ছে। স্যার, এখানে আমি আগেই বলেছি যে, তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কংগ্রেস-টি. ইউ. জে. এস সরকারকে অস্থিতিশীলতা করার জন্য একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র, এটা এই ষড়যন্ত্রেরই একটা ঘটনা সেটা আমি বলতে পারি।

স্যার পুলিশকে ঘটনার কথা বলা হয়েছে। আমি পুলিশকে বলব সেখানে তদন্ত করে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। পুলিশকে বলা হয়েছে আসামীকে গ্রেপ্তার করার জন্য। উলঙ্গ-এর ব্যাপারটা এখানে রিপোর্টে নেই। তবে আমি সেটা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশন স্যার, আমাদের কাছে খবর রয়েছে যে আসামী, যারা খুন করছে এই যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি গোপাল দাসকে এবং পরের দিন আগরতলা থেকে সি পি এমের নেতা ভানু ঘোষকে এবং তদানীন্তন চেয়ারম্যান নারায়ণ রূপিনী তাদেরকে আগরতলায় এনে পার্টি অফিসে রেখেছেন. এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন খবর আছে কিনা এবং এই আসামীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি আসামীদের গ্রেপ্তার করার জন্য ইতিমধ্যে পুলিশ যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছে এবং প্রতিনিয়ত ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং মাননীয় সদস্যদের সবার কাছে আমার আবেদন রাখছি তারা যেন তাদের এই ব্যাপারে সহযোগিতা করেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশ, আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো "৯ জুলাই, ১৯৯০ ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রথম পাতায় "এ. ডি. সি'র তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া সি, পি, এমের সন্ত্রাসের বলি ৬, দুর্গ রক্ষার জন্যে অস্ত্রের মহড়া" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কলিং এটেনশন, "৯ই জুলাই, ১৯৯০ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রথম পাতায় "এ, ডি, সি'র তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া সি, পি, এমের সন্ত্রাসের বলি ৬, দুর্গ রক্ষার জন্য অস্ত্রের মহড়া" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

বিগত ১২. ৬. ৯০ইং তারিখে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের দিন ৮. ৭. ৯০ইং তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর হইতে বামফ্রন্ট সমর্থিত দলীয় সদস্যরা ত্রিপুরা রাজ্যে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়।

বামফ্রন্ট সমর্থকেরা এ ক্ষেত্রে ১২. ৬. ৯০ ইং হইতে ৭. ৭. ৯০ ইং এ. ডি, সি নির্বাচনের পূর্ব-দিন পর্যন্ত কংগ্রেস (আই) এবং টি. ইউ, জে, এস-এর সমর্থক বিভিন্ন স্থানে আহত হয় ও কিছু লোক মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত সময়ে কংগ্রেস-এর তিন জন সমর্থক এবং টি, ইউ, জে, এসের একজন সক্রিয় সদস্যের মৃত্যু হয়। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অস্ত্রের আঘাতে ৪৭ জন কংগ্রেস (আই) এবং ২৭.জন টি, ইউ, জে, এস সদস্য আহত হয় উপরোক্ত থানায় পুলিশ যথারীতি মোকদ্দমা নথীভুক্ত করিয়া ৯৭ জন সি, পি, আই, এম সমর্থকদের গ্রেপ্তার করে। নির্বাচনের দিন অর্থাৎ ৮. ৭. ৯০ ইং তাং সকাল হইতে

সি পি আই এম এবং বামফ্রন্টের সদস্যরা আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রের সন্নিকটে কংগ্রেস (আই) এবং টি ইউ. জে এসের সমর্থকদের আক্রমণ করিয়া হতাহত করে। তাহাদের আক্রমণে পশ্চিম জেলার তেলিয়ামুড়ার এবং কমলপুরের ৬ জন সক্রিয় সদস্য নিহত হন। ইহা ছাড়া ২৫ জন গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া হাসপাতালে ভর্তি হন। উপরোক্ত ঘটনায় পুলিশ মামলা রুজু করিয়া বামফ্রন্ট সমর্থক ৯৬ জনকে দাঙ্গায় ধৃত করেন। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের পূর্বরাত্র অর্থাৎ ৭. ৭. ৯০ ইং তাং হইতে ৯. ৭. ৯০ ইং তাং পর্যন্ত বামফ্রন্টের সমর্থকরা মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুরজিৎ দত্ত, শ্রীদীপক নাগ (এম, এল. এ). শ্রীদীলিপ সরকার (এম, এল, এ) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থী শ্রীচন্দ্রোদয় রূপিনী এবং কৈলাশহরের কংগ্রেস (আই) সমর্থক শ্রীদেবাশীষ সেনের উপর আক্রমণ সংঘটিত করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের আক্রমণ মারাত্মক। মাননীয় মন্ত্রী, এম, এল, এ মহোদয়গণ এবং নির্বাচন প্রার্থীদের নিরাপত্তা ও জীবন রক্ষার্থে উপরোক্ত প্রার্থীদের জন্য নিয়োজিত নিরাপত্তা রক্ষীগণ গুলি চালনা করেন। ইহা ছাড়াও জিরানীয়া, সিধাই, টাকারজলা থানার অন্তর্গত বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে বামফ্রন্টের সমর্থকরা গোলমাল করিয়া ভোট বানচাল করতে চেষ্টা করে। নিরাপত্তা রক্ষীগণ ঐ সমস্ত স্থানে গুলি চালনা করিয়া ভোট কেন্দ্র রক্ষা করে। ৯. ৭. ৯০ইং তাং হইতে অদ্য পর্যন্ত বামফ্রন্ট সমর্থকগণ বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করে, কংগ্রেস (আই) সমর্থকগণ আহত ও নিহত হন।

স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের পূর্বরাত্র অর্থাৎ ৭. ৭. ৯০তাং হইতে ৯-৭-৯০ তাং পর্যন্ত বামফ্রন্টের সমর্থকেরা মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুরজিত দত্ত, শ্রীদীপক নাগ এম. এল, এ. শ্রীদীলিপ সরকার, এম. এল. এ স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রার্থী চন্দ্রোদয় রুপিনী এবং কৈলাশহরের কংগ্রেস (আই) সমর্থক শ্রীদেবাশীষ সেনের উপর আক্রমণ সংঘটিত করে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের আক্রমণ মারাত্মক, বিধায়ক মাননীয় মন্ত্রী, এম, এল. এ মহোদয়গণ এবং নির্বাচন প্রার্থীদের নিরাপত্তা ও জীবন রক্ষার্থে উপরোক্ত প্রার্থীদের জন্য নিয়োজিত নিরাপত্তা রক্ষীগণ গুলি চালনা করেন। ইহা ছাড়াও জিরানিয়া, সিধাই, টাকারজলা থানার অন্তর্গত বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে বামফ্রন্ট সমর্থকরা গোলমাল করিয়া ভোট বানচাল করিতে চেষ্টা করে। নিরাপত্তা রক্ষীগণ এ সমস্ত স্থানে গুলি চালনা করিয়া ভোট কেন্দ্র রক্ষা করে। ৯-৭-৯০ তাং হইতে অদ্য পর্যন্ত বামফ্রন্ট সমর্থকগণ বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করলে কংগ্রেস (আই) সমর্থকগণ আহত ও নিহত হন। উক্ত সময়ে বামফ্রন্ট সমর্থকদের নিকট হতে ৭টি গাদা বন্দুক, ১টি হাতে তৈরী স্টেনগান, ১টি হাতে তৈরী পিস্তল এবং কিছু গোলাবারুদ. বোমা ও তীর ধনুক সীজ করিয়া পুলিশের হেফাজতে আনতে সক্ষম হন।

১২-৬-৯০ হতে অদ্য পর্যন্ত জেলা পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেস (আই) সমর্থক ১০ জন, টি, ইউ, জে এসের . জন এবং বামফ্রন্ট সমর্থিত সি, পি, আই এমের ৮ জন মোট ১৯ জন মৃত্যুবরণ করেন। সি, পি, এমের ৮ জনের মধ্যে ২ জন বোমা তৈরী করার সময় বিস্ফোরণ হওয়ায় এবং ২ জন ভোট কেন্দ্রে গোলমাল

করার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন। উক্ত সময়ে কংগ্রেস (আই) ও টি, ইউ, জে. এস এর ১০১ জন আহত হন। অন্যদিকে বামফ্রন্ট সমর্থিত ৭৯ জন আহত হন। উপরোক্ত ঘটনার সময় বামফ্রন্টের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আক্রান্ত ও আহত হন নাই। উপরোক্ত ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে বামফ্রন্ট সমর্থকগণ সারা রাজ্যে গোলমাল সৃষ্টি করিয়া আইন শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান, স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি অস্ত্র তুলে নেওয়ার ডাক দিয়ে জিরানীয়া এবং সিমনার বিধায়ক শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে পুলিশ কনস্টেবলকে খুন করে রাইফেল লুঠ করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে গুন্ডাদের সংঘটিত করে, ত্রিপুরার বাইরে থেকে গুণ্ডা আমদানী করে এ, ডি, সি'র নির্বাচনের সময়ে ১৯৮০ সালের মত আর একটা দাঙ্গা বাঁধানোর যে পরিকল্পনা সি, পি, এম দলের ছিল?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি এখানে যে তথ্য পেয়েছি, তাতে মাননীয় সদস্য যেটা অনুমান করেছেন, তারই প্রমাণ রয়েছে।

শ্রী অমল মল্লিক—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এ ডি সি নির্বাচনের সময়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে বাইরে থেকে যে সমস্ত গুণ্ডা আমদানী করা হয়েছিল যেটা আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে দেখতে পেয়েছি যে বেলবারীতে বোমা বানাতে গিয়ে বাইরের দুইজন সি পি আই এম সমর্থক নিহত হয়েছেন। এই রকম সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নানা রকমের অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বাইরের গুণ্ডারা এই রাজ্যের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে বা ঘুরাফেরা করছে, কাজেই তাদের খুঁজে বের করে এই রাজ্য থেকে বের করে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করছেন কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমাদের কাছে যে তথ্য আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে বেলবাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে, যার ফলে একজন শিক্ষক আহত হয়েছেন এবং তিনি এখনও হাসপাতালে চিকিৎসিত হচ্ছেন। এরপরে তদন্ত করে পুলিশ জানতে পেরেছে যে বেলবাড়ীতে একটা গর্ত খুঁড়ে কিছু মৃতদেহ ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে এবং পুলিশ সেখানে হানা দিয়েছে, কিন্তু সেখানে কোন মৃতদেহ পাওয়া যায়নি, তবে গর্ত থেকে কিছু মাথার চুল পাওয়া গেছে এবং সেই গর্ত থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। পুলিশ সন্দেহ করছে পাওয়া গেছে। পুলিশ সন্দেহ করছে যে ঐ গর্ত থেকে পুলিশ যাওয়ার আগেই মৃতদেহগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কাজেই এর থেকে প্রমাণ হয় যে এই দল এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি করার জন্য নানা রকমের চেষ্টা করেছিল। তবে বাইরে থেকে কেউ এসেছে কিনা, সেই রকম কোন তথ্য এখন আমার কাছে নেই, যদি কেউ সেই রকম তথ্য দিতে পারেন, তবে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে এ, ডি, সি'র নির্বাচনের আগের দিন

অর্থাৎ ৭/৭/৯০ ইং তারিখ মাইছড়াতে এগ্রিকার্মের দুই জনকে সি, পি, এমের সমর্থকেরা খুন করেছে তাদের একজন হল নেপাল দত্ত আর অন্যজন হল রাজেশ্বর বৈদ্য। নেপাল দত্তের স্ত্রী এবং তার ৫ মাসের একটি শিশু জীবিত আছে, আর রাজেশ্বর বৈদ্যের স্ত্রী ছাড়াও তার তিনটি ছেলে আছে, যাদের বয়স যথাক্রমে ৭, ৪ এবং ২ বছর।

এইভাবে রমণী মোহন দাস, মাধবনগর, স্ত্রী সরস্বতী দাস, ছেলে সুকান্ত দাস, এক বছর এক মাস, এদের কিছুই নাই। এই তিনটা নিরীহ পরিবার যাদের স্বামীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই সমস্ত লোকদেরকে খোঁজে বের করে যদি না পায় তাহলে এই সমস্ত পরিবারের লোকদের ভরণপোষণের জন্য ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কিনা বা তাদের পরিবারের একজনকে চাকুরী দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদেরকে খোঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে ভরণ পোষণের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা। সেটা আমরা আগেই বলেছি যে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—মেমো নং এফ ২৯(১)—জি এ (১)/৭৭(১) তারিখ ১৯/১/৭৭, অনুযায়ী রাজ্য সরকারের স্টানডিং অডার্র রিপ্রেজেনটেশন অব এস টি/এস সি ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট অ্যাণ্ড প্রোমোশন কোটা ইন অল কেটাগরিজ এখন পর্যন্ত ফিলড আপ না করার বিষয়বস্তু সম্পর্কে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তপশিলী উপজাতি এবং তপশিলী জাতি প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বর্তমানে চালু থাকা ১৯/১/৭৭ তারিখের স্মারকলিপি এফ, ২৯ (১)- জি, এ / ৭৭ (১) নং অনুযায়ী সকল শ্রেণীর সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির নির্ধারিত অংশ এখনো পর্যন্ত পূরণ না করা সম্পর্কিত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব।

প্রস্তাবে উল্লেখিত মাননীয় সদস্যের স্মারকলিপিটি ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ ইং তারিখের। উহা ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৭৭ ইং তারিখের নহে। তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, এস, টি, এস, সি, প্রার্থীদের জন্য সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের যে নির্দিষ্ট হার রয়েছে, সেটা রাজ্য সরকারের অধীনে সকল প্রকার পদোন্নতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করতে হবে।

সরকারী কাজে এস টি, এবং এস, সিদের প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ কোটার স্তর যথাক্রমে ২৯ শতাংশ

ও ১৩ শতাংশ-এর নিম্নে থাকায় রাজ্য সরকার পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করার পর, রাজ্যের এস-টি/এস, সি-দের জনসংখ্যার ভিত্তিতে এস, টি-এস, সি দের জন্য সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ থেকে, এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ থেকে, যথাক্রমে ২৯ শতাংশ এবং ১৩ শতাংশ নির্ধারণ করেছিলেন। যখন ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত রাজ্য ছিল, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যমত এ রাজ্যেও সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে এস, টি-দের জন্য সাড়ে সাত শতাংশ এবং এস, সি, দের জন্য ১৫ শতাংশ নির্ধারিত ছিল। ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত থাকা কালে যখন এখানকার এস টি, ও এস, সি, দের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল যথাক্রমে সাড়ে সাত শতাংশ এবং ১৫ শতাংশ, তখনকার নিয়োগ করা এস, টি, ও এস, সি কর্মচারী সমেত এখনো পর্যন্ত সরকারী চাকুরীরত যথাক্রমে ২৯ শতাংশ-এবং ১৫ শতাংশ এ পৌঁছুতে সম্ভব হয়নি। ১৯৮১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী, রাজ্য সরকার ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ থেকে এস. সি. দের সংরক্ষণের কোটা ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে।

যাই হোক রাজ্য সরকার বর্তমানে, সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে এস. টি, এস. সি. দের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি কঠোর ভাবে বলবৎ করতে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ করার সময় যাতে ১০০ পয়েন্ট রোস্টার রক্ষা করা হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। টেক্‌নিক্যাল পদের জন্য এস. টি. এস সি. দের মধ্য থেকে যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ার জন্য এবং ডিগ্রী, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলোতে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে, উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকার ফলেই কোটা পূরণের ব্যাপারে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজ্য সরকার প্রতিনিধিত্বের আবশ্যিক স্তরে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। রাজ্য সরকার উপজাতিদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। বোর্ডিং হাউসগুলোতে অতিরিক্ত সীট বাড়িয়েছেন। +২ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক বিষয়গুলো কোচিং ক্লাশের ব্যবস্থা করেছেন। বেকারদের জন্য নিয়োগের ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আগে কোচিং এর ব্যবস্থা করেছেন। শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং এর ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছেন এবং সরকারী চাকুরী পাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার মান ও বয়সের বাধা শিথিলকরণের ব্যবস্থা করেছেন। কোটা পূরণের জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ নিয়োগের মাধ্যমে ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগ-এর বহির্ভূত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সংরক্ষিত শূন্য পদগুলো পূরণের জন্য কৃষি ইত্যাদি দপ্তরের মন্ত্রীকে সভাপতি করে একটি কেবিনেট সাব-কমিটি গঠন করেছেন। উক্ত কেবিনেট সাব-কমিটি ৩য় শ্রেণীর পদ পূরণের জন্য ১৩১২ জন্য তপশিলী উপজাতি প্রার্থী এবং ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ করার জন্য ৬৩৬ জন তপশিলী উপজাতি প্রার্থীর নাম সুপারিশ করেছেন। কেবিনেট সাব-কমিটি ৩য় শ্রেণী পদে নিয়োগ করার জন্য ৮৫১ জন তপশিলী জাতিভুক্ত প্রার্থী এবং ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ করার জন্য ৩৮১ জন তপশিলী জাতিভুক্ত প্রার্থীর নামও সুপারিশ করেছেন। নিয়োগের অর্ডার ইস্যু করার সুপারিশকৃত প্রার্থীদের নাম বিভিন্ন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে এবং বর্তমানে এ বিষয়ে কাজ এগিয়ে চলছে এবং অধিক সংখ্যক ক্ষেত্রে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগের আয়ত্তাধীন পদগুলি পূরণের ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক একই ধরনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই):— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান স্যার, আমি জানি যে, বর্তমান সরকার এস. টি. এবং এস. সি. দের খালি পদ পূরণ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং যথেষ্ট নিয়োগও করেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি ফাইল নাম্বার দিয়েছি। কিন্তু সেই ফাইল নাম্বারের সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের প্রদত্ত উত্তর ঠিক দেওয়া হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে, আমার ফাইল নাম্বার অনুযায়ী উত্তর দেবার জন্য। আমার ফাইল নাম্বার হচ্ছে, মেমো নং এফ-২৯ (১)-জি-এ / ৭৭ (১) ডেট-১৯-১-৭৭ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের স্টান্ডিং অর্ডার, রিপ্রেজেনটেশান অব এস. টি. / এস. সি. ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট অ্যাণ্ড প্রমোশান কোটা ইন অল কেটাগরিস্ এখন পর্যন্ত ফিল্ড আপ না করার ব্যাপারে।

সুতরাং আমার বক্তব্য অনুযায়ী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে বিবৃতি দিয়েছেন তা আমার সাথে সঠিক মিলছে না। এটা সম্পর্কে দপ্তর থেকে খোঁজ খবর নিয়ে সঠিক তথ্য পরিবেশন করবেন বলে আমি আশা করি। এই ফাইল নং অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্য সরকার যে গেজেট নোটিফিকেশান দিয়েছেন, তাতে লেখা আছে যে—It has now been decided by the Government that the percentage of reservations against promotion quota for Sch. Tribes and Sch. Castes candidates should be equivalent to the percentage of reservation in the matter of direct recruitment with immediate effect in respect of all canegories of posts under this Government. এডিশনাল চীফ সেক্রেটারী ১৯৭৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে এই গেজেট নোটিফিকেশান দেন। এখানে ইনক্লুডিং টি, সি, এস, অফিসার গ্রেড ওয়ান প্রমোশানের ক্ষেত্রেও এটা কার্য্যকরী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই সারকুলার অনুযায়ী এখন পর্যান্ত টি. সি. এস গ্রেড ওয়ান প্রমোশানের কোটা ফিলআপ করা হয় নাই। আমি মোটামুটি ভাবে এটা স্টাডি করে দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্টেটমেন্ট অনুযায়ী এই সারকুলারের কোন মিল দেখছি না। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা খতিয়ে দেখবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—স্যার, আমার সরকার রিজারভেশানের ক্ষেত্রে ১০০ পয়েন্ট রোস্টার মেনটেইন করছে। আমি আগেই বলেছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে বিশেষ করে টেকনিক্যাল পোস্টগুলির ক্ষেত্রে আমরা কোয়ালিফাইড ক্যানডিডেট পাচ্ছি না। সেটার জন্য সমস্যা রয়ে গেছে। আর মাননীয় সদস্য মহোদয় যেটা বলেছেন যদি কোথায় কিছু ব্যতিক্রম হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি খতিয়ে দেখব।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— পয়েন্ট ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে দপ্তর থেকে যে স্টেটমেন্ট তৈরী করে দেওয়া হয়েছে—এখানে কেন্দ্র শাসিত কথাটি উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরা যখন ইউনিয়ন টেরিটোরিভুক্ত ছিল তখন এই সারকুলারের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য নেই এবং প্রয়োজন নেই বলে আমি মনে করি। এখানে

বলা হয়েছে যে বহু ফিল আপ করা হয়েছে এবং আমি নিজেও জানি ইঞ্জিনীয়ারিং এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল পোষ্টগুলি ক্যাণ্ডিডেটের অভাবে ফিল আপ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ক্যাণ্ডিডেট থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত পোষ্টগুলিতে প্রমোশান দেওয়া হচ্ছে না বা ফিল আপ করা হচ্ছে না এটা আমি নিজেও জানি। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি আরও মেটেরিয়েলস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট সাবমিট করতে পারি। আমার এই প্রশ্নের সাথে ইউনিয়ন টেরিটোরি থেকে কি হচ্ছে না হচ্ছে বা বর্ত্তমান সরকার কি করছেন না করছেন এর কোন সামঞ্জস্য নেই। বর্ত্তমান জোট সরকার আসার পরে যে সমস্ত কোটা পূরণ করা হয়েছে অতীতে কোন সরকার তা করেননি, বর্ত্তমান জোট সরকার অতীতের সরকারগুলির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পোষ্ট ফিল আপ করেছেন, এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমার নোটিশ অনুসারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দেন নি। কাজেই এ সম্পর্কে আরও ভালভাবে খতিয়ে দেখার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি উনার কাছে যদি কোন তথ্য থাকে আমি উনার সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী আছি এবং মাননীয় সদস্য যদি সেই তথ্য কেবিনেট সাব-কমিটিতে দিতে পারেন তারাও সেটা খতিয়ে দেখবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— গত ৩০-৭-৯০ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

"বিগত ৮-৭-৯০ইং এ.ডি.সি নির্বাচনের প্রাক্কালে ধর্মনগর মহকুমায় একটি জীপ গাড়ী থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও সেই জীপ গাড়ী সহ কতিপয় দুষ্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার সম্পর্কে"।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—"বিগত ৮.৭.৯০ইং এ.ডি.সি নির্বাচনের প্রাক্কালে ধর্মনগর মহকুমায় একটি জীপ গাড়ী থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও সেই জীপগাড়ীসহ কতিপয় দুষ্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার সম্পর্কে"।

বিগত ৮.৭.৯০ইং ভোর ৪-৩০ মিঃ সময় উত্তর ত্রিপুরা এলাকাধীন দামছড়া থানার নিতাইনগর সাকিনে পুলিশ একটি জীপ গাড়ী যাহার নম্বর—টি, আর, টি ৬২৫ সন্দেহমূলকভাবে আটক করে এবং ঐ গাড়ী হইতে একটি দেশী তৈরী পিস্তল, কিছু সংখ্যক ছুড়ি (ভোজার) এবং অন্যান্য অস্ত্র উদ্ধার করেন। পুলিশ ঐ জীপ গাড়ী হইতে ১৩ জন সি, পি, আই (এম) সমর্থক লোককে ধৃত করেন এবং মাননীয় আদালতে চালান দেন। উক্ত ব্যাপারে ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮ | ১৪৯ | ৫০৬ | ১৮৮ | ১০৯ | ৩০৭ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (১) (ক) ধারায় দামছড়া থানায় একটি মামলা নথীভুক্ত করা হয়। তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে ধৃত ব্যক্তিগণ গণ্ডগোলের উদ্দেশ্যে ঐসব অস্ত্র নিয়ে চলিতেছিল। ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীরসিকলাল রায় :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সমর চৌধুরী মহাশয় সেই দিন সেই সময়ে এর কিছুক্ষণ পূর্বে দশদা থেকে কাঞ্চনবাড়ী থেকে উনার জীপ গাড়ীতে উনি আসছিলেন। সেখানে রাস্তায় কংগ্রেস (আই) কর্মী পীযূষ দেবনাথকে দেখে উনার গাড়ীর পেছন থেকে একটা তাজা বোমা নিক্ষেপ করা হয়, তাতে পীযূষ দেবনাথ মারাত্মক ভাবে আহত হয় এবং আজ পর্যান্ত সে জি. বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। এরপর উনার গাড়ী পাশ হয়ে যাবার পরে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা যে, উনার গাড়ী থেকে আর একটা বোমা রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল. উনার গাড়ী চলে যাওয়ার পর ঐ বোমাটি জনসাধারণ দেখতে পেয়ে ওটাকে তুলে ফেলেছিল, ওটা বিকট আওয়াজে ব্রাষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেখানে সাতনালা ভোট সেন্টার কাছে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল সাতনালা ভোট সেন্টারের কাছে সেখানকার সি. পি. এম কর্মীরা সেখানে একটা অত্যাচার শুরু করেছিল যার জন্য প্রিসাইডিং অফিসার সহ অন্যান্য কর্মচারী তাদের ভোট বাকস্ নিয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে বসেছিল, পরে পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানেন কি যে, সেখানে প্রিসাইডিং অফিসার সহ গাড়ীতে উঠার সাথে সাথে স্থানীয় লোক-দের সাথে সি. পি. এম কর্মীদের সাথে তুমুল খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তখন গ্রামের লোকেরা পুলিশকে খবর দিয়ে সেখানে তদন্ত করে এক বৃদ্ধ লোকের বাড়ীতে টিনের ঘর স্কুলের পাশে সেখানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সি. পি. এম. এম কর্মীরা সুসজ্জিত ছিল। বাড়ীর মালিক জনসাধারণকে জানিয়ে দেয় যে আমি নিরুপায়, উপায় নেই, আমাকে সি. পি. এম কর্মীরা মারাত্মক ভাবে আঘাত আনতে শুরু করেছে, আমি ঐ বাড়ীতে যদি তাদের থাকতে না দেই তার জন্য জনসাধারণ পুলিশকে খবর দিয়ে ঐ বাড়ী থেকে তাজা বোমা ১৫টি, লাঠি, দা এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এর আগে নির্বাচনের সময়ে সন্ত্রাসের যে তথ্য দিয়েছি তার সাথে মাননীয় সদস্য যেটা উল্লেখ করেছেন সেটা কাভার করবে। তবে যে কলিং এটেনশান সেখানে এই তথ্য নেই। এই ব্যাপারে তদন্ত চলছে। মাননীয় সদস্য তদন্তকারী অফিসারের নিকট এই তথ্য দিতে পারেন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার, যেইটি আর টি ৬২৫ নাম্বার জীপ গাড়ীটি আটক করা হয়েছে তাতে এই ১৩জন ছাড়াও সি পি আই এমের বিধায়ক ফৈয়জুর রহমানও ছিলেন এবং পুলিশ আসছে দেখে তিনি পালিয়ে গেছেন, এই খবরটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না। আবার এই জীপ গাড়ীটির মালিকও আমাদের স্পীকার মহোদয়ের এলাকার, তিনি একজন বটুর সি পি আই (এম)-এর কর্মী এবং এই গাড়ীটি সি পি আই এম দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র পাচারের জন্য সব সময় দিয়ে থাকেন এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং এইটা শুধু ধর্মনগরেই নয় বিভিন্ন জায়গায় সামুকছড়া, শুকতলী, দক্ষিণ ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরায় যে সন্ত্রাস করেছে এবং করার চেষ্টা করেছিল ভোটের সময় সেই সমস্ত ঘটনাগুলির সঙ্গে সি পি আই এমের কর্মীরা জড়িত আছে, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং সত্য হলে এইটা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবেন কি না?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার আমি এর আগে মাননীয় সদস্য মহোদয়েদের সামনে দিয়েছিলাম নির্বাচনের সময় সন্ত্রাসের সম্পর্কে, নির্বাচন সংক্রান্ত যে সমস্ত সন্ত্রাস, যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড, যে সমস্ত ভায়লেন্সের, সেখানে সমস্ত কিছুর উত্তর আমি দিয়েছি। কাজেই এখানে বর্তমানে যেটা যে সেখানে ফৈয়জুর রহমান ছিলেন কি না সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্যকে বলছি তদন্তকারী পুলিশের নিকট সেই তথ্যগুলি দিতে পারেন, দিলে পুলিশ তদন্ত করে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় চীফ হুইপ এখানে যে নোটিশ দিয়েছেন এইটা অত্যন্ত দুঃখজনক, তিনি অভিযোগ করেছেন যে এই জীপ গাড়ীতে করে দুষ্কৃতকারীরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করে এবং সেই গাড়ীতে বর্তমান বিধায়কও ছিলেন, এইটা যদি সত্য হয় তাহলে বিধায়ক হয়ে তিনি যে শপথবাক্য পাঠ করেছেন বিধানসভার মধ্যে এইটাই কি তার পরিণাম? আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে জানতে চাই এবং মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের কাছ থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্রর সহিত এই জীপ গাড়ীতে যদি বর্তমান বিধায়ক থেকে থাকেন, যে কোন বিধায়কই যদি থাকেন তাহলে এইটার গণতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে কিনা এবং যদি তাই হয় তাহলে তারা দেশের শত্রু কেন হবেন না এইটা সম্পর্কে আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের রুলিং জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান করতে পারেন মিনিস্টার জবাব দেবেন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশানই হচ্ছে স্যার, কিন্তু এখানে আবার চীফ হুইপ অভিযোগ করেছেন এবং কলিং এটেনশান নোটিশ দিয়েছেন এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দিয়েছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে উনি আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করেছেন কিনা। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এইটা বিধায়করা করতে পারেন কি না?

মিঃ স্পীকার :—আমার বিশ্বাস কোন সদস্যই সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত থাকবেন না, বা ছিলেন না। যদি কেউ থেকে থাকেন তবে সেটা দুর্ভাগ্যজনক এবং সেটা প্রমাণ সাপেক্ষে, সেটা সরকার ইনকোয়ারী করে দেখবেন ইনভেসটিগেশন করে দেখবেন। আমার বিশ্বাস কোন সদস্য অন্তত বোমা বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি এবং হবেনও না। আর যদি হয়ে থাকেন তাহলে সেটা দুঃখজনক এবং হয়েছেন কিনা সেটা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ক্ল্যারিফিকেশান হল এইটুকু যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা নিশ্চয়ই গত দিন তাদের বিজিনেস পেয়েছেন এবং ওনারা দেখেছেন যে সোনামুড়া, কিল্লা, কলমচৌড়, ধর্মনগর প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গার যে কলিং এটেনশান ও রেফারেন্স এসেছে, তাতে ওনাদের সক্রীয় ও দায়ীয় যে দুষ্কৃতকারীরা তারা এখানে জড়িত এবং আসামী, কাজেই সব কিছুর জবাব ওনারা দিতে পারবেন না বলেই আজকে হাউস ত্যাগ করেছেন এইটা সত্য কি না এবং মাননীয় চীফমিনিস্টার এই ব্যাপারে কোন বক্তব্য রাখবেন কি না?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, যাদের গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে তারা এইটা করতে পারেন না এবং নিশ্চয়ই এই হাউসে এসে তাদের বক্তব্য রাখতে পারেন, তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন—সে স্বাধীনতা তাদের রয়ে গেছে এবং আমি মনে করি তারা তাদের এই কাজের দ্বারা জনসাধারণকে বঞ্চিতই করেছেন এবং এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বিপরীত এবং গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা (পেচারথল) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে এই জেলা পরিষদের নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগে থেকেই এইখানে সি, পি, আই (এম) এর সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকার দায়িত্ব নিয়ে নির্বাচন কার্য্য পরিচালনা করার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। এবং সেখানে যাওয়ার পর আমাদের যারা কংগ্রেস-আই কর্মীরা রয়েছে তাদের সি, পি, এম, কর্মীরা ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে। তারপর ঠিক নির্বাচনের আগের দিন গাড়ী বোঝাই করে, ট্রাকের পর ট্রাক বোঝাই করে যেমন কাঞ্চনপুরে সি, পি, এম, গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনি দামছড়াতেও একইভাবে ফয়জুর রহমান এর নেতৃত্বে গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে গিয়ে সেখানে আমাদের কয়েকটি বুথ পিপলাছড়া এবং তুংসারাই পাড়া দখল করেছেন। যারজন্যে আমরা সেখানে ভোট পাইনি। ঠিক তেমনিভাবে সমর বাবু বণীরাম পাড়া, রাইমনি পাড়া এই সব বুথে তাদের গুণ্ডা বাহিনী দিয়ে আমাদের কর্মী এবং সমর্থকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের ভোট দিতে দেয়নি। যদি তারা সেখানে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতো তাহলে আমরা দামছড়া কনস্টিটিউয়েন্সী আমাদের দখলে চলে আসত। আর জম্পুইতে বিদায়ী সদস্য কাইলুইয়া উনি কি করেছেন? উনি এক কেন্টার গাড়ী বোঝাই করে গুণ্ডা বাহিনী নিয়ে গিয়ে সেখানে আমাদের কর্মী এবং সমর্থকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের ভোট দিতে দেয়নি। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে নির্বাচনে সন্ত্রাস সম্পর্কে যে কলিং এটেনশন এসেছে তাতে আমি সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়েছি এবং এই সন্ত্রাসমূলক কাজ ওরা করেছে পরিকল্পিতভাবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান বিরোধী দল নেতা তিনি প্রকাশ্যে উস্কানী দিয়েছেন। তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন তাদের সমর্থকদের বলেছেন যে, তোমরা অস্ত্র হাতে নাও। বিরোধী দলের উপ-নেতা দলের সম্পাদক তিনি শুধু উস্কানিই দেননি সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রেখেছেন, সাম্প্রদায়িক উস্কানিও দিয়েছেন এবং এই গুলি শুধু তাদের বক্তব্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি— সেগুলি পরিকল্পিত রূপ নিয়েছে এবং যে সমস্ত আক্রমণ ওরা সংঘটিত করেছে সে সমস্তগুলির নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের দলের নেতারাই। সেইভাবে একজনকে ওরা এক এক সেক্টারের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং সমর বাবুও সে অনুসারে এক সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং এই সমস্ত ঘটনাই তারা তাদের দলের নেতার নির্দেশে করেছে।

কিন্তু কেন তারা সেটা করেছে? কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে, তাদের দিনের বিগত দশ বছরের শাসনকালে তাদের যে ট্রাইবেল বেইসু ছিল সে বেইসু থেকে তারা সরে গেছে। তারা বুঝতে

পেরেছে যে, তারা গরীব মানুষের কথা বলেছে, মেহনতী মানুষের কথা বলেছে, গরম গরম বক্তৃতা রেখেছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু কার্যতঃ তাদের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্ব কোন দিকে, জ্যোতিবাবু কোন দিকে? মুখে বলেছে গরীবের কথা, কিন্তু তারা সহায়তা করেছে সাম্রাজ্যবাদকে, তারা কার্যকলাপে সহায়তা করেছে পুঁজিবাদকে। প্রতিক্রিয়াশীলদের হয়ে তারা কাজ করছে। পশ্চিমবাংলায় আমরা দেখেছি যে, সেখানে জনগণের প্রতি তাদের কোন আস্থা নেই। সেটা দেখা গিয়েছে কলকাতার বিভিন্ন নির্বাচনের সময়। যেমন পৌরসভা, কর্পোরেশন ইত্যাদি নির্বাচনে। তারা জানতে পেরেছেন যে জনগণ তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে। তাই আজকে তারা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। মেয়েদের উপর অত্যাচার করে দেখাচ্ছেন। প্রকাশ্যভাবে তারা মেয়েদের শ্লীলতাহানী ও পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে। আর এব্যাপারে জ্যোতিবাবুর মত নেতারা বলে থাকেন যে, এগুলি নাকি হয়েই থাকে। বাইরে যতই বক্তৃতা দিক না কেন, নিপীড়িত ও মেহনতী মানুষের সমর্থন আর তাদের প্রতি নেই। সে জন্য তারা সন্ত্রাসের পথ নিচ্ছে। দেওয়ালের লিখন পড়তে পারেন। পিতৃভূমি, মাতৃভূমি যাই হোক না কেন সেখানে কি হচ্ছে? সেটা ইতিহাস ক্ষমা করবে না। সেটার প্রমাণ দিয়েছে এ, ডি, সি'র নির্বাচনে। কারণ যখন জনসমর্থন হারায় তখন যে কোন শক্তি মরিয়া হয়ে সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়। সুতরাং এটা পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। এ ডি সি'র জনগণ উত্তীর্ণ হয়েছেন, আর তারা পরাজিত হয়েছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—নাউ হাউস ইজ এডজর্ন টিল টু পি, এম।

AFTER RECESS AT 2·00 P.M.

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"ত্রিপুরা রাজ্যে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কতটুকু অগ্রসর হয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের নিকট কোন রিপোর্ট পাঠিয়েছেন কিনা সেই সম্পর্কে"।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, "ত্রিপুরা রাজ্যে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কতটুকু অগ্রসর হয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের নিকট কোন রিপোর্ট পাঠিয়েছেন কিনা, সেই সম্পর্কে"।

বর্তমানে রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২৩-১১-৮৯ ইং তারিখের এক বিজ্ঞপ্তিমূলে ত্রিপুরায় বসবাসরত অন্যান্য পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের সমস্যাবলী খতিয়ে দেখার জন্য এবং তাদের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ করার জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছেন।

এই কমিটি ৩০-১২-৮৯ ইং তারিখে রাজ্য সরকারের নিকট একটি মধ্যবর্তীকালীন রিপোর্ট দাখিল করেছেন। পরবর্তী সময়ে কমিটির সুপারিশক্রমে উক্ত কমিটির টার্মস অব্ রেফারেন্স-এর আংশিক পরিবর্তনক্রমে রাজ্য সরকারের ১৫-৬-৯০ ইং তারিখের বিজ্ঞপ্তিমূলে সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদের চিহ্নিত করে তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি বিস্তারিত পর্যালোচনাক্রমে এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের সহমত অতি সত্বরই কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— (মোহনপুর) : পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশন স্যার, এই মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে থেকে নয়, মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার যখন ছিলেন, সেই সরকারের আমলেও আমরা অনেক আন্দোলন করেছি। আজকে আমাদের এই রাজ্য সরকার আমরা যারা ক্ষমতায় আছি কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ-জে, এস সরকার, আমরা আন্দোলন করেছিলাম, কিন্তু আজকে এই সরকার জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা এই রাজ্যে ঋণ মেলা দিতে পেরেছি, আমরা এই রাজ্যে আইন শৃংখলা আয়ত্বে আনতে পেরেছি, অগ্রগতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে কিন্তু এই মণ্ডল কমিশনের রিপোট যে কার্য্যকরী করা হবে যা আমরা ইস্তাহারে দিয়েছিলাম। কেন দ্রুতগতিতে এখন পর্যান্ত কার্যকরী করা হল না সেখানে কোথায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সদস্য যা বলেছেন আমাদের রাজ্য সরকার এই সমস্যাবলী খতিয়ে দেখার জন্য এবং তার সমস্যা-সমাধানের জন্য খুবই যত্নবান এবং আমরা এই জন্যই ১২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি আমরা করেছি, সেই কমিটিতে মাননীয় বিধায়কও একজন সদস্য। কাজেই উনাদের সেই মধ্যকালীন রিপোর্ট এর ভিত্তিতেই আমরা কিছু অগ্রসর হয়েছি। পরবর্তী চুড়ান্ত রিপোট, যে রিপোর্ট পাওয়ার পরই আমরা আরও অগ্রসর হয়ে এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আমরা এগিয়ে যাব।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে কমিটির কথা বলেছেন, সেটার সম্পর্কে আমরা জানি যে বিভিন্ন রাজ্য সরকার থেকে এই সম্প্রদায়গুলির জন্য কি কি ব্যবস্থা

গ্রহণ করেছেন, সেগুলি সংগ্রহ করে আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা, হয়েছে। কাজেই এ' কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সেটার মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে কিনা তা আমার জানা নাই। অথবা সেই পুরানো কমিটির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকার কোন এ্যাপ্রুভল দিয়েছেন কিনা, এটাও আমার জানা নাই। যা হউক, মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কাছে যে মতামত চেয়ে পাঠিয়েছেন, সেই সম্পর্কে রাজ্য সরকার কোন প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, রাজ্য সরকার এই সম্পর্কে যে কমিটি গঠন করেছেন, তার চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার পরই আমরা যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় অবগত আছেন যে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য আমাদের এই রাজ্যের পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন অনেক দিন যাবত দিন গুণে আসছেন। কাজেই এই সম্প্রদায়গুলির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের রাজ্য সরকার থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সভাকে অবহিত করবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের লোক রয়েছেন, তাদের উন্নতিকল্পে রাজ্য সরকার যে কমিটি গঠন করেছিলেন, তারা ইতিমধ্যে একটা ইন্টারিম রিপোর্ট দিয়েছেন। তাছাড়া, সেই কমিটি এই রাজ্যের ২৬টি সম্প্রদায়কে ও. বি, সি ভুক্ত গোষ্টি বলে ঘোষণা করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন এবং সরকার তাদের সেই সুপারিশ অনুযায়ী ২৬ টি সম্প্রদায়কে ও, বি, সি গোষ্টিভুক্ত বলে ঘোষণাও করেছেন। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে যতদিন কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা না নিচ্ছেন, ততদিন আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষেও কোন রকমের ব্যবস্থা নেওয়ার অনেকগুলি অসুবিধা রয়েছে, সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা আমাদের এই রাজ্যের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা। তবুও আমরা ৯ম অর্থ কমিশনের কাছে এই ও. বি. সি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের বিভিন্ন দাবী মিটানোর উদ্দেশ্যে অর্থ এবং সংস্থান করার অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু কমিশন আমাদের সেই অনুরোধে কর্ণপাত করেন নি। এছাড়া প্লেনিং কমিশনের কাছেও আমরা এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ করার দাবী করেছিলাম, কিন্তু আমাদের সেই দাবীও নস্যাত করে দেওয়া হয়। তা সত্বেও আমরা স্টেট প্লেনিং থেকে এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করে

চলেছি। কাজেই, আমাদের রাজ্য সরকার থেকে যা কিছু করণীয়, আমরা সেটা করার চেষ্টা করছি। আর চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের জন্য আর কি কি করা যায়, সেটাও আমরা বিবেচনা করে দেখতে রাজি আছি।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেন নি, কিন্তু আমরা জানি যে ভারতবর্ষে যে সব রাজ্য সরকার আছে, তাদের অধিকাংশই এই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলির জন্য ১৫/৪ এবং ১৬/৪ মোতাবেক ইতিমধ্যে অনেকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছেন। তারা এই সম্প্রদায়গুলির শিক্ষা ও আর্থিক দিক থেকে অনেকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছেন। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার কিছু না করলেও বিভিন্ন রাজ্য সরকার সেগুলি করে চলেছেন। এখানে মাননীয় মন্ত্রী অবশ্য বলেছেন যে স্টেট প্লেনে এদের জন্য ৪০ লক্ষ টাকার একটা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, কিন্তু এই টাকা কিভাবে এই পশ্চাদপদ লোকদের উন্নতির জন্য খরচ করা হবে, তার কোন রূপ রেখা আমরা এখন পর্যন্ত জানি না। কাজেই মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে আমাদের কিছু অবহিত করবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই ব্যাপারে যে কমিটি আছে, সেটা যে রকম সিদ্ধান্ত দেবেন, আমাদের রাজ্য সরকার সেই ভাবেই কাজ করবেন। তারা ইতিমধ্যে যে ২৬টি সম্প্রদায়কে ও, বি, সি ভুক্ত করতে সুপারিশ করেছিলেন, সরকার তাদের সুপারিশ অনুযায়ী সেটাই করেছেন। এখনও কমিটি তাদের ফাইন্যাল রিপোর্ট দেন নি, সেই রিপোর্ট দিলেই রাজ্য সরকার তার সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে যা করতে পারে, তাই করার চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে একটি বিবৃতি মাননীয় সদস্য শ্রীদীবা চন্দ্র রাংখল মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—

ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসনের Recruitment and Promotion Board এ উপজাতি সম্প্রদায় থেকে কোন সদস্য না থাকার বিষয় এবং T, S, R, Ist BN. 2nd Bn. এর মধ্যে N/K H/C থেকে শুরু করে upto Commandant & ex-Commandant ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসন থেকে না নিয়ে বহিঃরাজ্য অথবা অন্যান্য organoisation এর অবসর প্রাপ্ত অফিসারদের এনে T.S.R reappointment দেওয়ার বিষয়-বস্তু সম্পর্কে।

CALLING ATTENTION

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসনের নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য যে বোর্ড গঠন করা হয় তাহাতে উপজাতি সম্প্রদায় থেকে কোন সদস্য না থাকার বিষয়টি সত্য নহে। ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসনে নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যাপারে গঠিত বোর্ড এ উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে মনোনীত একজন প্রতিনিধি রাখার সংস্থান আছে। টি. এস. আর একটি আধা সামরিক বাহিনী এবং এই বাহিনীর একটি নিজস্ব নিয়োগ নিয়মাবলী আছে। যেহেতু টি. এস. আর বাহিনী একটি নূতন সংস্থা সেই হেতু সুপারভাইজারী পদে নিয়োগ বা পদোন্নতির বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য কোন যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী বর্তমানে এই বাহিনীতে নাই। সেই জন্য বর্তমানে সুপারভাইজারী পদগুলি পূরণ করার জন্য বহিরাগত বি, এস, এফ/সি, আর, পি, এফ/আসাম রাইফেলস ইত্যাদি বহিরাগত সংস্থাগুলি হইতে যোগ্যতা সম্পন্ন চাকুরীরত ও চাকুরী হইতে অবসর প্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করা হইতেছে। পরবর্তী সময়ে এই বাহিনী থেকেই যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের মধ্যে থেকে সুপারভাইজারী পদগুলিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি দেওয়া হইবে। নায়েব পদগুলির জন্য স্থানীয় ভাবে নিয়োগ করা হইতেছে। ত্রিপুরা পুলিশের মধ্যে থেকে যোগ্যতা সম্পন্ন ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ইতিমধ্যে টি. এস. আর বাহিনীতে নিয়োগ করা হয়েছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসনের রিক্রুইটমেন্ট অ্যাণ্ড প্রোমোশন বোর্ড এ উপজাতি সম্প্রদায় থেকে সদস্য রাখার সংস্থান আছে। যদি থেকে থাকে তাহলে কি রকম অ্যাকটিভিটিজ আছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন। এই টি, এস, আর সম্পর্কে আমরা প্রথমে শুনেছি ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ন এবং সেকেন্ড ব্যাটেলিয়ন থেকে নেওয়া হবে ডেপুটি কমাণ্ডেন্ট পর্যন্ত। বি. এস. এফ থেকেও নেওয়া হবে। কিন্তু মেজর পোর্শন বি. এস. এফ এর অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে রিঅ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে।

যে সমস্ত অফিসার, নায়েক, হাবিলদার থেকে শুরু করে ডেপুটি কম্যাণ্ডেণ্ট, কম্যাণ্ডেন্ট পর্যন্ত সবাইকে বি. এস. এফ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এই গুলি সবই অবসরপ্রাপ্ত এবং এদেরকে রি এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আমি এখানে জানতে চাই, মেজর পোরশন কেন বি. এ . এফ. থেকে নেওয়া হল? পুলিশ প্রশাসন থেকে কেন প্রমোশান দেওয়া হল না? এই যে দেওয়া হল না, এর জন্য কি টি. এস. আর. রিক্রুটমেন্ট রুলসের কোন আপত্তি ছিল? আমার এখানে ৬/৭টি নাম আছে যার এগুলিই বি. এস. এফ. থেকে নেওয়া হয়েছে। এর কারণ কি তা কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাকে জানাবেন?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আমার বিবৃতিতে বলেছি, টি. এস. আর হচ্ছে আধা সামরিক বাহিনী, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গড়ে না উঠবে,

যোগ্যতাসম্পন্ন অফিসার পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বাইরে থেকে আনছি। প্যারা মিলিটারী থেকে এনেছি। রাজ্য সরকারের যেসব পুলিশ অফিসার আছেন তারা যেহেতু পুলিশ সেইহেতু তাদের সেই ধরণের অভিজ্ঞতা নেই। যেহেতু টি. এস. আর প্যারা মিলিটারী সেহেতু বাইরে থেকে আনা হয়েছে। তবে, ল্যান্স নায়েক সম্পর্কে বলছি, ধীরে ধীরে আমরা লোকাল নিচ্ছি। টি. পি. এস. থেকে কিছু কিছু অফিসার নিচ্ছি। আর বাইরে থেকে যা নেওয়া হচ্ছে, তা একেবারেই সাময়িক' যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিজস্ব বাহিনী গড়ে না উঠছে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্তই।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে যা বলেছেন তা স্বীকার করে নিয়েও আমি বলতে চাই যে, টি. এস. আর অর্গানাইজেশান কখন স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে তা ত বলা যায় না, সে জন্য আমি বলতে চাই, আমার জানা মতে ৩ জন অ্যাসিসটেন্ট কমান্ডেন্ট নেওয়া হয়েছে রি-এ্যাপয়েন্টমেন্ট হবেওয়ালা। এরা সবাই বি, এস, এফ এর লোক। এরা তো আমাদের পুলিশ প্রশাসন থেকেও হতে পারে? এটাই আমি বলছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কোন ইণ্ডাস্ট্রি নেই, কোন ফ্যাক্টরী নেই চাকুরীই একমাত্র রোজগারের বেইস। কাজেই এই অবস্থায় তাদের কিছু সুযোগ যদি আমরা দিতে পারি, তাহলে ভাল হয়। এই জন্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, বিষয়টি এই দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে দেখার জন্য সবই নেওয়াহচ্ছে, বি. এস. এফ থেকে কেন এটাই আমার জিজ্ঞাসা? সি. আর. পি থেকে কোন লোক নেওয়া হয়নি কেন? এইগুলি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক নিয়ম শৃংখলার মধ্যে পড়ে কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে আমি আগেই বলেছি, এটা প্যারা মিলিটারী। প্যারা মিলিটারী ঠিকই। আমি যা সি. আর. পি. এফ থেকে আমরা চেয়েছিলম কিন্তু তারা আসতে চায় না। কারণ, তারা মনে করে বেটার ফেসিলিটিস সেখানেই রয়ে গেছে। এখানে আমরা তাদের বেটার ফেসিলিটিস দিতে পারছি না। আমি আগেই বলেছি এটা প্যারা মিলিটারী, কাজেই প্যারা মিলিটারী থেকে আনা বাঞ্ছনীয়। তবে আমরা স্থানীয়দের স্বার্থও দেখছি। বাইরে থেকে কিছু অফিসার আনা হয়েছিল তাদের আমরা রিপ্যাট্রিয়েট করে দিচ্ছি। যেমন ইতিমধ্যে ডি. আই. জি, কে. কে. দাসকে আমরা দিয়েছি। ধীরে ধীরে নিজস্ব অফিসার দিয়ে আমরা সেটা করতে চাই। একটা সময় আমাদের টি. এস. আর থেকে নিজস্ব সুপারভাইজরী অফিসার গড়ে উঠুক সেটাই আমরা চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

CALLING ATTENTION

"বিলোনীয়া মহকুমার শান্তিরবাজার থানাধীন উত্তর তাকমা গ্রামের জগদীশ মজুমদার ও অনিল মিত্রের বাড়ীতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সি. পি. এম সমর্থকরা ৯.৭.৯০ ইং দুপুর এক ঘটিকায় হামলা চালানোর ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ৯. ৭. ৯০ইং তারিখ বেলা অনুমান ১০-৩০ মিঃ এর সময় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার থানাধীন উত্তর তাকমা নিবাসী শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্তের বাড়ীতে শ্রীমানিক দত্তের নেতৃত্বে ১৭ জন দুষ্কৃতকারী দা, লাঠি ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করে এবং বাড়ীর কিছু জিনিষ পত্র, যথা বাসনপত্র, কাপড়চোপড় ইত্যাদি নষ্ট করে এবং সোনার অলংকার ও নগদ টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়। তারপর এই দুষ্কৃতকারীদের দলটি ঐ গ্রামেরই শ্রীজগদীশ মজুমদার এবং শ্রীবাদল ঘোষের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং বাড়ীর জিনিষপত্রের ক্ষতিসাধন করে।

উপরোক্ত ঘটনাটি উত্তর তাকমা গ্রামে শ্রীমতী জ্যোৎস্না রাণী দত্তের অভিযোগ মূলে শান্তিরবাজার থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৪৩/১৪৯/৪৪৮/৪২৯/৪২৭/৩২৫/৩৪০ ধারায় মোকদ্দমা নং ২/(৭)/৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্ত কালে পুলিশ উপরোক্ত ঘটনায় জড়িত সন্দেহে সর্বশ্রী প্রদীপ দত্ত, মিলন বৈদ্য, সুরপদ নোয়াতিয়া এবং আরও ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনাটির তদন্তকার্য অব্যাহত আছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, শ্রীঅনিল মিত্রের বাড়ীতে কোনরূপ হামলা হয়েছে বলে কোন খবর প্রাথমিক রিপোর্টে পাওয়া যায় নাই। তবে মাননীয় বিধায়কের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশে শ্রীঅনিল মিত্রের বাড়ীতে হামলার ব্যাপারে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মহোদয়ের নিকট বিস্তারিত বিবরণ চাওয়া হয়েছে।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, পত্তিছড়ি ড্রপ গেইটের কাছে মাত্র ৩/৪ টা বাড়ীতে সুনির্দিষ্ট ভাবে এ, ডি, সি ইলেকশনের পরের দিন অর্থাৎ ৯.৭.৯০ইং তারিখে সি, পি, আই (এম) এর ১৮ জনের নামে এফ, আই, আর করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায় ৭জনকে এরেষ্ট করা হয়েছিল। বাকীদের কবে এরেষ্ট করা হবে বা আদৌ এরেষ্ট করা হবে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা? আর ইলেকশনের দিন প্রায় ৭০/৮০ জনের একটা গ্রুফ, এরা সবাই সি, পি, এম সমর্থক বাঁশ বাগানের আমাদের প্রায় ১৫০ জন ভোটারকে

রামদা, হাতে তৈরী বন্দুক, বোমা ইত্যাদি নিয়ে তাড়িয়ে দেয়। যার ফলে ঐ কেন্দ্রে আমাদের ভোট কম পড়ে। ওদের অত্যাচার সেদিনই থেমে থাকেনি, ইলেকশানের পরের দিন ৯-৭-৯০ইং তারিখে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বাড়ীতে তারা আক্রমণ করে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি যারা রাজনীতি করেন সেই অনিল মিত্র, জগদীশ মিত্রের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক শত্রুতা থাকতে পারে। কিন্তু তাদের বাড়ীর হাঁস, মুরগী, ছাগল, নারিকেল গাছ, কলাগাছ এগুলি কি শত্রুতা করলো? বাদল চৌধুরী মহোদয়ের প্রত্যক্ষ মদতে ঐ বাড়ীর ৬টা ছাগল, ৯টা হাঁস নিয়ে গেছে। একটা মুরুর বাচ্চাও পাওয়া যায় না।

স্যার, তিন বাড়ীতে নারকেল গাছ ৫/৬টা ছিল সবগুলি তুলে ফেলা হয়েছে। সমস্ত কলাগাছ তুলে ফেলা হয়েছে। কুয়ার যে নিকৃষ্ট ধরণের বালতি ছিল সেই বালতিও দা দিয়ে কুপিয়ে নষ্ট করা হয়েছে। স্যার, আমরা যে ১৮ জনের নামে এফ-আই-আর করেছিলাম তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— স্যার, মামলাটা তদন্ত চলছে। মাননীয় সদস্য তদন্তকারী অফিসারের নিকট সমস্ত তথ্য দিতে পারেন। ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আরও আসামী যারা রয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ব্যবস্থা নিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা পুলিশ করবে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই)ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এই সমস্ত আসামীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। আমি এখানে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে কিছু দিন আগে এ, ডি, সি নির্বাচনের আগে বিরোধী নেতা নৃপেন বাবু কোন এক পত্রিকায় ঘোষণা করেছিলেন যে নির্বাচনের কাজের জন্য যে যুবকরা পতাকা নিয়ে বেড়িয়েছিল তারা আর ঘরে ফিরবে না তার মানে তাঁরা সীজ ফায়ার করেননি, সরকারকে হুঁশিয়ার করেছেন। তাঁর কারণেই এই সমস্ত খুন খারাপী হচ্ছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কোন তথ্য আছে কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— স্যার, মাননীয় বিরোধী নেতা নিশ্চয়ই এইগুলি বুঝতে পারছেন এবং পারবেন। তিনি দেওয়াল লিখন পড়বেন এবং নিশ্চয়ই তাঁর সুমতি হবে।

মিঃ স্পীকারঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীগৌতম দাস মহাশয়কে এই সভার হাজির করা।

আমি মার্শালকে নির্দেশ দিচ্ছি শ্রীগৌতম দাস মহাশয়কে "বারে" হাজির করানোর জন্য।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৩১. ৭. ৯০ইং তারিখ আমি ডেইলী দেশের কথার সম্পাদক শ্রীগৌতম দাসকে একটা সমন পাঠিয়েছিলাম আজ ২টা ৩০ মিনিটের সময় তিনি বিধানসভায় উপস্থিত হয়ে ভৎর্সনা (রিপ্রিমেন্ট) গ্রহণ করার জন্য। তিনি ঐ দিনই ঐ সমনটা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও তিনি আজ সভায় উপস্থিত হন নাই। অতএব, এ ব্যাপারে আমি হাউসের মতামত চাইছি।

NOTICE OF BREACH OF PRIVILEGES

শ্রীঅমল মল্লিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৩১. ৭. ৯০ইং তারিখে আপনি ডেইলী দেশের কথার সম্পাদক শ্রীগৌতম দাসকে একটা সমন পাঠিয়েছিলেন আজ ২টা ৩০ মিনিটের সময় বিধানসভায় উপস্থিত হয়ে ভৎসর্না (রিপ্রিমেণ্ড) গ্রহণ করার জন্য। তিনি ঐদিনই ঐ সমনটা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আজ সভায় উপস্থিত হন নাই। অতএব, এই ব্যাপারে আমি হাউসের সামনে একটা রিজিউলিউশান উপস্থিত করছি।

রিজিউলিউশানটি হলো :—

WHEREAS Shri Gautam Das, Editor, Daily Desher Katha, did not appear before the House in obedience to the summons requiring him to appear in person in the Bar of the House for receiving repremand, this House resolved that Shri Gautam Das has again committed contempt of the House and further course of action in this regard against Shri Das be made by the House in the next Session of the Assembly as this is the last day of present Session "

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিউশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।

রিজিউলিউশানটি হলো :—

"WHEREAS Shri Gautam Das, Editor, Daily Dasher Katha, did not appear before the House in obedience to the summons requiring him to appear in person in the Bar of the House for receiving repremand, this House resolved that Shri Gautam Das has again committed contempt of the House and further course of action in this regard against Shri Das be made by the House in the next Session of the Assembly as this is the last day of present Session."

অতএব, রিজিউলিউশানটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, I have received a notice of alleged question of breach of Privileges from Shri Sushil Kumar Chakma, M. L. A. against Shri Badal Choudhury, M. L. A. The subject matter is that Shri Badal Choudhury in the House on 31.7.1990 tore the Report of Inquiry by S. M. Ali Commission of inquiry into the violenc and killings at Birchandramanu on 12.10.1988 and the Memorandum of the Action taken on the Report and threw those directing towards the Ministers inside the House while the House was in Session. Sooh such act is beyond the decorum and diccipline of the House

and also a case of gross Breach of Privileges and contempt of the House.

I have referred tha said alloeged breach of Privilege case to the Committee on Privileges under Rule 193 of the Rules of Procedure and Conduct of Business for examination, investigatiod and report to the House.

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

(LAYING OF ANNUAL REPORT)

Mr. Speaker : Now the question before the House is " Laying of the 14th Report of the Tripura Public Service Commission for the period from April, 1985 to March, 31, 1986 on the Table of the House during its ensuing Session as required under Clause (2) of Article 323 of the Constitution of India. "

Now I request the Honourable Chief Minister to lay the above said Annual Report on the Table of the HOUSE.

Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House " The 14th Annual Report of the Tripura Public Service Commission for the period from April, 1985 to March 31, 1986 on the Table of the House during its ensuing Session as required under Clause (2) of Article 323 of the Constitution of India. "

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— লে'য়িং অব দি রিপ্লাইস্ অব দি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চান। বিধানসভার গত অধিবেশনে পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪, ৬৪, ১১, ১২, ৩৪ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪ এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৪ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি আয়োজন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৪ এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীজহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান

নাম্বার ৩৪ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার:— আমি এখন আইন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১, ১২, ৩৪-এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১, ১২, ও ৩৪ এর উত্তরপত্রগুলো সভার টেবিলে পেশ করছি।

PRESENTAION OF THE 19TH REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS.

মিঃ স্পীকার:— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির ১৯তম (নাইনটিন্থ) প্রতিবেদন (রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং (চেয়ারম্যান অব দি পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটি) মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (চেয়ারম্যান):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির উনিশতম প্রতিবেদন সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার:—আজকের সভায় পেশ করা কমিটি রিপোর্টের প্রতিলিপি 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

GOVT. BILLS

মিঃ স্পীকার:— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "The Tripura Educational Institution (Prevention of Ragging) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 13 of 1990)" এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীঅরুণ কর (শিক্ষামন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripur Educational Institution (Prevention of Ragging) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 13 of 1990)" বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে টেকনিক্যাল ইনস্টি-

টিউশানগুলিতে রেগিং এর ফলে অনেক ছাত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। এইটা বর্তমানে এমন পর্যায়ে গেছে, যে, ছাত্রদের অভিভাবকরা শংকিত হয়ে পড়েছেন। আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এইটা গ্রহণযোগ্য নয়। বিগত অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই রেগিং এর বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে এবং এই রেগিং এখন এমন পর্যায়ে গেছে যে, ছাত্ররা যারা রেগিং এর শিকার হচ্ছে তারা রেগিং যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করার সাহস পাচ্ছে না।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— সম্ভাবনাময় যে সকল ছাত্র ছাত্রীর জীবন কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য চির কালের জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যাতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সেই জনাই এই বিল আনা হয়েছে এবং আমি আশা করি এই বিলটির সমর্থন করে হাউসের সদস্যগণ উনাদের বক্তব্য রাখবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় (অনারেবল মেম্বার) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে, এখানে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী কর্তৃক আনীত এই বিলটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয়, আমাদের এই সরকার শিক্ষায়তনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য বরাবরই সচেষ্ট আছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃংখলা এই সরকার বরদাস্ত করছেন না। কিন্তু কিছু সংখ্যক শিক্ষায়তনে কিছু কিছু দুর্ভাগ্যজনক কিছু কিছু ঘটনা চলতে থাকার ফলে, সেই ক্ষেত্রে এই বিলটি কার্যকরী ভূমিকা নিতে সাহায্য করবে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে বলেই আমি মনে করি। সুতরাং এই বিলটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমি আশা করি এই বিলটি এই হাউসে সর্বসম্মতভাবে। পাশ হবে। এখানে বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা উপস্থিত নেই, উপস্থিত থাকলে আমি তাদেরকেও এই একই অনুরোধ রাখতাম। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Educational Institutions (Prevention of Ragging) Bill, 1990 (Tripura Bill No.13 of 1990) বিবেচনা করা হউক।

যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা "হ্যাঁ" বলবেন। (ধ্বনি 'হ্যাঁ')

যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা "না" বলবেন। (কেহ 'না' বলেননি)

আমি মনে করি যারা "হ্যাঁ" বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৯নং পর্যান্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা 'হ্যাঁ' বলবেন (ধ্বনি 'হ্যাঁ')

যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা' না' বলবেন, (কেহই 'না' বলেন নাই)

আমি মনে করি যারা হ্যাঁ বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাঁরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ।

অতএব, উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, 'বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক'।

যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা 'হ্যাঁ' বলবেন, (ধ্বনি "হ্যাঁ")
যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন। (কেহই 'না' বলেন নাই)

আমি মনে করি যারা 'হ্যাঁ' বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

অতএব, বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল, "The Tripura Educational Institutions (Prevention of Ragging) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 13 of 1990)."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীঅরুণ কুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Educational Institutions (Prevention of Ragging) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 13 of 1990)".

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হল, "The Tripura Educational Institutions (Prevention of Ragging) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 13 of 1990)"

পাশ করা হউক।

যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা 'হ্যাঁ' বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন, আমি মনে করি যারা হ্যাঁ বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল।

MOTION FOR EXTENTION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF PRIVILEGE COMMITTEE

Mr. Speaker :— I would now call Shri Amal Mallik, Chairman of the committee on privileges to move his motion for extension of the time for persentation of the Report of the committee on privileges.

Shri Amal Mallik, M. L. A. Chairman of the committee on privileges :—

Mr. Speaker Sir, I beg to move—" That the time for persentation of the Report of the committee on privileges to the House on the question of alleged breach of privilege raised by Shri Rasik Lal Roy, Govt. Chief Whip, against Shri Keshab Majumdar, M. L. A. as referred to the committee on Privileges on 29-3-1990 for investigation, Examination and report, be extended upto the next session of the Assembly. "

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by Shri Amal Mallik, M. L. A' Chairman of the Committee on privileges. " That the time for presentation of the Report of the committee on privilege to the House on the question of alleged breach of privilege raised by Shri Rasik Lal Roy, Govt. Chief whip, against Shri Keshab Majumdar, M.L.A. as referred to the committee of privileges on 29-3-90 for investigation, Examination, and Report, be extended upto the next session of the Assembly."

I now put the motion to Vote—

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are for contrary opinion will please say 'AYES'

I think AYES' have it, 'AYES' have it.

(Pause)

'AYES' have it.

The Motion is carried.

সর্ট ডিসকাশান অন ম্যেটারস অব আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল, "সর্ট ডিসকাশান অন দি মেটারস অব আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স"। আজকের কার্যসূচীতে দুটি সর্ট ডিসকাশান নোটিশ আছে। নোটিশ দুটির প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীদীবাচন্দ্র রাংখল মহোদয় এবং দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়।

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

প্রথম নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্যবাসীর স্বার্থে রেশন কার্ডগুলিকে রিভিউ করে রাজ্যে নূতন করে রেশন কার্ড দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদীবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীদীবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে রেশন কার্ড সম্পর্কে "রাজ্য সরকার রেশন কার্ডগুলি রিভিউ করে নূতন রেশন কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু কতগুলি জায়গায় এখনও এটা সম্পূর্ণ না হওয়াতে অনেক জায়গাতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন উত্তর ত্রিপুরাতে ছামনু টি ডি ব্লকে এখনও বহু রেশন সপগুলিতে রীতিমত রেশন না পাওয়ায় জনগণের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। এই সম্পর্কে সরকারী ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই আমি এখানে আলোচনা এনেছি। আমি জানি রেশন কার্ড-গুলি প্রথম পরিবর্তন করা হয়েছিল, এটা জাস্ট নতুন করে দেওয়া। এখানে যারা ৮ বছর আগে মাইনর ছিল এবং ৮ বছর পরে এ্যাডাল হয়েছে, এই এ্যাডালদের খোরাকী, রেশন কার্ডে নেই। তার জন্য সরকারী ব্যবস্থা-পনায় নূতন কার্ড দেওয়ার একটা ব্যবস্থা নিয়েছেন, কিন্তু আমাদের ছামনু টি ডি ব্লকে এখন পর্যন্ত এটা হয় নাই। যে সমস্ত রেশন সপগুলিকে রেশন কার্ড (ফুড ইন্সপেক্টর অথবা চীফ না কি একজন অফিসার আছেন উনার তরফ থেকে এই সমস্ত এলটমেন্ট অথবা রেশন দেওয়া হয়। কিন্তু এক একটা রেশন সপে এটা দেওয়া হয় নাই। এখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি রেশন সপে এক্সপার রিভিউ বাই ফুড ইন্সপেক্টর দেওয়া হয়েছে। আর অধিকাংশ রেশন সপগুলি এখনও দেওয়া হয় নাই। যারজন্য এলাকাতে ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা পেয়েছে আমরা পাই নাই কেন, এই সমস্ত প্রবলেম রয়েছে। কাজই আমি এটা আলো-চনায় এনেছি, কাজেই আমি আশা রাখব এই সমস্যাটা সরকারের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা নেবেন। এই আশা রেখেই আমার আলোচনা আমি সমাপ্ত করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, "ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্যবাসীর স্বার্থে রেশন কার্ডগুলিকে রিভিউ করে রাজ্যে নূতন রেশন কার্ড দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে" মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৮১ইং সনে যথাবিহিত তদন্ত করে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী বই আকারের রেশনকার্ড বিলি করা হয়েছিল। ঐ কার্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১৯৮৯ইং থেকে যথারীতি তদন্ত করে রেশন বই নবীকরণের কাজ আরম্ভ করা হয় এবং ইতিমধ্যে রাজ্যের রেশন কার্ডের নবীকরণের কাজ প্রায় সমাপ্ত। ভোক্তাদের হাতে নূতন কার্ড বিলির কাজ ও প্রায় শেষ হওয়ার পথে। আশা করা যায় রাজ্যের রেশন কার্ড নবীকরণের কাজ আগামী কিছু দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে। মাননীয় সদস্য দীবাচন্দ্র রাংখল বলেছেন উনার এলাকাতে কিছু কিছু জায়গায় এখনও রেশন কার্ড পৌছয়নি, আমাদের সরকারের গোচরে এসেছে এখনও প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিছু কিছু জায়গায় রেশন কার্ড নবীকরণের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। আমরা আশা করি খুব শীঘ্রই তাদের হাতে পৌছে দিতে পারব। জানুয়ারী মাসে রেশন কার্ড নবীকরণের কাজ আরম্ভ করার সময় মহকুমা ভিত্তিক

রেশন কার্ডের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :—

উত্তর জেলা

১।	ধর্মনগর	৫৩,৩৩২
২।	কৈলাসহর	৪৫,১৮০
৩।	কমলপুর	২৬,৪৯৮
	মোট—	১,২৫,০১০

দক্ষিণ জেলা

১।	উদয়পুর	৩৫,৯৯১
২।	বিলোনীয়া	৪৫,১৬০
৩।	অমরপুর	২৭,১৯০
৪।	সাব্রুম	১৯,৫৯৮
৫।	গণ্ডাছড়া	৬,১৭৬
	মোট—	১,৩৪,১১৫

পশ্চিম জেলা

১।	সদর	১,৫১,২৪২
২।	খোয়াই	৪৯,৩৪৭
৩।	সোনামুড়া	২৮,৪৬৭
	মোট—	২,২৯,০৫৬

* সর্বমোট— ৪,৮৮,১৮১

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :—কাজেই, আমরা আশা করছি যে এখনও যাদের হাতে নতুন রেশন কার্ড পৌঁছে দেওয়া যায় নি, খুব শীঘ্রই তাদের হাতে তা পেঁীছে দিতে পারব এবং যে সমস্যা আছে, তা অতি সত্বরই সমাধান হয়ে যাবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— পরবর্তী কার্যাসূচী হল, মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আলোচনার বিষয়বস্তু হল—সোনামুড়াতে গোমতী নদীর উপর আর, সি, সি ব্রীজ অতি সত্বর নির্মাণ করা সম্পর্কে। এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয়কে তাঁর আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায়— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আলোচনার বিষয় হয় সোনামুড়া গোমতী নদীর উপর একটি আর. সি, সি ব্রীজ অতিসত্বর নির্মাণ করা সম্পর্কে। স্যার, আমরা শুধু আজকেই নয়, বহু বছর আগে থেকে বিশেষ করে বামফ্রন্টের আমল থেকে দাবী জানিয়ে আসছি যে সোনামুড়াতে গোমতী

নদীর উপর একটা আর, সি, সি, ব্রীজ তৈরী করা হউক। এটা তৎকালীন বাষক্রশ্যের অনেক আগে থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাতে ছিল যে বর্ডার রোড যে স্থান দিয়ে গিয়েছে, সেখানে যদি কোন নদী পড়ে তাহলে তার উপর ব্রীজ করতে হবে, যাতে করে ডিফেন্সের কোন রকম অসুবিধা না হয়। এমন কি শেষ অবধি এন, ই, সি'র পরিকল্পনার মধ্যেও সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এত সব সত্ত্বেও এখন পর্যান্ত সেই ব্রীজটা করার কোন উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করছি না, যদিও সেখানে একটা অস্থায়ী কাঠের সেতু প্রতি বছরই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে করা হয়, যা কয়েক দিন পরেই মানুষ অথবা যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এই ব্রীজটা যুদ্ধকালীন সময়ে অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে, যা আমরা ১৯৭০ সালের বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে লক্ষ্য করেছি। এই সোনামুড়া-বিলোনীয়া রোড যেটা এক রকম আমাদের ভারত-বাংলা সীমান্ত দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে, ডিফেন্সের দিক থেকে এর একটা গুরুত্ব আছে, যেটা কেন্দ্রীয় সরকারও অস্বীকার করতে পারেন না। গত এক বছরের মধ্যে এটার সার্ভে এবং প্রয়োজনীয় এ্যাপ্রুভ্যাল ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে পাওয়ার জন্য আমরা সরকারে আসার পর কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি এবং এরজন্য আমি নিজে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও দিল্লীতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংগে কথাবার্তা বলে এসেছি, এবং আশা করছি যে অনতি বিলম্বে এর একটা সুফল পাওয়া যাবে এবং আমাদের বর্তমান সরকার এর কাজ শুরু করতে পারবেন। তাই আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এ্যাপ্রুভ্যাল আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, যাতে করে ঐ এলাকার লক্ষ লক্ষ লোক এমন কি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আমরা ভবিষ্যতে কোন রকম অসুবিধার মধ্যে না পড়ি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় সোনামুড়ার গোমতী নদীর উপর একটা আর, সি, সি, ব্রীজ করার জন্য বিগত ১০ বছর বা তারও বেশী সময় ধরে যে সংগ্রাম করে আসছেন, তারজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা ক্ষমতায় আসার পর এই ব্রীজটা করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করে আসছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার জন্য বিশেষ করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার জন্য এই ব্রীজটি তৈরী করার পরিকল্পনা অনেক দিন আগে থেকে থাকা সত্বেও আমরা খুব একটা এগোতে পাচ্ছি না।

এই ব্রীজটা করার জন্য আমরা চেষ্টা করে আসছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তন হওয়াতে আমরা গত কিছু দিন যাবত চেষ্টা করেও এগোতে পারছি না অর্থের অভাবে। কেন্দ্রীয় সরকার আরও অধিক অর্থ দিতে চাইছেন না। শেষ পর্যান্ত বাধ্য হয়ে আমি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে যাই এবং কথা বার্তা বলি। গত ১৮/৭/৯০ ইং তারিখে ডিরেক্টার জেনারেল, রোড ডেভেলাপমেন্ট থেকে একটা চিঠি দিয়ে এই ব্রীজটাকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই হাউসে আমি এটা জানাতে চাই যে প্রায়োরিটির ভিত্তিতে

গোমতী নদীর উপরে এই ব্রীজটা এক নম্বর লিস্টে আছে। ইতিমধ্যে আমি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে অফিসারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি এবং অ্যাডিশনেল চীফ ইঞ্জিনীয়ার ডি. কে. দাসকে দিল্লী পাঠানো হচ্ছে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এটা সেন্ট্রাল স্কীমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। টাকার অংকও কম নয়। তিন কোটি টাকা। বামফ্রন্ট সরকার বিগত দশ বছরে এই ব্রীজটা করার জন্য কোন উদ্যোগ নেয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণেও আমরা আশা করছি শীঘ্রই এই ব্রীজের কাজ আরম্ভ করতে পারব এবং মাননীয় সদস্য রসিকবাবুর নাম ঐ এলাকার জনসাধারণ চির দিন মনে রাখবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— হাউসের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় মাননীয় সদস্যদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি ঘোষণা করা হলো।

ANNEXURE "A"

Admitted Starred Question No. 3

Name of Member : Sri Subodh Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে তাঁতীদের তৈয়ার করা কাপড় বিক্রীর সুবিধার জন্য সরকার ধর্মনগর শহরের রাজবাড়ী মোটরস্ট্যাণ্ডের পাশে একটি তাঁত শেড্ নির্মাণ করেছিলেন।

২। সত্য হয়ে থাকলে উক্ত তাঁত শেড্টি তাঁতীদের কাজে ব্যবহার হচ্ছে কিনা ?

৩। না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। হাঁ, একটি হ্যাণ্ডলুম হাট নির্মাণ করা হয়েছে।

২। বর্তমানে হ্যাণ্ডলুম হাটটি তাঁতশিল্পীদের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

৩। এখনও পর্যন্ত কোনও তাঁতশিল্পী অথবা তাঁতশিল্প সমবায় সমিতির নিকট থেকে হ্যাণ্ডলুম হাটটি ব্যবহার করার প্রয়োজন জানিয়ে কোন দরখাস্ত বা দাবী পেশ করা হয় নাই। উপযুক্ত দরখাস্ত পাওয়া গেলে হ্যাণ্ডলুম হাটের ঘর বরাদ্দ করারবিষয়ে তাহাদের অনুরোধ বিবেচনা করা হবে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Qestion & Answers)

Admitted Starrted Question No. 4

Name of Member : Sri Subodh Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯০-৯১ইং আর্থিক বছরে তাঁতীদের ভর্তুকীতে সুতা বন্টন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কোন ব্লকে কতজনকে সুতা বন্টন করা হবে ?

৩। আর না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বছরে তাঁত শিল্পীদের ভর্তুকীতে সুতা বন্টনের কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

২। যেহেতু পরিকল্পনা নাই সেহেতু বন্টনের প্রশ্ন ওঠে না।

৩। তাঁতশিল্পীদের সাহায্য করার জন্য অধিক লাভজনক বিভিন্ন পরিকল্পনা চালু করার প্রয়োজনে এবং অন্যান্য কিছু দপ্তর তাঁতশিল্পীদের বিনা মূল্যে সুতা বন্টন করার পরিকল্পনা নেওয়ায় তাঁত, কারু ও রেশম দপ্তর ১৯৯০-৯১ সনে ভর্তুকীতে সুতা দেওয়ার পরিকল্পনা স্থগিত রাখিয়াছে।

Admitted un-Starred Question No. 9

Name of M. L. A. : Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

(১) ১৯৯০-৯১ অর্থ বৎসরে রাজ্যের হাসপাতাল এবং প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার ও রুরাল হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার জন্য ঔষধ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ?

(২) কোন কোন হাসপাতাল এবং হেল্থ সেন্টারে গত জুন পর্যন্ত সময়ে এই বরাদ্দের কত ভাগ সরবরাহ করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Deptt.

(Name of the Minister) : Shri Kashiram Reang.

(১) রাজ্যের হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতাল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ঔষধ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের জন্য ১৯৯০-৯১ অর্থ বৎসরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২,৮১,৯৫,০০০ টাকা।

(২) তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 34.

Name of M.L.A. : Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

(১) রাজ্যের কয়টি হাসপাতাল বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা আছে, আর কতটিতে নাই,

(২) যে সমস্ত জায়গায় এম্বুলেন্স নাই, সেখানের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৩) ইহা কি সত্য যে কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (গ্রামীণ হাসপাতাল) বহুদিন যাবত কোন এম্বুলেন্স নাই।

(৪) সত্য হইলে সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Deptt.

(Name of the Minister) : Shri Kashiram Reang

(১). রাজ্যে বর্তমানে একটি গ্রামীণ হাসপাতাল ব্যতীত বাকী সমস্ত হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতালে (C.H.C.) এম্বুলেন্সের গাড়ীর ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য কোন এম্বুলেন্স বরাদ্দ নাই।

(২) অর্থ সংকটের মধ্যেও বর্তমান আর্থিক বর্ষে গাড়ী কেনার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

(৩) ও (৪) কল্যাণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে একটি গাড়ী আছে যাহা মেরামতির জন্য সাময়িক বন্ধ আছে এবং সত্বর মেরামতির চেষ্টা চলিতেছে।

Admitted Question No. 42 (Starred)

Name of Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

(১) ত্রিপুরা জুটমিলটিকে রক্ষা ও চালু রাখার জন্য রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ কি ?

(২) বর্তমান শ্রমিক সংখ্যার মধ্যে গত দুই বছরে (১৯৮৮ এবং ১৯৮৯) নিয়োগপ্রাপ্ত Untrained নূতন শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

(৩) কতজন ট্রেনিং প্রাপ্ত শ্রমিক গত দুই বছরে জুটমিল থেকে ছাঁটাই হয়েছেন তার সংখ্যা ?

(৪) মিলটিকে চালু রাখার জন্য কত পরিমাণ কাঁচা পাট সংগ্রহ করেছেন এবং সারা বছর চালু রাখতে কত কাঁচা পাটের প্রয়োজন ?

(৫) গত এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে জুট মিলে মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ কত ?

উত্তর

(১) ত্রিপুরা জুটমিলটিকে রক্ষা ও চালু রাখার জন্য একটি প্যাকেজ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২) মোট ৪৯ (উনপঞ্চাশ) জন (১৯৮৮—৩৪ জন এবং ১৯৮৯—১৫ জন)

৩) কোন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়নি।

৪) মিলটিকে চালু রাখার জন্য ১৯৯০ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত মোট ৪৪৫ (চারশত পয়তাল্লিশ) মেট্রিক টন কাঁচা পাট সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বর্তমান আর্থিক বৎসরের বাকী নয় মাসের জন্য ৩,৩০০ (তিন হাজার তিনশত) মেট্রিক টন কাঁচা পাটের প্রয়োজন (দৈনিক গড় উৎপাদন ১৬ মেট্রিক টন হিসাবে)।

৫) ৪৮৪ (চারশত চুরাশী) মেট্রিক টন।

এপ্রিল,	১৯৯০—	১৬১	মেট্রিক টন
মে,	১৯৯০—	২০৮	” ”
জুন,	১৯৯০—	১১৫	” ”
	মোট—	৪৮৪	মেট্রিক টন

Admitted Starred Question No. 51

Name of member : Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। বর্তমানে রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এবং

২। গত ১৯৯০ইং সনের জানুয়ারী থেকে মার্চ এবং ১৯৯০ইং সনের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার কত ; এবং

৩। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি মুনাফা সংগ্রহ এবং অসুবিধার জন্য কতজন অপরাধীকে এখন পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের নাম ও ঠিকানা ?

ANSWER

১। P. D. S. মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট এবং ভিজিলেন্স সংস্থার মাধ্যমে কালো বাজারী এবং মুনাফা খোরদের বিরুদ্ধে

E. C. Act অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২। জানুয়ারী—মার্চ, ১৯৮৯ ইং ১'৩% এবং এপ্রিল—জুন ১৯৯০ ৫.১% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-starred Question No. 5

Name of MLA :— Sri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

১। ১৯৯০ইং সনের ডিসেম্বর ৩১ নাগাদ কতজন সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তার হিসাব, (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

২। এতে কতজন বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

ANSWER

Minister in-charge of the Apptt. & Servics Department. (S.R. Majumder) Chief Minister.

১। ১৯৯০ইং সনের ডিসেম্বর ৩১ নাগাদ মোট ৫৭০ জন সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সংলগ্ন তালিকায় দেওয়া হইল।

২। সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণ করিলে ঐ সমস্ত শূন্যপদসমূহ Recruitment Rules অনুযায়ী প্রমোশন বা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইয়া থাকে।

Assembly Starred Question NO. 23

(Admitted Un-starred Question No. 5)

asked by Shri Gouri Sankar Reang, MLA

Sl. No.	Name of the Department		No. of employees will retire up to 31-12-1990.
1.	2		3
1.	Director General of Fire Service.	—	1
2.	Employment Service & M.P.	—	1
3.	District & Session Judge, North/South/West	—	2

4.	Director of Land Records & Settlement	—	1
5.	Director of Animal Husbandry	—	8
6.	Director of Food & Civil Supplies	—	8
7.	Tripura Public Service Commission	—	2
8.	Information.Cultural, Affairs & Tourism	—	2
9.	District Magistrate & Collector (West)	—	8
10.	Directorate of Planning	—	2
11.	Director of Higher Education	—	20
12.	Tribal Welfare Department/S.C.	—	6
13.	Labour Directorate.	—	3
14.	Department of Fisheries.	—	3
15.	District Magistrate & Collector (South)	—	8
16.	Principal Chief Conservctor of Forest.	—	8
17.	Director of Social Education	—	39
18.	Director of Sports & Youth Programme	—	1
19.	Director of Health Services	—	40
20.	Registrar, Co-Operative Society	—	1
21.	Chief Engineer, Electrical	—	10
22.	Director Panchayat	—	17
23.	Director of Printing Stationery	—	2
24.	District Registrar (West)	—	1
25.	Director of Statistics	—	4
26.	Rajya Sainik Board	—	1
27.	Vigilance Organisation	—	2
28.	Director General of Police	—	105
29.	Prision Directorate	—	2
30.	Directorate of Industries	—	4
31.	S. A. Department	—	5
32.	Directorate of Agriculture	—	12
33:	Public Works Department	—	45
34.	D. M. & Collector. North	—	10

35.	Directorate of School Education	—	165
36.	Public Works Deptt. (IFC & PHE)	—	12
37.	Appointment & Services Deptt.	—	8

Admitted Un-Starred Questions No. 6

Name of M. L. A :—Sri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

১। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৯৯০ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মোট কতজনকে অবসর গ্রহণের পর এক্সটেনশান্ (চাকুরীতে) দেওয়া হয়েছে ; (দপ্তরভিত্তিক আলাদা হিসাব)

২। সরকারী নীতি অনুসারে একজনকে অবসর গ্রহণের বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর সর্বোচ্চ কতমাস এক্সটেনশান্ দেওয়া সম্ভব ;

৩। এক্সটেনশান প্রাপ্তদের মধ্যে কতজনকে ঐ সীমার পর পুনরায় এক্সটেনশান দেওয়া হয়েছে ও কেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Apptt. & Services Department. (S. R. Majumder.) Chief Minister

১ নং
২ নং } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
৩ নং

Admitted Starred Question No. 9

Name of M. L. A. : Shri Subodh Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বছরে কাঞ্চনপুর ব্লকের দশদা বাজার ও পানিসাগর ব্লকের শনিছড়া বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) না থাকিলে তার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Eamily Welfare Deptt.

(Name of the Minister) : Shri Kashiram Reang

১ ও ২) ১৯৯০-৯১ আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কোন কোন স্থানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হইবে তাহা সম্পন্ন করার কাজ চলিতেছে।

Admitted Unstarred Question No. 16

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে গ্রামীণ অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত?

২। গ্রামীণ বেকারদের কর্মে নিয়োগে সহায়তা দানের জন্য দপ্তরের কি কি ব্যবস্থা গত দুই বছরে কার্যকরী করা হয়েছে?

Minister-in-Charge of the Labour and Empoloyment :—Sri Arun Kr. Kar.

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Unstarred Question No. 17

Name of Mermber :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon 'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমান রেজেস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা কত?

২। তারমধ্যে মাধ্যমিক, দ্বাদশশ্রেণী ব্যাচেলার এবং তদূর্ধ্ব উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন বেকারের সংখ্যা কত?

Minister-in-Charge of the Labour and Employment Department :— Shri Arun Kr. Kar.

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Unstarred Question No. 18

Name of Member : Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। শিল্প দপ্তর থেকে কত পরিমাণ সুতা ১৯৯০ ইং সনের ১লা মার্চ হইতে ১৯৯১ ইং সনের ৩০শে জুন পর্যান্ত উপজাতি মহিলাদের বিতরণ করা হবে ?

২। গত ৮ই জুন ১৯৯০ ইং থেকে ৮ই জুলাই পর্যান্ত কত পরিমাণ সুতা কোন অঞ্চলে বণ্টন করা হয়েছে তার হিসাব।

৩। উপজাতি মহিলাদের সুতা এবং শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্যমূল্যে পাছড়া ক্রয়ের স্কীমে ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে কত টাকা মূল্যের পাছড়া কেনা হয়েছে ?

৪। এই ক্ষেত্রে উপজাতি মহিলাদের শ্রমের মূল্য কত ধরা হয়েছে এবং কতজন মহিলা (উপজাতি) উপকৃত হয়েছেন তার হিসাব।

উত্তর

১। ১৯৯০ ইং সনের ১লা মার্চ হইতে ১৯৯১ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত শিল্প দপ্তর থেকে কেবল মাত্র পাছড়া উৎপাদনের জন্য নথিভুক্ত উপজাতি মহিলাদের ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের সুতা দেওয়া হবে। ১৯৯১ ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুনের হিসাব ১৯৯১-৯২ ইং এর আর্থিক বছরের বাজেট প্রস্তুত কালে স্থির করা হবে।

২। গত ৮ই জুন ১৯৯০ ইং থেকে ৮ই জুলাই ১৯৯০ ইং পর্য্যন্ত শিল্প দপ্তরের আর্থিক বাজেট থেকে কোন সুতা বণ্টন করা হয় নাই।

৩। ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে পাছড়া ক্রয় স্কীমে মোট ১৭ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৭৭ টাকা ৬০ পয়সা মূল্যের পাছড়া কেনা হয়েছে।

৪। প্রতিটি পাছড়া উৎপাদনের জন্য উপজাতি মহিলাদের শ্রমের মূল্য হিসাবে মোট ১৭ টাকা ৫০ পয়সা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা মোট ৩৮৮৫ টি পরিবার উপকৃত হইয়াছেন।

Admitted Unstarred Question No. 29

Name of Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯০ জানুয়ারী থেকে জুন এই ছয়মাসে কোন পদে রাজ্য সরকারের চাকুরীর জন্য কত অফার ছাড়া হয়েছে ;

২। কিসের ভিত্তিতে এই সকল অফার প্রাপকদের নির্বাচন করা হয়েছে ;

৩। কোন শ্রেণীর কত শূন্য পদ পূরণের জন্য এই সকল অফার ছাড়া হয়েছে ?

Minister-in Charge of The Labour And Employment :— Shri Arun Kr. Kar

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন

২। তথ্য সংগ্রহাধীন

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন

Postponed Admitted Unstarred Question No. 44

Name of Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Minister-in-Charge of Planning & Coordination Department be pleased to state—

১। ১৯৯০-৯১ বৎসরের জন্য রাজ্যকে কোন্ কোন্ কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছেন ?

২। ১৯৮৯-৯০ বৎসরে ত্রিপুরায় কোন্ খাতে কোন্, কোন্, প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কত টাকা বরাদ্দ ছিল ?

৩। সেই সকল বরাদ্দকৃত টাকার কত অংশ খরচ করা হয়েছে এবং বরাদ্দের প্রকল্পগুলিতেই খরচ করা হয়েছে কি না ?

৪। ১৯৮৯-৯০ সালের বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে এখন পর্যন্ত কত টাকা অব্যায়িত আছে এবং কোন্ কোন্ প্রকল্পের টাকা অব্যায়িত আছে ?

১নং প্রশ্নের উত্তর :—

১৯৯০-৯১ বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের জন্য কোন বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে এখনো পাওয়া যায় নাই। তবে কোন কোন রাজ্য দপ্তর ১৯৯০-৯১ বৎসরের রাজ্য বাজেটে ১৯৮৯-৯০ সালের চালু কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য State Share হিসাবে কিছু অর্থের সংস্থান রাখিয়াছে।

২ নং প্রশ্নের উত্তর :—

এই সঙ্গে দেওয়া Statement-এর ৩নং কলামে ১৯৮৯-৯০ বৎসরে দপ্তর ও প্রকল্পভিত্তিক কেন্দ্রীয় পরিমাণ দেওয়া হইল।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :—

এই সঙ্গে দেওয়া উপরিউক্ত Statement-এর ৪নং কলামে প্রকল্পভিত্তিক খরচের পরিমাণ দেওয়া হইল। শুধুমাত্র বরাদ্দের প্রকল্পগুলিতেই বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হইয়াছে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর :—

সংগে দেওয়া উপরিউক্ত Statement-এর ৫নং কলামে ১৯৮৯-৯০ সালে প্রকল্পভিত্তিক অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ দেওয়া হইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE (Questions & Aniwers)

POSTPONED UNSTARRED QUESTION NO. 44

STATEMENT

Statements showing the outlay & expenditure on Central / Centrally Sponsored Scheme for 1989-90.

Sl. No.	Name of implementing Deptt. / Scheme.	Allocation for 1989-90.	Expenditure during 1989-90.	Unspent Balance.
1	2	3	4	5
1.	**FISHERIES**			
i)	F. F. D. A.	2[illegible]0	3·00	19·00
ii)	Nationalfish seed programme	9·00	—	9·00
iii)	Group Insurance	1·50	—	1·50
iv)	National Welfare fund for fisherman families.	5·00	—	5·00
v)	Techno Socio Economic Survey	0·10	—	0·10
vi)	Development of Inland Fishery Statistics	1·00	0·41	0·59
		30·60	3·41	35·19
2.	**CO-OPERATION**			
i)	Agricultural credit Stabilisation fund (Credit Co-ops)	5·00	—	5·00
ii)	Rehabilitation of fund Development Bank	4·00	—	4·00
		9·00	—	9·00
	NCDC Schemes			
i)	Distribution of Consumers Co operative (Rural)	4·25	1·50	2·75
ii)	I. C. D. Project	70·00	—	70·00
iii)	Storage (Godown)	9·72	4·15	5·57
		83·97	5·65	78·32

1	2	3	4	5
3.	INDUSTRIES			
	i) Transport Subsidy	30·00	10·24	19·76
	ii) Capital Investment	27·00	26·50	0·42
	iii) Dist. Industries Centre	15·00	11·35	3·65
		72·00	48·17	23·83
4.	P. W. D.			
	i) Roads & Bridges	600·00	327·75	352·25
		600·00	327·75	352·25
5.	SCHEDULED CASTE WELFARE			
	i) Post Matric Scholorship	11·35	11·35	—
	ii) Costruction of Girl's Hostel	3·00	3·00	—
	iii) Coaching & Allied Schemes	1·20	—	1·20
	iv) Book-Bank for S.C Engineering Students.	0·30	—	0·30
	v) Pre-Matric Scholarship to the Children whose guardians are engaged in un-clean occupation.	0·40	—	0·40
	vi) Training on stenography & type writing	0·25	—	0·25
	vii) Share capital Assistance to S C Co-operative Development Corporation	7·30	7·30	—
		23·00	21·65	2·15
6.	RESEARCH DIRECTORATE			
	Research and Training	4·00	2·90	1·10

1	2	3	4	5
SL. No.	Name of implementing Deptt. / Scheme'	Allocation For 1989-90	Expenditure During 1989-90	Unspent
7.	**HEALTH**			
i)	N. L. E. P.	73·10	31·33	41·77
ii)	Blindness Control Programme	35·00	6·94	292·06
iii)	Goitre Control Prog.	5·00	1·25	3·75
iv)	Relief on account of natural calamities	5·00	nil	5·00
v)	School Health Services	5·00	nil	5·00
vi)	Family Welfare	333·58	229·30	104·28
vii)	N. M. E. P.	98·00	20·00	78·00
viii)	T. B. Control Prog.	10·00	40·00	6·00
		564·68	292·82	271·86
8.	**ANIMAL HUSBANDRY**			
i)	Rinderpest Eradication Scheme	1·80	2·00	—
ii)	Rinderpest Surveillance containment Vaccination Programme	0·20		—
iii)	Poot & Mouth diseases control	1·20	1·20	—
iv)	Animal Diseases Surveillance	0·66	0·66	—
v)	Systematic Control of Livestock diseases	4·00	4·00	—
vi)	Sampale survey on estimation of Production of meat, eggs and milk	3·00	3·00	—

1	2	3	4	5
vii)	Subsidising hreating of Croos bred Calves for SF / MF / AL etc. under SLBP	51·40	50·00	1·40
viii)	Special Piggery production Programme under SLBP	12·00	12·00	—
ix)	Special Poultry Production Programme under SLBP	5·00	5·00	—
x)	Establishment of Black Yead Poltry Production Unit for the benefit of rural poor and to provid employment opportunities to women in backward tribal and other remote areas	0·71	0·71	—
		7[illegible]·97	78·57	1·40
9.	LAND RECORDS & SETTLEMENT			
	Agariculltutal Censure	3·41	3·41	—
		3·41	3·41	—
10.	SCHOOL EDUCATION			
i)	Financial Assistance to Sanskrit Pondets in indigent circumstances.	1·70	—	1·70
ii)	National Scholarship Scheme.	0·44	0·30	0·14
iii)	Population Educati n.	1·[illegible]0	0·96	0·54
iv)	Computer Literacy & Studies in Schools.	0·3[illegible]	0·[illegible]5	—
v)	Operation Blackboard Schem .	42·12	2·92	39·[illegible]0
vi)	I istrict Institu e of Educati n and Training (IET).	[illegible]6·[illegible]0	—	26·60
vii)	Environmental Orientation to School Education.	3·04	—	3·04

1	2	3	4	5
viii)	Improvement of Science Education in Schools.	27·45	0·60	26·85
ix)	Educational Technology Scheme provision of Radio-cum-Casette Recorder.	0·43	—	0·43
x)	Scheme for upgrading merit of SC/ST students.	1·54	—	1·54
		105·17	5·13	100·04

11. EMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER DEVELOPMENT

i)	Self Employment Programme			
ii)	Special Employment Exchange for physically Handicaped.	1·11	1·11	--
	GRAND TOTAL :—	1665·71	790·57	875·14

Printed at Janashiksha Co-op. Printing Works Ltd. 67 Vivekananda Sarani
(Central Road) Agartala—799001 □ Ph. 22-6443